

LTC Amer Yassine
Manager
Lakemba Travel Centre
8/61-67 Haldon Street
Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
P +61 29750 5000
F +61 2950 5500
E info@lakembatravel.com.au
W www.lakembatravel.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper **সত্যের সাথে সব সময়**
Suprovat Sydney

Your family Chemist
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
*Agent for Diabetes Australia *Health care Monitoring machinery *Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine *Huge collection of perfumes and other cosmetics
*We have experienced and professional pharmacists
90 years of Chemist Experience
New branch in Punchbowl
Open now, Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2195, Tel: 0297902377 62 Haldon street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 0297591013

Suprovat Sydney, June-2022, Volume-14, No-06 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

Landslide Victory of Australian Labor Party

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচন
গুরুত্বপূর্ণ এক
মাইলফলক



Labor

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২১শে মে ২০২২ অনুষ্ঠিত হলো অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচন। নানা কারণে ব্যতিক্রমধর্মী এই নির্বাচনের ফলাফলকে দেশটির জাতীয় রাজনীতিতে ঐতিহাসিক ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

Crystal Smile Dental
Opening Special
\$99
Check up & Clean
We offer wide range of General Dental Procedures
✔ Dental check-up & Clean
✔ Dental Restorative treatment
✔ Teeth Whitening
✔ Dental Crown
✔ Bridges
✔ Veneers
✔ Dentures etc
We are Now Open 6 Day's Sunday closed
Now we are offering NO GAP FEES for dental Check-up & Clean if you have Health funds OR \$95.00 for Comprehensive oral examination, Cancer screening check, Bite check, Scale & Clean & Fluoride treatment
0402 647 879 Shop 74, Glenquarie Shopping centre, Macquarie Fields, NSW 2564
8750 4849 www.crystalsmiledental.com.au

সম্পূর্ণ বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ডেন্টাল ক্লিনিক
আপনার যে কোন ধরনের দাঁতের সমস্যার জন্য আজই যোগাযোগ করুন
FREE KIDS DENTAL
Medicare
Child Dental Benefit Scheme Bulk Billed Here
Ask Us About Your Child's Eligibility Today!
Claim Your \$1000 Benefit For Preventative Dental Services From Medicare Today!

Active Pro Tax
Active Mortgage
Sultana Akter JP
Public Accountant & Registered Tax Agent
Mortgage Broker
Follow us on **facebook**
www.activeprotax.com.au

SYDNEY & ADELAIDE PROJECTS ARE ABOUT TO START
CALL 0499001199
info@bloomingballiang.com.au
LAND INVESTMENT OPPORTUNITY
In Melbourne, 20mins from Avalon Airport
\$30K PER ACRE LAND SHARE
Pay \$5k now, then \$20k by this October and rest by 28 Feb 2023
LET'S SECURE OUR & KIDS FINANCIAL FUTURE THROUGH LAND PROJECTS
Register your interest at: www.bit.ly/BalliangProject



সুপ্রভাত মিডনি

সত্যের সাথে সব সময়

Trade Marked & Registered by Australian Government

ACN- 600 352 716 ABN-93 600 352 716

Registration: BN 98533502

TM:1391330

Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)

Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**

Editor: **Dr Faroque Amin**

Special Division Editor: **Ahmed Raju**

Distribution: **Arif Rahman**

Webmaster: **Golam Mostafa**

Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**

Graphic Designer: **Mizanur Rahman**

Composer: **Sumon Islam**

Delivery: **Apostolo**

Reporter

**Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi,
Javed kawser, Iqbal Mahmud**

SSStv Live Streaming

Noman Masum

Address

P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail

suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details

Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook

www.facebook.com/suprovatpage

Tweet : **@SuprovatSydney**



কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্য দিয়ে সদ্যবিগত মে মাসের ২১ তারিখ শনিবারে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় নির্বাচন। নানা জল্পনা-কল্পনা এবং ঘটনার চড়াই উৎরাই পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশটির ৩১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হলেন এবং শপথ নিলেন অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির নেতা এন্ড্রু আলবানিজি। আগস্ট ২০১৮ থেকে শুরু করে প্রায় চার বছরের কাছাকাছি সময়কাল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা লিবারেলে পার্টি নেতা স্কট মরিসন শনিবার রাতেই পরাজয় স্বীকার করে জাতির উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দেন। নানা কারণে এবারের নির্বাচনটি ছিলো অস্ট্রেলিয়ার জন্য ঐতিহাসিক এক নির্বাচন। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির দেশটিতে সাধারণত দু'টি প্রধান দলের নানা নীতি ও প্রতিশ্রুতির আলোকে জনসাধারণ ভোট দেয়। কিন্তু এবারের নির্বাচন অনেকটাই রূপ নিয়েছিলো ব্যক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বীতায়। বিশ্লেষকদের



অনেকের মতে এবার বিপুল সংখ্যক মানব ভোট দিয়েছে লেবার বনাম লিবারেলে বিবেচনার পরিবর্তে স্কট মরিসন বনাম এন্ড্রু আলবানিজি বিবেচনায়। নির্বাচনের আগ থেকেই প্রতিটি জরিপে দেখা যাচ্ছিলো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের জনপ্রিয়তায় বিপুল ধ্বস। তারপরও লিবারেলে পার্টি এবং তাদের নেতা আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। নির্বাচনের রাতে যখন প্রাথমিক ভোট গণনায় মোটামুটিভাবে পরিষ্কার হয়ে গেলো দেশব্যাপী লেবার পার্টিই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয় লাভ করতে যাচ্ছে তখন ক্ষমতাসীন দলটি পরাজয় স্বীকার করে নেয়। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচনী নিয়ম অনুযায়ী এখনো লক্ষ লক্ষ ভোট গণনা বাকি রয়েছে যা ভোটাররা পোস্টাল ভোট হিসেবে ডাকযোগে পাঠিয়েছে। নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো অনেক আসনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেনি। স্কট মরিসন চাইলেই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারতেন এবং বলতে পারতেন চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন না। নির্বাচনী আইন অনুযায়ীই সে সুযোগ রয়েছে কয়েক দিন থেকে এমন কি কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত। কিন্তু তারপরও কর্তৃত্বপূরণ আচরণের জন্য পরিচিত নেতা স্কট মরিসন অনানুষ্ঠানিক গণনার ভিত্তিতেই পরাজয় স্বীকার করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তিনি তার বিদায়ী ভাষণে বলেছেন, তিনি চাননা অস্ট্রেলিয়ার গণতন্ত্র ও রাজনীতি কোন সিদ্ধান্তহীনতা ও আশংকার মাঝে ঝুলন্ত থাকুক। যেহেতু দুইদিন পরেই দেশটির প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের শিডিউল রয়েছে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সহ অন্য তিনটি দেশের নেতার সাথে মিটিং এর জন্য, সুতরাং তার আগেই স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে একজন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজন। সোমবার সকালেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে এন্ড্রু আলবানিজি তার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিয়ে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার এ দৃষ্টান্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জন্য স্বাভাবিক একটি চর্চা হলেও বাংলাদেশের মতো দলীয় কোঠারিপনা এবং দুর্বৃত্তপনার অন্ধক্রে দেশের মানুষদের জন্য এটি এখনো অকল্পনীয় একটি বিষয়। ঠিক একই অবস্থা বাংলাদেশে হলে ভোট ডাকাতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে দেশব্যাপী অরাজকতা শুরু হয়ে যেতো। কোন দলীয় সরকারের অধীনে সৃষ্ট একটি নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয় স্বীকার করে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়া বাংলাদেশে কেউ ভাবতেও পারেনা। দেশের মানুষের গণরায়ের প্রতি এমন সরাসরি অবমাননা এবং জনমতকে প্রত্যাখ্যান করে গুন্ডাতন্ত্রের রাজনীতি বাংলাদেশ থেকে কখন দূরীভূত হবে তা অনিশ্চিত। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা রাজনীতিকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে সৃষ্ট রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক চর্চার পুনরুদ্ধারের জন্য গণঅভ্যুত্থানের কোন বিকল্প এখন আর খোলা নেই। আমূল পরিবর্তন ছাড়া যে নামে এবং ছলনাতৈই চলতি দুর্নীতিপূরণ রাজনীতির চর্চা চলমান থাকুক না কেন, শুভ পরিবর্তন আসার কোন দূরতম সম্ভাবনা নেই। কেবলমাত্র জনগণের দুর্ভোগ, দুর্বৃত্তপনা এবং দুর্নীতিই চলতে থাকবে।

CONGRATULATIONS

People relied on you with their votes and now it's your turn to make them happy with your amazing service. You have proved yourself as a hardworking, dedicated individual to the Australian people. As you embark upon your new responsibilities, we hope you deliver on the promises you've made and continue to fight for the positive change we desperately need as a nation. It's your time to prove your loyalty. Congratulations on winning the election, and best of luck.

A Better Future.



MEFF Eid Festival

The largest Muslim gatherings in Australia



Suprovat Sydney Report

Multicultural Eid Festival and Fair (MEFF), the first, the largest and longest running Eid Festival in Australia celebrated its 37th annual Eid festival at Fairfield Showground on Sunday 15 Many 2022. The organizers could not conduct the festival for last two years due to the pandemic and health restrictions. The uncertainty continued early this year. But MEFF management under the leadership of Hanif Bismi was able to organize one of the largest multicultural gatherings in Sydney within a short period of time.

Hanif Bismi, the president of MEFF spoke to the media that he and his team were uncertain about the outcome of the event because of last minutes preparation and unfavorable weather forecast. But he thanked Almighty Allah swt that everything went well far more than expected as thousands of people poured into the show ground making this year's festival one of the most successful event in MEFF and multicultural gatherings in Sydney. He said our stall owners and other participants were extremely happy. He also thanked the support he and his team received by the community members, Fairfield council, NSW Police and Ambulance and volunteers and their family members. Bismi particularly thanked the media coverage by community media personalities and sponsors. He also highlighted that this year MEFF decided free entry which was a great decision that turned out to be very positive. He also promised, In sha Allah MEFF will showcase a better and bigger multicultural event in the coming years to maintain

harmony and cohesion in Australian society by bringing more diverse communities on board. The only Bangladeshi community Newspaper in Australia, Suprovat Sydney was media partner and they was awarded with excellent crest.

President of MEFF speech as below: In the name of Allah -Assalmualaikum/ Greetings of Peace

We would like to acknowledge the Cabrogal of the Darug Nation who are the Traditional Custodians of this Land we are meeting on today. We also pay our respect to the Elders both past and present and future of the Darug Nation.

Today, we thank Almighty God for us being here to celebrate the 37th annual Multicultural Eid Festival and Fair (MEFF). MEFF's journey began in 1986 with the far-reaching vision of its founding father, Dr. Qazi Ashfaq Ahmad. It is of great sorrow to Multicultural Australian community that Dr. Ahmad passed away on 10 February 2022. But we will continue his legacy with help and support of you.

Due to the pandemic and uncertainty over the last two years, we were not able to hold the festival. The uncertainty continued till early this year and this impacted the planning and organization of MEFF. However MEFF members speedily came together and worked hard to bring you the festival today. I as the president of MEFF personally thank each and every MEFF member and their family for making it happens, without their consistent dedication and hard work we will not able to reach this far.

I thank you all distinguished guest for accepting our late invitation and joining us this grand event. Our



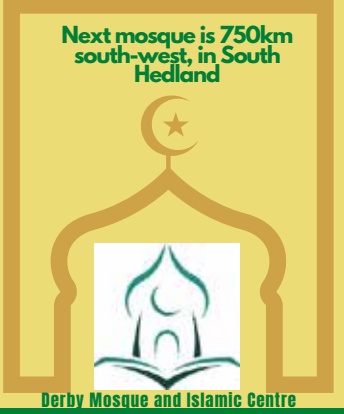
distinguished guests, Hon Kristina Keneally, former NSW Premier and leader of the Senate, I understand this the time of Federal election still Kristina came to attend this event is great gesture. Mr. Rokibul Islam, Ms. Maha Abdo, Father Patrick and Ms. Jaya Chivukula and entire Australian community without your support we cannot run MEFF. This is because MEFF is a not-for-profit volunteer organization and requires your support. However, MEFF is part of Australian Multiculturalism. MEFF is not just a traditional Eid Festival. But it brings people from all backgrounds under one roof celebrating and showcasing Australian multiculturalism in a harmonious atmosphere of

understanding and sharing. MEFF is the first, the largest and the longest running Eid Festival in Australia. It is an opportunity for diverse Australians to meet, understand culture, and taste international food and build bridges and stronger bond between communities.

We express gratitude to our proud sponsor, Meezan Wealth Management and Jaya Chivukula NSW government for their generous support. We acknowledge our media supporters, AMUST, Suprovat Sydney and 5 News Australia. We thank Fairfield Council and its staff for their support. We acknowledge outstanding individuals for their sincere services to the community in various fields. There are some awards waiting for them. I take this opportunity to thank

Group 5 Security for sponsoring the awards. I personally thank and acknowledge IFEW Integrated Family Education and Welfare, ARO, Australian Relief Organization, ISRA Islamic Science Research Australia, Sajjadia Centre and Alamdar Association sending their volunteers helping us to set up the venue. Alhumdullillah, it is the mercy of Almighty God, the weather is just perfect for the event though throughout the week it was raining InshaAllah, We anticipate ongoing support for MEFF in the future and we promise a better and bigger festival in coming years. Once again thank you everyone for celebrating Eid with MEFF and enjoy your day.

Urgent Appeal to Protect Kimberly from Muslim Degeneration; Muslims are converting to other religions



DEVELOPMENT PROPOSAL

Stage1: Purchase Land

Stage2: Build Mosque and Islamic Centre

Target: \$650,000

The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said,
'Whoever builds a Masjid in which the Name of Allah is mentioned,
Allah will build a house for him in Paradise.'

[Bukhari & Muslim]

Please donate and be part of a noble cause

Banking Details

ANZ, Derby
Account Name:
Derby Mosque and Islamic Centre
BSB:016620
Account No: 6448-57077
SWIFT Code: ANZBAU3M



Contact Details

Shariful Islam
0428 946 721
Tarek Abdelrahman
0499 349 120
Hamzah Bin Rashid
0438 217 946



**Derby Mosque and Islamic Centre Inc.(DMIC),
WA 6728 ABN: 74106696700**

0428946721, 0452558311, 0450289786 | www.dmic.org.au | info@dmic.org.au | Derbymosque

CONGRATULATIONS

Hon. Tony Burke MP our heartfelt good wishes and warm congratulations for being elected again. On behalf of Bangladeshi Australian community and the only printed Bengali community Newspaper, we wish you all the best.



SUPROVAT SYDNEY TEAM

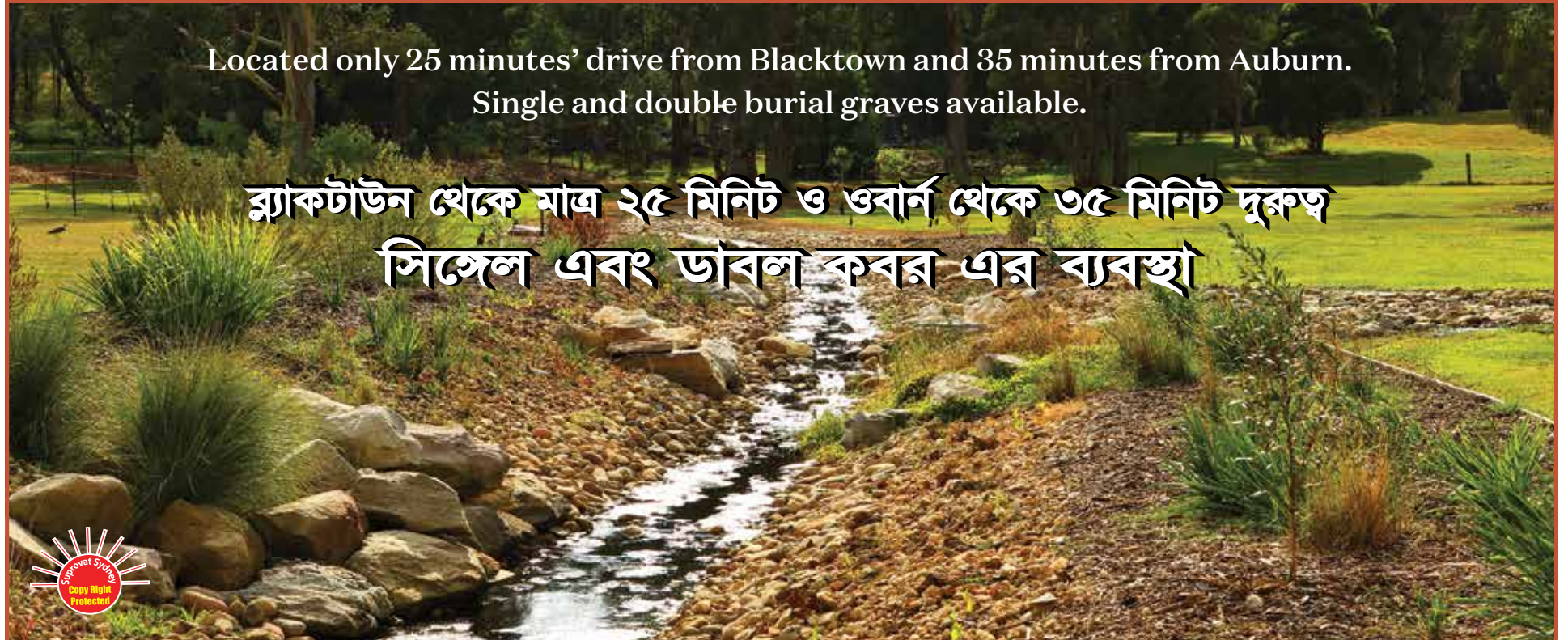
সিডনিবাসীদের জন্য কবর অতি স্বল্প মূল্যে!

Muslim Lawn

Kemps Creek Memorial Park has a dedicated lawn for the Muslim community with peaceful rural vistas.

Located only 25 minutes' drive from Blacktown and 35 minutes from Auburn.
Single and double burial graves available.

ব্ল্যাকটাউন থেকে মাত্র ২৫ মিনিট ও ওবার্ন থেকে ৩৫ মিনিট দূরত্ব
সিঙ্গেল এবং ডাবল কবর এর ব্যবস্থা



Part of the local community

Call us on 02 9826 2273 from 8.30am-4pm
Visit www.kempscreekcemetery.com.au



**Kemps Creek
Memorial Park**

healthdirect



প্র।

কোভিড থেকে
আরোগ্য লাভ করতে
কত দিন লাগে?

উ।

কোন কোন লক্ষণ
শীঘ্র দূর হয়, কিন্তু
কোন কোন লক্ষণ
দীর্ঘ সময় ধরে থাকে।

আপনার লক্ষণগুলো বুঝতে healthdirect.gov.au দেখুন
অথবা জাতীয় করোনা ভাইরাস হেল্প লাইনে ১৮০০ ০২০ ০৮০ ফোন করুন

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচন: গুরুত্বপূর্ণ এক মাইলফলক

১ম পৃষ্ঠার পর

কিছু পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পুরো দেশজুড়ে লেবার পার্টির ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টোরি এবং টিল রঙের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে উঠা স্বতন্ত্র প্রার্থী ও নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি প্রমাণ করছে অস্ট্রেলিয়ান জনগণ লিবারেল পার্টির প্রতিশ্রুতি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার তুলনায় বরং লেবার পার্টির এজেন্ডা জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু, দুর্নীতির প্রতিকার এবং সুশাসন নিশ্চিত করাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণার মাঠে পুরো দেশজুড়ে প্রতিটি প্রার্থীর ব্যক্তিগত ইতিহাসকে করা হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ, শেষপর্যন্ত ২১ মে ২০২২ শনিবার রাতে দেশটির ৩১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন লেবার পার্টির নেতা এলভানি আলবানিজি।

এবারের নির্বাচনে দলগুলোর এজেন্ডা, পলিসি এবং প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি প্রার্থীদের ব্যক্তিগত অবস্থান অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন ছিলেন এই আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু। প্রার্থীদের ব্যক্তিগত অবস্থান এবং ইতিহাসকে ভোটাররা এতো বেশি প্রাধান্য দিয়েছে যে নির্বাচনী আলোচনার প্রতিটি বিশ্লেষক বলেছেন পার্লামেন্টারি ইলেকশনের বদলে যেন এবং প্রেসিডেনশিয়াল স্টাইল ইলেকশন সম্পন্ন হয়েছে।

বিগত কয়েকমাস আগে এই ধারার সূচনা হয় যখন লিবারেল পার্টির কিছু এমপি, সিনেটর এবং উচ্চপদস্থ নেতারা তাদের নিজ দলেরই প্রধান স্কট মরিসনের বিরুদ্ধে কর্তৃত্বপারায়ণ আচরণের অভিযোগ নিয়ে জনসম্মুখে সোচ্চার হয়ে উঠেন। গত মার্চ মাসে লিবারেল পার্টিরই একজন সিনেটর কনসেটা ফিয়েরাভানটি-ওয়েলস এক পর্যায়ে সিনেটে তার বক্তব্যে বলেন স্কট মরিসনকে একজন অটোক্র্যাট এবং বুলি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, তিনি এমন একজন মানুষ যার কোন 'মোরাল কম্পাস' নেই।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং পরমতের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে নিজ মতামতকে চাপিয়ে দেয়ার সংস্কৃতি চালু করার অভিযোগ ধীরে ধীরে জনমতের উপর এতোটাই প্রভাব ফেলে যে নির্বাচনের দুই দিন আগে প্রচারণার শেষ মুহুর্তে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি জানেন যে অনেক সময় তিনি 'বুলডোজার' এর মতো আচরণ করেন এবং তিনি এই অভিযোগকে সংশোধনের চেষ্টা করবেন।

তার চরিত্রের সাথে ব্যতিক্রমী এই স্বীকৃতির পরও স্কট মরিসনের শেষ রক্ষা হয়নি। দেশজুড়ে প্রার্থীরা এবার বেছে নিয়েছে এমন একজন নেতাকে যাকে তার পরিচিতজনরা আখ্যায়িত করে এমন একজন মানুষ হিসেবে যার কথার সাথে কাজের মিল রয়েছে, যিনি অন্যদের মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন এবং যিনি প্রতিশ্রুতি দিলে তা বাস্তবায়নের জন্য সং মানসিকতা নিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। জাতীয় নেতা হিসেবে এলভানি আলবানিজির পরিচিতি কম ছিলো, কিন্তু তারপরও স্কট মরিসনের বিপরীতে তার দল শেষপর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা



২১ মে ২০২২ শনিবার রাতে দেশটির ৩১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন লেবার পার্টির নেতা এলভানি আলবানিজি

লাভ করায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। ২৪ আগস্ট ২০১৮ থেকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা স্কট মরিসন এদিন রাতেই তার বিদায়ী ভাষণে পরাজয় স্বীকার করে নেন।

অস্ট্রেলিয়ার নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় সংসদ বা হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী দলের প্রধান নেতা দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে স্কট মরিসন যখন প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুলের অধীনে ট্রেজারারের দায়িত্ব পালন করছিলেন, আরেক সরকার দলীয় নেতা পিটার ডাটন দলীয় ফোরামে টার্নবুলের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেন। এ সময় নানা ঘটনা পরিক্রমের এক পর্যায়ে টার্নবুল সরে দাঁড়ালে দলীয় নেতৃত্বের ভোটে মরিসন দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনে তিনিই আবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং এই বিজয়কে তিনি সে সময় অলৌকিক একটি ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

প্রায় চার বছরের শাসনামলের নানা ঘটনার জন্য যেমনিভাবে তিনি সমালোচিত হয়েছেন, এ সময়কালে তার সফলতাও নিছক এড়িয়ে যাওয়ার মতো বিষয় নয়। কোভিড মহামারীর চূড়ান্ত দুর্ঘোলের মাঝেও দেশটির অর্থনীতিকে শক্তহাতে সামাল দেয়ার জন্য এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে সহায়তা করার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন।

নতুন নির্বাচিত হওয়া প্রধানমন্ত্রী এলভানি আলবানিজি সিডনি ক্যাম্পারডউন

এলাকায় সরকারী আবাসন ভবনে একজন সিঙ্গেল মাদারের সন্তান হিসেবে বড় হয়েছেন। তিনি তার প্রতিটি সফলতা ও অর্জনের জন্য তার মা'য়ের কথা স্মরণ করেন। তিনি অকপটে বলেন, অসুস্থ মা সরকারী কল্যাণ তহবিলের টাকায় জীবন নির্বাহ করে কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝে তাকে পড়ালেখা করিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের জন্য সরকারী সহায়তা কোন সুবিধা নয় বরং এটি তাদের নাগরিক অধিকার।

এবারের নির্বাচনে এলভানি আলবানিজি গুরুত্ব দিয়েছেন সরকারী জবাবদিহিতার উপর। তিনি দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি স্বাধীন সংস্থা গঠনের অঙ্গীকার করেছেন। একই সাথে তিনি জনসাধারণের জন্য চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি সহ নানা কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নির্বাচনের সময়। স্কট মরিসনের দল লিবারেল পার্টির স্লোগান ছিলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি নির্ভর। পুরো নির্বাচনী ভোটের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সারা দেশব্যাপী ভোটাররা এক্ষেত্রে এলভানি আলবানিজির পলিসিকেই বেশি পছন্দ করেছেন।

সারা বিশ্বে যখন যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মহামারী জনিত সমস্যা সহ নানা প্রতিকূল অবস্থা বিরাজমান, এমন এক সময়ে অস্ট্রেলিয়াকে সমৃদ্ধি এবং উন্নত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া নতুন প্রধানমন্ত্রীর জন্য বিশাল একটি চ্যালেঞ্জ। বিজয় বক্তৃতায় তিনি বলেছেন তিনি এমন একজন নেতা হতে চান যিনি তার দেশকে রিনিউয়েবল এনার্জির সুপারপাওয়ারে পরিণত করতে পারবে।

মাল্টিকালচারাল দেশ অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচনে দেশটির বিভিন্ন জায়গায় ইমিগ্রেন্ট নানা কমিউনিটি থেকে সবসময়ের মতো এবারেও অনেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং অনেকেই নির্বাচিত হতে না পারলেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন। নানা ঘটনার মাঝে নির্বাচনের ঠিক আগ মুহুর্তে জাতীয় একটি টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে একজন বাংলাদেশী প্রার্থী সম্পর্কে কিছু অভিযোগের বিষয় প্রচার করা হয়। এই অনুষ্ঠান

প্রচারের পর অস্ট্রেলিয়ার নানা শহরে বাংলাদেশী প্রবাসীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এসব দেশে মাইগ্রেন্টদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের যোগ্য রাজনীতিবিদরা এগিয়ে আসছে। যোগ্য এবং কৃতী অভিবাসীরা কংগ্রেস সদস্য, সংসদ সদস্য, বিচারপতি এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হচ্ছে। ভারতীয় এবং পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত

রাজনীতিবিদদের উপর আস্থা বাড়ছে স্থানীয় মানুষদের। অথচ এর মাঝেই এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত ঘটনাগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ায় বাংলাদেশের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছে কিছুটা নেতিবাচকভাবে। নানা অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পরও অভিযুক্তদেরকে অনুষ্ঠানটিতে কোন উপযুক্ত উত্তর না দিয়ে বরং এড়িয়ে যায়।

লেবার পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে। প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এই নির্বাচনে লজ্জাজনক পরাজয়ের ভার নিয়ে বিদায় হয়েছেন। রাজনীতিসচেতন বাংলাদেশী-অস্ট্রেলিয়ানদের মতে, স্কট মরিসনের যেসব ভুল কাজ ছিলো, এই ধরণের সমস্যাগ্রস্থ প্রার্থীদেরকে নিজের সাথে নেয়াটা ছিলো তার মাঝে একটি বড় কারণ।

এই নির্বাচনে অস্ট্রেলিয়ার জনগণ সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি দমন সংস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় দিয়েছে। কিন্তু মাঝখান দিয়ে বাংলাদেশী-অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য একটি লজ্জাজনক ঘটনা থেকে গেলো জনগণের স্মৃতিতে। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা জনসেবা ও নিঃস্বার্থ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্থানীয় রাজনীতিতে নানা রকম ভূমিকা রাখেন। কিন্তু একজনের সমস্যার কারণে কমিউনিটির প্রতিনিধি হিসেবে তাদের অবদানগুলোও কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত



সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির ব্যাংকস্টাউন প্যাসওয়তে শনিবার (২৮ মে ২০২২) বঙ্গবন্ধু পরিষদ সিডনি, অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে 'বৈশাখী মেলা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে, ইজতিমার দিনে এ মেলার আয়োজন করায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মেলা সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ডক্টর মোহাম্মাদ সিরাজুল হক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ড. রতন কুন্ডু। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সুফিউর রহমানের প্রতিনিধি

কমার্শিয়াল কাউন্সিলর সাইফুল্লাহ, লিবারেল পার্টির এমপি উইন্ডি লিভসে, ব্যাংকস্টাউন- ক্যান্টারবারি সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর কার্ল সালেহ, সিটি অব ক্যাম্পবেলটাউনের কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট সংগঠক ইব্রাহিম খলিল মাসুদ, স্ট্রেথফিল্ড সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর রাজ দত্ত, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ সিং চুন্ডু, প্রমুখ। বঙ্গবন্ধু পরিষদ সিডনি, অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ সম্পাদক, বৈশাখী মেলার আহ্বায়ক গাউসুল আলম শাহজাদা সকল স্পন্সর সংগঠকসহ সকল স্বেচ্ছাসেবকদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

এবারও যথাযথ মর্যাদায় দু'টি ইজতিমার আয়োজন সিডনিতে অভূতপূর্ব সারা জুগিয়েছে।

প্রথম ইজতিমা গত ২৭-২৮-২৯ মে ২০২২ ল্যাকেম্বা দারুল উলুমে (58 Quigg Street, Lakemba NSW 2195) অনুষ্ঠিত হয়। এতে বহির্বিদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ধর্ম প্রাণ মুসলমান (জামাত) যোগদান করেন। সোমবার দু'য়ার মাধ্যমে ইজতিমার সমাপ্তি হয়।

অন্যদিকে আগামী ১০১১-১২ জুন ২০২২ সিডনির মসজিদে নূরে (1 Ferndell St, South Granville NSW 2142) হতে যাচ্ছে জোড়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে জামাত এসেছে। সোমবার দু'য়ার মাধ্যমে ইজতিমার সমাপ্তি হবে।

শুধু সিডনি থেকে নয়, গোটা অস্ট্রেলিয়ার প্রতিটি রাজ্য থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন জাতির কয়েক হাজার মুসলমানের উপস্থিতিতে ইজতিমা বা জোড় সম্পন্ন হয় প্রতিবছর। দুটি ইজতিমা থেকে অনেকগুলো জামাত আল্লাহর রাস্তায় চার মাস ও চল্লিশ দিনের জন্য বের হয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি বা হবেনা ইনশাআল্লাহ।



মিডনিতে ২টি ইজতিমা

প্রতিবছর সাধারণত বৈশ্বিক যেকোনো বড় সমাবেশ, কিন্তু বিশেষভাবে তাবলিগ জামাতের বার্ষিক বৈশ্বিক সমাবেশ, যা বাংলাদেশের টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাবলিগ জামাতের এই সমাবেশটি বিশ্বে সর্ববৃহৎ, এবং এতে অংশগ্রহণ করেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। সাধারণত প্রতিবছর শীতকালে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়ে থাকে, এজন্য ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসকে বেছে নেয়া হয়। তবে মাসুয়ারা সাপেক্ষে দিন-তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এই সমাবেশ নিয়মিত আয়োজিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে

ঢাকার রমনা পার্কসংলগ্ন কাকরাইল মসজিদে তাবলিগ জামাতের বার্ষিক সম্মেলন বা ইজতেমা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে তৎকালীন হাজি ক্যাম্পে ইজতেমা হয়, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তখন এটা কেবল ইজতেমা হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রতিবছর ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় পাকিস্তানের সাথে অনেক আলেমদের একাত্মতা থাকায় ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রমনা উদ্যানের স্থলে টঙ্গীর পাগার গ্রামের খোলা মাঠে ইজতেমার আয়োজন করা হয়। ওই বছর স্বাগতিক বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মপ্রাণ

মুসলমানরা অংশ নেওয়ায় 'বিশ্ব ইজতেমা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান অবধি 'বিশ্ব ইজতেমা' টঙ্গীর কহর দরিয়াখ্যাত তুরাগ নদের উত্তর-পূর্ব তীরসংলগ্ন ডোবা-নালা, উঁচু-নিচু মিলিয়ে রাজউকের ১৬০ একর জায়গার বিশাল খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম-শহর-বন্দর থেকে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং বিশ্বের প্রায় ১৫০ টি দেশের তাবলিগি দ্বীনদার মুসলমান জামাতসহ ৪০ থেকে ৫০ লক্ষাধিক মুসল্লি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন বা বিশ্ব ইজতেমায় অংশ নেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা ইলিয়াস [রহ.] ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহরানপুর

এলাকায় ইসলামী দাওয়াত তথা তাবলিগের প্রবর্তন করেন এবং একই সঙ্গে এলাকাভিত্তিক সম্মিলন বা ইজতেমারও আয়োজন করেন। বাংলাদেশে ১৯৫০-এর দশকে তাবলিগ জামাতের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন মাওলানা আবদুল আজিজ। বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের কেন্দ্রীয় মারকাজ বা প্রধান কেন্দ্র কাকরাইল মসজিদ থেকে এই সমাবেশ কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা হয়।

টঙ্গী পুরো সমাবেশস্থলটি একটি উন্মুক্ত মাঠ, যা বাঁশের খুঁটির উপর চট লাগিয়ে ছাউনি দিয়ে সমাবেশের জন্য প্রস্তুত করা হয়। শুধুমাত্র বিদেশী মেহমানদের ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

আস্‌সালামু আলাইকুম

সম্মানিত অভিাবকগণ!

আপনি কি আপনার সন্তানকে কুরআন শিখাতে আগ্রহী!!

আলহুদা অনলাইন কুরআন শিক্ষা একাডেমি

এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশুদ্ধরূপে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।
মেয়েদের জন্য মহিলা হাফেজা ও পুরুষদের জন্য রয়েছে পুরুষ হাফেজ শিক্ষক।

পরিচালনায়

হাফেজ মাওলানা মোঃ ইমাম হোসাইন ইকবাল

ইমাম, ডেসটিনি জায়া সুরাউ, ক্রুটাই।

+6738195977, +6737415977

ABSC INC. LAUNCHES EKONOMOS, ISSUE 3, 2022 AT THE LANGHAM, SYDNEY



Suprovat Sydney Report

Amidst the lush premises of one of Sydney's five-star hotel chains, The Australian Business Summit Council Inc. hosted a Who's Who of business leaders, diplomats and politicians at the 2022 ABSC Inc. Annual Gala Dinner on 5th May 2022 to formally launch the third issue of EKONOMOS, the annual business affairs magazine published by this leading management consulting forum. ABSC Inc. president for the fourth consecutive year, Dr. Frank Alafaci welcomed more than one hundred VIP guests and other persons to this signature event at The Langham, Sydney, including the Ambassador of Turkey, the High Commissioner of Pakistan, the High Commissioner of Bangladesh, the Deputy Head of Mission of the Embassy of Ukraine, the Consuls General of Spain, Austria, Poland, India, Chile, Indonesia, Bangladesh and Turkey, the NSW Minister for Multiculturalism and Seniors, and the state Shadow Minister for Small Business, Multiculturalism and Property. Since its registration as an

incorporated association at New South Wales Fair Trading in late 2018, the ABSC Inc. has served the needs and requirements for Australian

businesses to expand, increase profitability, and maximise expectations. Under its charter, the ABSC Inc. seeks to promote the bona fide rights of Australian

businesses by enhancing Australian entrepreneurship in the domestic market and across the international community. Pursuant to this, the Australian

Business Summit Council Inc. acts as an intellectual mouthpiece for debates about effective business policies and practices that stimulate **Continued on Page 9**

Continued from Page 8

a vibrant, sustainable and competitive economic environment with lucrative capabilities for Australian businesses.

ABSC Inc.'s e-newsletter, The Rotator (re-emerging from hibernation during the worst period of the COVID-19 pandemic) pitches to the general and specialised reading public alike, featuring incisive views, opinions, suggestions and solutions to safeguard the Australian economy as a mature, dynamic and sustainable commercial environment and engender trade and investment possibilities with our known regional trading partners and untapped extra-regional import and export markets.

EKONOMOS, the ABSC Inc.'s annual business affairs magazine, presents well-written reports and penetrating appraisals of the current business trends and forces that impact on economic growth by authoritative expert figures in the fields of finance, trade, investment, politics and diplomacy drawn from the Australian and international communities.

As an evident Greek-sounding play on the English term that denotes the study of the distribution of wealth and income, EKONOMOS Issue 3, 2022 comprises fourteen article contributions by the ABSC Inc. president Dr. Frank Alafaci, H.E. Mr. Shingo Yamagami (Ambassador of Japan), H.E. Dr. Mykola Kulinich (former Ambassador of Ukraine); H.E. Mrs. Hellen De La Vega (Ambassador of the Philippines); H.E. Dr. Joseph Agoe (High Commissioner of Ghana); H.E. Mr. Mohammad Sufiur Rahman (High Commissioner of Bangladesh); Mr. Joseph Rizk AM / OAM (CEO / Managing Director, Arab Bank Australia); Ms. Lee-May Saw (Barrister, Fredrick Jordan Chambers); Mr. Gary Garner (Director, The Garner Partnership Pty Ltd); Mr. Kian Ghahramani (Principal, RSM Australia Pty Ltd); Ms. Laura Robbie (Managing Director, YouGov Australia); Mr. Schon Condon (Managing Principal, Condon Advisory Group); Mr. Art Phillips (Founder / Director, 101 Music Pty Ltd); and Mr. Stephen Parker (Director / Digital Transformation Specialist, 1Vision OT).

One evident measure of the ABSC Inc.'s reputation is the high calibre of corporate, SME and individual members, and the gold, silver and bronze sponsors whose generous financial assistance towards the recent Annual Gala Dinner and the publication of EKONOMOS

Issue 3, 2022 was formally recognized with the conferral of acknowledgement awards to Mrs Sylvia Alafaci (ABSC Inc. secretary, as the gold sponsor), Mr Wei Li (CEO, Swan Wine Group, as the silver sponsor), Mr Rouad El Ayoubi (Founding Director, Alliance Project Group and ABSC Inc. vice-president as a bronze sponsor), and Ms Asther Lam (on behalf of the Executive Director of the Australia China Economics, Trade and Culture Association, Dr Ven Tan, as another bronze sponsor).

Heading the eminent VIP speakers at the 2022 ABSC Inc. Annual Gala Dinner, the Ambassador of Turkey, H. E Mr. Korhan Karakoc and the High Commissioner of Bangladesh, H.E. Mr. Mohammad Sufiur Rahman joined with Mr. Joseph Rizk AM / OAM, the CEO / Managing Director of the Arab Bank Australia Limited, the Hon. Mr. Mark Coure MP, NSW Minister for Multiculturalism and Seniors and the Hon. Mr. Steve Kamper MP, NSW Shadow Minister for Small Business, Multiculturalism and Property to commend the Australian Business Summit Council Inc. for its remarkable successes and continuing efforts to promote Australian businesses. Under the current ABSC Inc. president, Dr. Frank Alafaci, the Australian Business Summit Council Inc. is expanding rapidly to augment its influence and pervasiveness within the business community in Australia and abroad by actively promoting business investment and innovation into high value-added and technologically advanced sectors and industries, and assisting small, medium-sized and large businesses to further multilateral business relationships within the national economy and extraterritorially.

Indeed, the ABSC Inc. is increasing its elaborate links within the Australian and global business networks and continuing to formulate comprehensive policies, measures and recommendations through the Council's seminars, conferences, partnerships, EXPOs, memoranda of understanding, trade delegations, negotiations with political and business leaders and participation in national and international economic roundtables in order to strengthen trade and investment opportunities for our country's economic growth performance. The only Bangladesh community Newspaper in Australia, Suprovat Sydney honored to be invited to that noble event.



সিডনিতে মরহুম নাসিমের স্মরণে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

দীর্ঘ চারটি বছর, ক্যালারের সাথে যুদ্ধ করে, অবশেষে গত ৭ মে ২০২২ চলে গেলেন সবার প্রিয় হাজী নাসিম আহমেদ, ইমালিঙ্কাহে ওয়া ইমাইলাহে রাজেউন, মরহুমের নামাজে জানাজা সিডনির নেরিল্যান্ড কবরস্থানে সম্পন্ন হয়। দলমত নির্বিশেষে প্রচুর মানুষের উপস্থিতি বলে দেয়, মানুষটি ছিল সবার প্রিয়।

বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

জিয়া পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ নাসিম উদ্দিন আহম্মেদের স্মরণে বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে ১৫ মে ২০২২ সিডনির একটি বিশেষ অডিটোরিয়ামে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক আহবায়ক মো. দেলওয়ার হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী স্বপন, কেম্বেলটাউনের কাউন্সিলর ইব্রাহিম খলিল মাসুদ, সাবেক যুগ্ম আহবায়ক কুদরত উল্লাহ লিটন, জিয়া ফোরামের সভাপতি সোহেল ইকবাল মাহমুদ ভিপি (ইন্জিনিয়ার), ডা. আব্দুল ওহাব বকুল, সাবেক ছাত্রদের নেতা জাকির আলম লেলিন, স্বেচ্ছাসেবক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তারেক উল ইসলাম তারেক, আরাকাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সহ সম্পাদক এএনএম মাসুম, আশিক সরকার প্রমুখ।

হাবিব রহমানের (প্রকৌশলী) পরিচালনায় এসময় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র সহ সভাপতি মোবারক হোসেন, এস এম খালেদ, জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান আজাদ, জিসাস কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি খাইরুল কবির পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, জাসাস সাবেক সভাপতি আব্দুস সামাদ শিবলু, যুবদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, মোহাইমেন খান মিশু, খাইরুল কবির শান্ত, সর্দার মামুন, জাবেল হক জাবেদ, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, গোলাম রাব্বানী, আব্দুল করিম প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ আলহাজ্ব মোহাম্মদ নাসিম উদ্দিন আহম্মেদের বিভিন্ন স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন। বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ডক্টর ফকির মনিরুজ্জামান। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন -আল্লাহ্পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন (আমিন)।



সিডনিতে ২টি ইজতিমা

৭ম পৃষ্ঠার পর

জন্য টিনের ছাউনি ও টিনের বেড়ার ব্যবস্থা করা হয়। সমাবেশস্থলটি প্রথমে খিত্তা ও পরে খুঁটি নম্বর দিয়ে ভাগ করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ খিত্তা নম্বর ও খুঁটি নম্বর দিয়ে নিজেদের অবস্থান শনাক্ত করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলাওয়ারি মাঠের বিভিন্ন অংশ ভাগ করা থাকে। বিদেশি মেহমানদের জন্য আলাদা নিরাপত্তাবেষ্টনীসমৃদ্ধ এলাকা থাকে, সেখানে স্বেচ্ছাসেবকরাই কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, কোনো সশস্ত্র বাহিনীর অনুগ্রবেশের অধিকার দেয়া হয় না।

সাধারণত তাবলিগ জামাতের অংশগ্রহণকারীরা সর্বনিম্ন তিন দিন বা ৭২ ঘন্টা আল্লাহর পথে কাটানোর নিয়ত বা মনোবাঞ্ছা পোষণ করেন। সে হিসাবেই প্রতিবছরই বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় তিনদিন জুড়ে। সাধারণত প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শুক্রবার আমবয়ান ও বাদ জুমা থেকে বিশ্ব ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতি বছরই এই সমাবেশে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় বিশ্ব ইজতেমা প্রতিবছর দুইবারে করার সিদ্ধান্ত নেয় কাকরাইল মসজিদ কর্তৃপক্ষ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় এবং তিনদিন করে আলাদা সময়ে মোট ছয়দিন এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এতে করেও ব্যাপক মুসল্লিদের চল থাকায় ২০১৬ থেকে ৩২ টি জেলা নির্বাচন করে ইজতেমার কার্যক্রম অবিরত রাখা হয়। বাকি ৩২ জেলাদের ইজতেমা পরবর্তী বছর ধার্য করা হয়। সমাবেশ আ'ম বয়ান বা উম্মুক্ত বক্তৃতার মাধ্যমে শুরু হয় এবং আখেরি মোনাজাত বা সমাপনী প্রার্থণার মাধ্যমে শেষ হয়। কেউ কেউ (সাধারণ মুসলমান) তিনদিন ইজতেমায় ব্যয় করেন না, বরং শুধু জুমা'র নামাজে অংশগ্রহণ করেন কিংবা আখেরি মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন; তবে সবচেয়ে বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন আখেরি মোনাজাতে। বাংলাদেশ সরকারের সরকার প্রধান (প্রধানমন্ত্রী), রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি), বিরোধী দলীয় নেতাসহ অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা আখেরি মোনাজাতে আলাদা-আলাদাভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব ইজতেমার শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আখেরি মোনাজাত। প্রবল ধর্মচেতনায়র উদ্দীপনা নিয়ে মুসল্লিগণ আখেরি মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন আর আমিন আমিন বলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আখেরি মোনাজাতের সময় টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীর যেন পরিণত হয় মুসল্লিদের জোয়ারে। আর আখেরি মোনাজাতের মধ্য বিশ্ব ইজতেমার মূল কার্যক্রম শেষ হয়।

Revised Calendar for 2022 AMRS

Suprova Sydney Report

Australian Motor Racing Series (AMRS) management has announced a change to the calendar for the 2022 season. The next round on 22-24 April, originally planned for The Bend will now become the "Thunder Sports Thunderdays" event and will be held at Winton Motor Raceway. In addition to Thunder Sports, the event will

also include Winton Motor Raceway member activities on the Sunday. The remaining four rounds of the AMRS, scheduled for Winton (June), Queensland Raceway (August), Sydney Motorsport Park (October) and the Winton finale (November), will proceed as planned. The AMRS thanks competitors, categories and officials for their continued support.



৬ ইসলামি ব্যক্তিত্ব যাদের অন্যায়ভাবে কারাবন্দী হতে হয়েছিল

আতিকুর রহমান

বিগত দিনগুলোর ইতিহাসে দেখা যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কারণে অনেক মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়েছে। শাসকরা যখন এমন ব্যক্তিদের তাদের শাসনের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করেছে তখনই তাদের নিবৃত্ত ও স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ বা মিথ্যা প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের গ্রেপ্তার করেছে। এটি আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। আমাদের ভাই ও বোনেরা যারা অন্যায়ভাবে বন্দী হয়ে আছেন তারা এই মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বদের দৃঢ়তা ও সংগ্রাম থেকে সান্ত্বনা পেতে পারেন কেননা তারাও তাদেরই ন্যায় অন্যায়ভাবে বন্দী হয়েছিলেন।

১. ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আঃ

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে প্রলুব্ধ করার জন্য জুলেখার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল

কারণ এই ঘটনার খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকেরা 'আজিজ এবং তার স্ত্রীর চাকরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা' সম্পর্কে আলাপ শুরু করে দিয়েছিল। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে বাদশাহর রাজনৈতিক কর্মজীবন শেষ হয়ে যেত এবং নিজ ক্ষতি সামাল দেয়ার অংশ হিসাবে এবং এই কেলেঙ্কারি তার রাজনৈতিক খ্যাতিতে যাতে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে সেজন্য তিনি ইউসুফকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারে বন্দী করেছিলেন যদিও ইউসুফ আঃ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

২. উসমান ইবনে আফফান রাঃ

উসমান ইবনে আফফান রাঃ তৃতীয় খলিফা ছিলেন। তাকে কার্যকরভাবে ২০ দিনের জন্য গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। বিদ্রোহীরা যারা তার খলিফা পদে সম্মত ছিল না তারা এই ঘটনা কাজটি করেছিল। খলিফার সিদ্ধান্তের ভুল বোঝাবুঝি এবং তার প্রতিপক্ষের দ্বারা রচিত মিথ্যা, বিদ্রোহীদের অস্ত্র নিতে এবং তার বাড়ি অবরোধ



করতে উৎসাহিত করেছিল। তারা শেষ পর্যন্ত তার উপর হামলা চালায় যার ফলে তিনি শহীদ হন।

৩. ইমাম আবু হানিফা রহঃ

আবু জাফর আল মনসুর, সেই সময়ে আব্বাসি শাসক ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-কে প্রধান বিচারকের পদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই পদটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন এই বলে যে তিনি এই ভূমিকার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন না। তিনি দুর্নীতিবাজ শাসনের অংশ

হতে চাননি কারণ ইতিহাস দেখেছে যে শাসকরা প্রায়শই স্কলারদের ব্যবহার করে তাদের অপকর্মের মেডেট নিতো। এই প্রত্যাখ্যানকে খলিফা তার কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে, আল মনসুর তাকে গ্রেপ্তার করে, কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করে এবং নির্যাতন করে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কারাগারে শিক্ষকতা করতে থাকেন।

৪. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহঃ

মদিনার গভর্নর মানুষকে আল মনসুরের আনুগত্যের শপথ নিতে বাধ্য করেছিলেন, ইমাম মালিক (রহঃ) ফতোয়া জারি করেছিলেন যে এই ধরনের শপথ বাধ্যতামূলক নয় কারণ এটি মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল। ইমাম মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তার এ অবাধ্যতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল।

৫. ইমাম আশ-শাফিঈ রহঃ

ইয়েমেনে বিদ্রোহীদের সমর্থন করার মিথ্যা অভিযোগে ইমাম আশ-

শাফি'কে গ্রেপ্তার করে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তৎকালীন খলিফ হারুন আল রশিদ তার সাথে দেখা করলে তিনি তার শিক্ষা ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হন এবং তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।

৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মুতায়িলি মতবাদের শাসকদের আকীদা স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। কোরআন আল্লাহর কথা, কোরআন সৃষ্টি করা নয়। কুরআন যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা মেনে নিতে অস্বীকার করায় তাকে বাগদাদে বন্দী করা হয়। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন। আল মুতাসিমের শাসনামলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বেত্রাঘাত করা হয় যতক্ষণ না তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি আল মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক মুক্তি পান।

মহান আল্লাহ অন্যায়ভাবে বন্দী সকল মুসলমানদের বন্দীদের মুক্ত করে দিক, আ-মীন।

আতিকুর রহমান

উত্তম ব্যবহার উত্তম আচরণের ব্যাপারে ইসলাম অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ তোমরা মানুষের সঙ্গে উত্তম ও সুন্দর কথা বলো। (সূরা বাকারা : ৮৩) রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার আচার-ব্যবহার সুন্দর, সে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে। (সুনানে তিরমিজি)

খুব খেয়াল করে দেখুন, বহুদিন আগে একজন আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। তার সাথে অনেক ভালো কাজের অভিজ্ঞতা হলেও আজও সেই কষ্টটা মনে পরে। শত ভালোকাজ ভালো অভিজ্ঞতা বিলীন করতে একটি মন্দ অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। এজন্য হয়তো উত্তম ব্যবহারের এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুন্দর আচার ব্যবহার আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

- আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন, পক্ষান্তরে আপনি যদি রুঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন। (সূরা আল-ইমরান : ১৫৯)।

- মুমিনদের জন্য আপনি আপনার ডানা অবনমিত করুন অর্থাৎ কোমল আচরণ করুন। (সূরা হিজর : ৮৮)।
- কেউ যখন তোমাকে সৌজন্যমূলক সম্বাষণ জানাবে প্রতি-উত্তরে তুমি তাকে তার চাইতে সুন্দর ধরনের সম্বাষণ জানাও, কিংবা অন্তত ততটুকুই জানাও। (সূরা নিসা ৮৬)।

আমাদের অপরের সাথে এমন

ইসলামে উত্তম ব্যবহার ও উত্তম কর্মের গুরুত্ব

Adab: Importance Of Good Manners

	The Prophet (PBUH) said that he was sent to perfect good manners	We must have good manners and characteristics in our daily lives	
	Muhammad (S) had Impeccable character towards creation	Good manners are very important for effective and clear dawah	
	Enjoining good and forbidding evil is an important part of Islam	Best Muslims on the Last Day will be the ones with the best attitude	
	Good manners toward parents are of paramount importance	Humans must keep striving to improve mannerisms and behavior	

একজন মানুষ জীবদ্দশায় কি করেছে তা দুনিয়া থেকেই হিসাব নিকাশ শুরু হয়ে যায়। কারো মৃত্যুতে লক্ষ মানুষের চল নামে। শোকের ছায়া নেমে আসে আবার কারো মৃত্যুতে মানুষের স্বস্তি নেমে আসে

আচরণ করা কখনও উচিত নয় যে আমাদের মৃত্যুর পর আমরা তাদের দোয়া থেকে বঞ্চিত হবো। প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর পর তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করে তবে সে এর সওয়াব পেতে থাকে। রাসূল সা আমাদের মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া

করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি নিজেও দোয়া করেছেন। একজন মানুষ জীবদ্দশায় কি করেছে তা দুনিয়া থেকেই হিসাব নিকাশ শুরু হয়ে যায়। কারো মৃত্যুতে লক্ষ মানুষের চল নামে। শোকের ছায়া নেমে আসে আবার কারো মৃত্যুতে মানুষের স্বস্তি নেমে আসে। ফেসবুকে পোস্ট লাভ,

হা হা রিয়্যাষ্ট দেয়। আল্লাহ তাআলা তো অবশ্যই বিচার করবেন কিন্তু মানুষও তার ফেলে যাওয়া কর্মের বিচার করছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন: কাফির বান্দা, অন্য বর্ণনায় পাপিষ্ঠ বান্দা যখন পৃথিবী ভাগ করে আখিরাতের দিকে অগ্রসর হয় তখন আকাশ থেকে কালো চেহারা বিশিষ্ট কঠিন হৃদয়ের ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হয়, যাদের সঙ্গে আগুনের পোশাক রয়েছে। অতঃপর চোখের শেষ দৃষ্টি দূরত্বে বসে থাকে, শুধু মৃত্যুর ফিরিশতা এগিয়ে এসে তার মাথার পাশে বসে বলে: হে খারাপ আত্মা! আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং গজবের দিকে বের হয়ে আস। তিনি বলেন: তখন সমস্ত শরীরে তা ছড়িয়ে পড়লে এমনভাবে টেনে বের

করবে যেমনভাবে ভিজা তুলা হতে বহু কাটা বিশিষ্ট লাঠি টেনে বের করা হয়। এতে তার সকল শিরা উপশিরা ছিড়ে বের হয়ে আসবে। তারপর আকাশ ও জমিনসহ আকাশের সকল ফিরিশতাগণ তাকে অভিশম্পাত করে, সেই সাথে আকাশের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দরজার অধিবাসিগণ আল্লাহর নিকট দো'আ করতে থাকে যে, তাদের নিকট দিয়ে যেন তা না নেওয়া হয়। তারপর মৃত্যুর ফিরিশতা রুহটি হাতে নিয়ে এক মুহূর্তও রাখতে পারে না; বরং অপেক্ষমান ফিরিশতাগণ আংটায় রেখে দেয় এবং তা থেকে মৃত জানোয়ারের দেহের দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। অতঃপর তা নিয়ে উপরে উঠতে থাকে, যখনই কোনো ফিরিশতার নিকট দিয়ে অতিবাহিত হয়, তখন তারা বলে: এ খারাপ আত্মাটি কার? তখন পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ নামে ডাকা নাম ধরে তারা বলবে: এটি অমুকের ছেলে অমুক, যতক্ষণ না পৃথিবীর আকাশ পর্যন্ত যাবে। সেখানে পৌঁছে দরজা খোলে দেওয়ার জন্য বলা হবে কিন্তু খোলা হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সূচের নাতী দিয়ে উট প্রবেশ করবে।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৪০]

আমরা দেখতে পাই, এধরণের মানুষের মৃত্যুর পর তাদের কৃতকর্মগুলো মানুষ স্মরণ করতে থাকে আর বলে বেড়ায় যা দুর্গন্ধ ছড়ায়। উপরের দু'টো বিষয়ের আলোকে আমাদের নিজেদের কর্মপন্থা এখনই ঠিক করা দরকার। আমরা অপরের সাথে কেমন আচরণ করবো। দুনিয়ার বুকে আমাদের রেখে যাওয়া কর্মগুলো কেমন হবে।

OAM AWARDED COMMUNITY LEADER KAZI ALI



Suprovat Sydney report

13 May 2022 Thursday received the OAM medal at the government house given by Margaret Beazley the governor's general of NSW.



Mr. and Mrs. Kazi Ali after receiving the OAM medal yesterday at the government house in Macquarie st Sydney. It was presented by honorable Margaret Beazley the governor's general of NSW.

This OAM was announced on 26th Jan Australia day and the medal ceremony was done yesterday 13th May 2022. Suprovat Sydney wishes all the best and good luck with his achievement.



সাংবাদিক শিরিন আবু আকলাকে হত্যা ঘটনায় তীব্র নিন্দা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

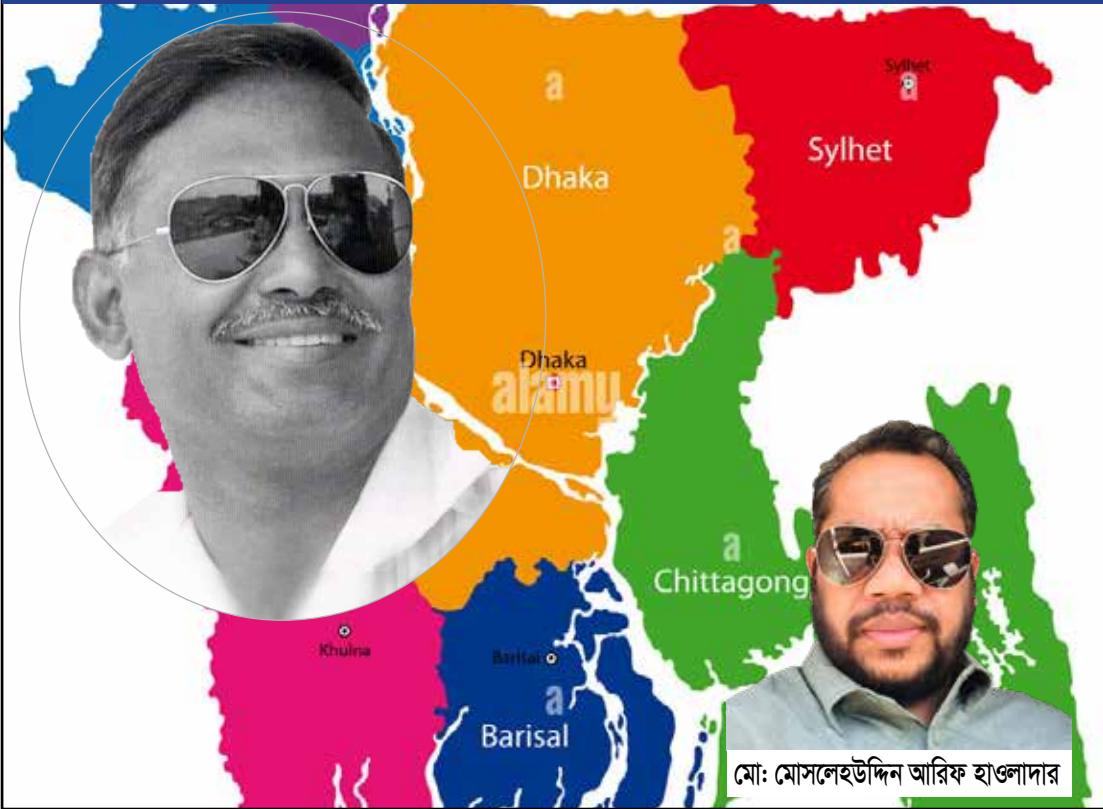
আল-জাজিরার ফিলিস্তিনি-মার্কিন সাংবাদিক শিরিন আবু আকলাকে হত্যা ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। পরিষদটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে জানিয়ে সাংবাদিকদের বেসামরিক নাগরিকদের মতো সুরক্ষা দেয়া উচিত বলে পুনর্ব্যক্ত করেছেন পরিষদের সদস্যরা। বুধবার জেনিনে ইসরাইলি নিরাপত্তা

বাহিনীর অভিযান কভার করার সময় আবু আকলাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৫১ বছরের আবু আকলাকে একজন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক। আল জাজিরার হয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন তিনি। বিগত দুই দশক ধরে তিনি ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিয়ে খবর সংগ্রহ করেছেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ ইউসুফ (শামীম) এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

জাতিসত্তার মহান রূপকার শহীদ জিয়াকে বেশি মনে পড়ছে

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে আজ বড় বেশি মনে পড়ে। বাংলাদেশের এ ক্রান্তিকালে শহীদ জিয়াকে মনে পড়ার যথেষ্ট কারণও আছে। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। জিয়াউর রহমান এক অবিস্মরণীয় নাম। আমাদের জাতিসত্তার মহান রূপকার। স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রনায়ক। মহান মুক্তিযুদ্ধের এক বীর সেনানী। মহান স্বাধীনতার ঘোষক। তিনি জাতীয়তাবাদী আদর্শের মূর্ত প্রতীক। স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াউর রহমান শুধু বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশেরও প্রথম রাষ্ট্রপতি। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক জিয়াউর রহমান জাতিকে একটি কমন আইডেন্টিটি প্রদানকারী করে গেছেন। শহীদ জিয়াউর রহমান জাতির ক্রান্তিকালে স্বরূপে দেখেছি। ১৯৭১ সালে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখেছি সমর নায়ক হিসেবে। আবার দেখেছি ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে সিপাহী-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে। ১৯৮১ সালে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেখেছি আরেক রূপে, বাংলাদেশকে আধুনিক রূপে গড়ে তোলার কারিগর হিসেবে। জিয়াউর রহমানকে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখা যায় স্বমহিমায়। তাঁর উন্নত চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, গভীর দেশপ্রেম আমাদের চেতনাকে শাণিত করেছে। ব্যক্তি জিয়াউর রহমান আর রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের মধ্যে আমরা কোনো তফাত খুঁজে পাই না। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর যখন চারদিকে এক তমসাস্চ্ছন্ন পরিবেশ, হতাশা আর গ্লানিময় শাসন বাকরুদ্ধ অবস্থা তৈরি করেছিল, জিয়াউর রহমান তখন এগিয়ে এসেছিলেন অন্ধকারের দিশা হিসেবে। স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়েই যখন প্রশ্ন উঠেছিল জিয়াউর রহমান তখন হতাশাগ্রস্ত জাতির মনে আশার সঞ্চার করেন। জিয়াউর রহমানের তুলনা তিনি নিজেই। একজন সহকর্মী হিসেবে আজ বহুদিন পর স্মৃতির মানসপটে তাঁর যে প্রতিচ্ছবি দেখি তাতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তাঁর তুলনা খুঁজে পাই না। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই কিছু ক্রটি থাকে, বিচ্যুতি থাকে। রাষ্ট্রনায়ক বা জাতীয় নেতারাও এই সমাজেরই অংশ। ফলে আমরা দেখি একজন আদর্শবাদী নেতাও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নীতি-আদর্শের উপরে অবিচল থাকতে পারেন না। এই বিচ্যুতি জীবনের সব অর্জনকে ম্লান করে দেয়। কিন্তু, জিয়াউর রহমানের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমরা তেমন কিছু দেখি না। সততা একজন মানুষকে মহত্ত্ব করে। সত্যবিশ্বাসী জীবন নীতির প্রক্ষেপে আপস করে। জিয়াউর রহমান সত্যের ক্ষেত্রে কোনোদিন আপস করেননি। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের অনেক গভীরে তাঁর স্থান। তার সাদামাটা জীবন, নির্লোভ মানসিকতা, গভীর দেশপ্রেম বিরল। জিয়াউর রহমান পেশায় সৈনিক ছিলেন। একজন সেনানায়কের চারিত্রিক দৃঢ়তা দিয়ে

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান লও লও সালাম



মো: মোসলেহউদ্দিন আরিফ হাওলাদার

তিনি তাঁর চারপাশের পরিবেশ মুগ্ধ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের এক চরম ক্রান্তিকালে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। একটা জাতির জীবনে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের মানুষ এ দুয়ের জন্য যুগে যুগে লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য। জিয়াউর রহমান এই দুই বিরল অর্জনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একজন সহকর্মী হিসেবে দেখেছি, কি অমিত তেজ আর সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে তাকে পরিশ্রম করতে। চারণের মতো বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। জিয়াউর রহমান নতুন রাজনীতি শিখিয়েছেন। সে রাজনীতি ছিল উন্নয়নের রাজনীতি। আমাদের জাতীয় চেতনা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে নতুন দেশ গড়ার রাজনীতি তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি সমস্বয়ের নতুন যে রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করে গেছেন, তার কোনো তুলনা হয় না। আমরা সহকর্মীরা কাজ করার সময় দেখেছি, তিনি সবার কথা শুনছেন, সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, আবার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সবাইকে সম্পৃক্ত করছেন। রাজনীতির গতানুগতিকতার বাইরে উঠে তিনি সারা বাংলাদেশকে এক করেছিলেন। প্রতিদিন টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাটুরিয়া পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। আবার ঢাকায় ফিরে এসে প্রশাসনের কাজকর্ম

জিয়াউর রহমান নতুন রাজনীতি শিখিয়েছেন। সে রাজনীতি ছিল উন্নয়নের রাজনীতি। আমাদের জাতীয় চেতনা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে নতুন দেশ গড়ার রাজনীতি তিনি আমাদের শিখিয়েছেন

তদারক করেছেন। মাত্র পাঁচ বছরেই দেশের চেহারাটা পাল্টে ফেলেছিলেন তিনি। জাতির ঘনঘোর দুর্দিনে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর এ আগমনে সবার মধ্যেই প্রাণের স্পন্দন ফিরে এসেছিল। জীবনে যখন তিনি যে কাজে হাত দিয়েছেন, পরিকল্পনা করেছেন, তা বাস্তবায়ন করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি নতুন বিপ্লবের সূচনা করেন। তখন আট কোটি মানুষের মৌল কোটি হাতকে তিনি কর্মীর হাতে রূপান্তর করেন।

তিনি লক্ষ্য করেন, যে গতানুগতিক রাজনীতি বাংলাদেশে বিদ্যমান তা দিয়ে জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। এ রাজনীতি পশ্চাৎপদ। অনেকটা প্রাচীন। বিশ্ব এগিয়ে গেছে। সত্য স্বাধীন দেশ হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এই পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে হলে সবাইকে নিয়েই এবং বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে এগুতে হবে। তিনি চিন্তিত করলেন আমাদের সমস্যাগুলো কী? দেখলেন নেতৃত্ব পেলে এ জাতি পৃথিবীতে অনেক কিছুই করতে পারে। ১৯৭১ সালে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে অতি অল্প সময়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তাদের এই শৌর্য সমগ্র বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু এরপর যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো সে জন্য জনগণ দায়ী নয়। বরং এটি ছিল নেতৃত্বের ব্যর্থতা। জিয়াউর রহমান এ অবস্থায় নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু জাতির আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্য রকম। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণেই এগিয়ে আসতে হলো তাকে। সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন তরুণ জিয়াউর রহমান। স্বস্তি পেল জাতি। এ দেশের মানুষকে তিনি হারানো গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিলেন। এজন্য জিয়াউর রহমান হয়ে উঠলেন সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবার সহাবস্থান নিশ্চিত করলেন জিয়াউর

রহমান। তিনি যে কতটা দূরদর্শী ছিলেন তা তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের সমাজ চরমভাবাপন্ন নয়। এখানকার মানুষের আকাঙ্ক্ষাও খুব বেশি নয়। এ জাতিকে তিনি উন্নত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখালেন। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে নতুন করে পরিচিত করলেন। যুবসমাজকে টেনে আনলেন উন্নয়নের মূল স্রোতে। আমরা অনেকেই সে সময় ছিলাম ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। জিয়াউর রহমান সবাইকে কাছে টেনে আনলেন। তিনি কোনো পার্থক্য করলেন না। মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গেও তৈরি করলেন নতুন সেতুবন্ধন। প্রযুক্তিনির্ভর দেশগুলো থেকে তিনি প্রযুক্তি আমদানি করলেন। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশকে তিনি সবুজ বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেলেন। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সম্মানের সঙ্গে বসবাসকে অগ্রাধিকার দিলেন তিনি। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চাইলেন অনেক উচ্ছে। এগিয়ে নিয়েও গেলেন তিনি। সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা জিয়া। দক্ষিণ এশীয় সংস্থার মাধ্যমে এই অঞ্চলকে এক ভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি। তিনি ছিলেন এর রূপকার। আফসোস হয় যখন দেখি, আজ একটি বিশেষ গোষ্ঠী শহীদ জিয়াউর রহমানকে নিয়ে কটুক্তি করার চেষ্টা করে। তাঁর অতীত কর্মকাণ্ডে কালিমা লেপন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে নতুন করে। কিন্তু শহীদ জিয়ার কর্মযজ্ঞের সময়কালে তারা কোথায় ছিলেন? সে দিন তারা তার সমালোচনা করার মতো কোনো কিছুই পাননি। অথচ আজ এতদিন পর এসে বৃথা বিতর্কের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। জিয়াউর রহমান সামরিক শাসন জারি করেননি। তাকে সামরিক শাসক বলা যায় না। তাঁর রাজনীতিতে আগমন ঘটেছিল এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে। কিন্তু এ দেশের সামরিক বাহিনীকে পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তবে সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার হতে দেননি তিনি। এ তাঁর দূরদর্শিতার আরেক পরিচয়। জিয়াউর রহমান চেয়েছেন রাজনীতিবিদরা দেশের মানুষের দোরগোড়ায় যাক। উন্নয়ন শুধু এক স্থানেই নয়, সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ুক। এ পরিকল্পনায় সফল হয়েছিলেন তিনি। আর এসব কারণেই জিয়াউর রহমান তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরও সমান জনপ্রিয়। আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপিও এ দেশের জনগণের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত। এর কারণ একটিই। তা হলো এ দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ছিল জিয়ার রাজনৈতিক দর্শনে। এ কারণেই তাঁর শাহাদাতের পর পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছিল—‘একটি লাশের পাশে সমগ্র বাংলাদেশ’।

লেখক: মো: মোসলেহউদ্দিন আরিফ হাওলাদার একজন রাজনীতিবিদ



SAFE EXERCISE FOR CHILDREN

To ensure your child remains safe while they're exercising and having fun, there are some simple things to keep in mind.

You don't usually need to worry about your child exercising too much – most children in Australia need to do more, not less exercise. An exception is if you are concerned they are over-exercising to lose weight they do not need to lose, especially as they approach their teenage years.

HOW MUCH EXERCISE IS RIGHT FOR YOUNG CHILDREN?

Being physically active is good for children's physical development, learning at school, and emotional health.

Children aged 5 to 12 years need to do at least 60 minutes of moderate to vigorous intensity physical activity every day. This should include a variety of aerobic activities as well as activities that strengthen muscle and bone.

It is important to encourage your child to get moving and to limit the time they spend sitting down. Children shouldn't spend more than 2 hours in front of a screen per day.

HOW MUCH EXERCISE IS RIGHT FOR ADOLESCENTS?

Young people aged 13 to 17 should do a variety of moderate to vigorous physical activity for 60 minutes each day. The more they do, the better – as much as 3 hours per day is fine. 'Moderate' physical activity means still being able to talk while doing it, as in swimming, social tennis, walking fast, riding a bike or dancing. 'Vigorous' physical activity will make you puff, as in jogging, aerobics, circuit training, cycling fast or organised sport.

Part of this physical activity should include exercise that strengthens bones and muscles, including sit-ups, push-ups, lunges and squats.

Adolescents don't have to do the 60 minutes all in one go. Walking to the shops or train station, a school



It's also very important for adolescents to spend less time sitting or lying down.

They should try to break up long periods of studying with moving around, or meeting friends in person rather than online, and should limit the time they spend in front of a screen for entertainment (including television, seated electronic games, portable electronic devices and computers) to no more than 2 hours per day.

CAN CHILDREN EXERCISE TOO MUCH?

Like adults, children have different levels of skill and fitness. The amount of exercise that is right for your child will

strengthening and weight bearing) and try different sports.

Watch for signs of burnout, especially when training for organised sport (if your child is exhausted, injured, or cannot fully recover after exercise then they may be doing too much). Make sure they have one day resting from organised sport per week (they can still play and be active in other ways).

Make sure your child only does activities they are skilled and strong enough for.

Ensure they use proper safety gear, such as mouth guards, shin guards or a helmet.

Get the right treatment if they suffer an injury.

WARMING UP BEFORE EXERCISE

Warming up before exercise prevents injury by softening the muscles and making them more supple. Before exercise, encourage your child to warm up by:

going for a slow jog, swim or cycle, or a quick walk.

stretching all the muscles they're going to use (hold each stretch for 10-20 seconds, but never until it hurts).

practising specific skills they are going to use, like hitting, kicking, throwing or catching.

COOLING DOWN AFTER EXERCISE

Cooling down after high-intensity exercise is important for relaxing and softening muscles. Also, during high-intensity exercise, waste products collect around the muscle tissue until they can be carried away by the lymphatic system. Cooling down after exercise helps the lymphatic system to do this.

After exercise, encourage your child to cool down by:

Gradually reducing the intensity (slow from a run to a slow walk – don't just stop).

Stretching like they did in the warm-up, but holding the stretches for longer.

Putting on warm clothes so they cool down slowly.

AVOID SUNBURN AND DEHYDRATION

When exercising in hot weather, your child should wear sunscreen and a hat. Make sure they drink water before, during and after playing sport.

If your child starts acting strangely or has a bad headache, it could be due to dehydration. Have them sit in a cool place and give them some water. If they don't feel better in 10 minutes, take the child immediately to a hospital emergency department or call triple zero (000).



তথাকথিত গণ কমিশনের মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা জানিয়ে বৃটেনের দেড় শতাধিক বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের বিবৃতি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

তথাকথিত গণ কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশের খ্যাতিমান ১১৬ জন আলেম এবং এক হাজার মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস জঙ্গীবাদ ও দুর্নতির মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বৃটেনের দেড় শতাধিক বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম।

এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, তথাকথিত গণ কমিশন তদন্তের নামে যে শ্রেতপত্র দাখিল করেছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট, মিথ্যা তথ্যে ভরপুর এবং দেশের বরণ্য উলামায়ে কেরামকে বিতর্কিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে সমূলে উৎপাঠন করার গভীর ও সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ।

উলামায়ে কেরামগণ বলেন, সরকার নিয়োজিত কোন সংস্থা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তদন্ত করার আইনগত কোন অধিকার নেই। অথচ “গণ কমিশন” দেশের সম্মানিত উলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসা সমূহের বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে একাধারে সরকার এবং রাষ্ট্রের সমান্তরাল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের এহেন কাজ দেশে বিদ্যমান প্রাইভেসি আইনেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং চরম ধৃষ্টতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।

তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গোড়া থেকেই একটি বিতর্কিত ও ইসলাম বিদ্বেষী সংগঠন হিসেবে পরিচিত। তাদের কাজ হলো দেশের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি নিয়ে ব্যঙ্গ বিক্রম করা, মিথ্যা ও সাজানো তথ্য দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং বাংলাদেশকে ইসলাম মুক্ত করে বিদেশী শক্তির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের অধীনস্থ করা। দেশে দুর্নীতি দু: শাসনসহ খুন গুম ধর্ষণ বাপক আকার ধারণ করলেও এর বিরুদ্ধে কথা না বলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তারা ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘাদানিক এর চেয়ারম্যান শাহরিয়ার কবীর একজন চিহ্নিত ও চরম বিতর্কিত ব্যক্তি। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক আর্মির সহযোগী হিসেবে পরিচিত এবং তাঁর সকল কর্মকাণ্ড সন্দেহযুক্ত এবং দেশ ও দেশের স্বার্থবিরোধী। এই ব্যক্তি একই সাথে দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ইচ্ছানদাতা ও কারিগর উলামায়ে কেরামগণ তাঁদের বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, জাতীয় সংসদের উপজাতি ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ককাস তাদের কাজের নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে এসে ঘাদানিক এর মতো একটি সাম্প্রদায়িক বিতর্কিত সংগঠনের সাথে সমন্বয় করে গণ কমিশনের মতো হঠাৎ গজিয়ে উঠা একটি ভূঁইফোড় সংগঠনের নামে দেশের আলেম উলামা ও মাদ্রাসা সমূহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত হয়ে মহান জাতীয় সংসদের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

এটা জানা কথা যে, এ সব সংগঠন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সন্দেহাতীত ভাবে বিতর্কিত। জাতীয় স্বার্থে এদের প্রত্যেকের কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা খতিয়ে দেখার জন্য উলামায়ে কেরামগণ সরকারের নিকট তদন্তের জোর দাবি জানান।

তাঁরা বলেন, সরকার বাংলাদেশে যত উন্নয়নের চেষ্টাই করুন ঐ চিহ্নিত ইসলাম বিরোধী শক্তিটি দেশকে ইতোমধ্যে তাহযীব তামাদ্দুন বা সাংস্কৃতিকভাবে পঙ্গু করে দিয়ে আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় এবং স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করার কাজে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, যা অনিবার্যভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ।

তারা তাদের হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কখনো সংস্কৃতির নামে, কখনো বাঙালিদের নামে, কখনোবা নাটক সিনেমা শিল্পকলা ও বিনোদনের নামে সমাজে বিদ্বেষ, বিভক্তি ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তারা দেশের তরুন তরুনীদেরকে নৈতিক অবক্ষয়ের সর্বনিম্ন পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। তারা তাদের এই মিশন বাস্তবায়নের পথে দেশের উলামায়ে কেরাম এবং মাদ্রাসাগুলোকে একমাত্র বাঁধা হিসেবে মনে করে বলেই তাঁদের চরিত্র হননের ঘৃণিত পন্থা বেছে নিয়েছে।

তাঁরা বলেন, তথাকথিত গণ কমিশন সরে জমীন তদন্তের যে দাবি করেছে এর অসংলগ্নতা তাদের কৃত মাদ্রাসাগুলোর ভুল তালিকা দেখলেই বুঝা যায়। তাদের তালিকায় অসংখ্য মাদ্রাসা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ দায়ের করেছে তাঁদের অনেকেরই বাস্তবে অস্তিত্ব নেই। অনেকই বহু পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন, আবার অনেকের নাম বা



প্রতিষ্ঠানের পদবী বা ব্যবহার করা হয়েছে তা আদৌ সঠিক নয়। এমনকি মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তা ও সঠিক নয়। মোট কথা পুরো রিপোর্টটিই কল্পনার মাধুরী মেশানো এবং তাদের বন্ধমূল পূর্বধারণার রূপায়ন মাত্র। উলামায়ে কেরামগণ এও প্রশ্ন রাখেন যে, দুদক একটি আইনী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও একটি ভূঁইফোড় সংস্থার কল্পিত তদন্তের তথাকথিত শ্রেতপত্রটি তারা গ্রহণ করলো কী ভাবে? এর মাধ্যমে গণ কমিশন যেমন বে আইনী কাজ করেছে, এটি গ্রহণ করে দুদকও তেমনি নিজেদেরকে একটি হাস্যকর সংস্থায় পরিণত করেছে।

উলামায়ে কেরামগণ তাঁদের বিবৃতিতে বলেন, ওয়াজ করাকে ধর্ম ব্যবসা হিসেবে আখ্যায়িত করে গণ কমিশন চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। সারাদেশ আউল বাউলের আসর, মেলা বাগ্নি যাত্রা পালার নামে নানান অপকর্ম ও অশ্লীল কাজ অবাধে চলছে। এসব বেহায়াপনা ও নোংরামির নিয়ে কোন প্রশ্ন না তুলে বরং এসব কর্মকাণ্ডকে তারা বিভিন্নভাবে প্রটেকশন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। গ্রামে গঞ্জেয় মানুষ তাদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং সমাজ চরিত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বত: স্ফুর্তভাবে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করলে এতে তাদের গাভ্রদাহ হবে কেন?

উলামায়ে কেরামগণ বলেন, আমরা তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এদেশে ইসলাম কচুরিপানার মতো ভেসে আসেনি। মুসলমানরাও রিফিউজি বা কারো আশ্রিত নন। এদেশে ইসলাম আছে, ইসলাম থাকবে। ইসলাম কোন ছিনিমিনি খেলার বস্তু নয়। কোন জুজুর ভয় দেখিয়ে এদেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা এমনকি ওয়াজ মাহফিলকে বন্ধ করা যাবে না। তারা গণ কমিশনের এই উচ্ছানিমূলক ও বে আইনী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান এবং কারান্তরীন সকল উলামায়ে কেরামকে অবিলম্বে নি:শর্ত মুক্তিদানের আহবান জানান।

বিবৃতিদাতা উলামায়ে কেরামের গণ হলেন:

1. শায়খ মাওলানা আসগর হোসাইন
2. শায়খুল হাদীস মুফতি আব্দুল হান্নান
3. শায়খ হাফিজ মাওলানা শামসুল হক
4. শায়খ মাওলানা জমশেদ আলী
5. শায়খ মাওলানা তরিকুল্লাহ
6. শায়খুল হাদীস মুফতি আবদুর রহমান
7. হাফিজ শায়খ সৈয়দ ইমাম উদ্দীন
8. মাওলানা শায়খ এখলাছুর রহমান
9. মুফতি জিল্লুল হক
10. মাওলানা আশরাফ আলী শিকদার
11. শায়খ মাওলানা আব্দুল জলীল
12. অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ
13. ইমাম মাওলানা ফরীদ আহমদ খান
14. মাওলানা শোয়াইব আহমদ
15. শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক
16. শায়খ মুফতি সাইফুল ইসলাম
17. মাওলানা সাদিকুর রহমান
18. মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী
19. শায়খ মাওলানা আব্দুল আজীজ সিদ্দিকী
20. মাওলানা হামিদুর রহমান হেলাল
21. মাওলানা সৈয়দ মোশাররফ আলী
22. হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তাসাদ্দুক আহমদ
23. মাওলানা গোলাম কিবরিয়া
24. মুফতি আব্দুল মুনতাকিম
25. শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ
26. শায়খ মাওলানা এমদাদুর রহমান মাদানী
27. মাওলানা আবদুস সালাম
28. মাওলানা শওকত আলী
29. মুফতি তাজুল ইসলাম
30. আলহাজ মাওলানা আতাউর রহমান

31. হাফিজ মাওলানা হাসান নূরী চৌধুরী
32. কারী আব্দুল মুকিত আজাদ
33. শায়খ মাওলানা ইয়াহইয়া
34. মাওলানা এখলাছুর রহমান বালাগনজী
35. মাওলানা আবদুর রব ফয়েজী
36. শায়খ মাওলানা শামসুদ্দিন
37. মুফতি হাবীব নূহ
38. মাওলানা ফখরুদ্দীন সাদিক
39. মাওলানা আবদুর রহমান
40. মাওলানা শাহ আমিনুল ইসলাম
41. হাফিজ মাওলানা আব্দুল কাদির
42. হাফিজ মাওলানা ইকবাল হোসাইন
43. হাফিজ মাওলানা সালেহ আহমদ
44. মাওলানা শাহনূর মিয়া
45. মুফতি মাওসুফ আহমদ
46. মাওলানা শাহ মিজানুল হক
47. মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ
48. মুফতি ছালেহ আহমদ
49. মাওলানা মামুন মহিউদ্দীন
50. খতীব তাজুল ইসলাম
51. হাফিজ মাওলানা নজির উদ্দীন
52. মাওলানা আনহারুল ইসলাম চৌধুরী
53. ব্যারিষ্টার মাওলানা বদরুল হক
54. মাওলানা আব্দুল মজিদ
55. মাওলানা আব্দুল মতিন
56. মাওলানা এনামুল হাসান ছাবীর
57. হাফিজ জালাল উদ্দিন
58. শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুকী
59. মাওলানা জাহাঙ্গীর খান
60. মাওলানা সালেহ আহমদ হামিদী
61. মাওলানা আ ফ ম শোয়াইব
62. মাওলানা আব্দুল করীম মামরখানী
63. হাফিজ মাওলানা আব্দুল আউয়াল
64. হাফিজ মাওলানা কামরুল হাসান খান
65. হাফিজ মাওলানা এনামুল হক
66. হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী
67. মুফতি আজিম উদ্দীন
68. মাওলানা সৈয়দ নাইম আহমদ
69. মাওলানা তায়ীদুল ইসলাম
70. মুফতি মুতাহির সিদ্দিক
71. মাওলানা সাদিক আহমদ
72. মাওলানা নজিরুল ইসলাম
73. মাওলানা আশফাকুর রহমান
74. মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ ফরহাদ
75. মাওলানা জসিম উদ্দিন
76. মাওলানা মাহবুবুর রহমান তালুকদার
77. হাফিজ মাওলানা সাদিকুর রহমান
78. মাওলানা শামছুল আলম কিয়ামপুরী
79. মাওলানা আব্দুল বাচ্চি
80. মাওলানা খালিদ আহমদ
81. মুফতি জুনায়েদ আহমদ
82. মাওলানা আতাউর রহমান জাকির
83. হাফিজ মাওলানা আব্দুল হক
84. মুফতি মাসরুর আহমদ বুরহান
85. মুফতি ছাফির উদ্দীন
86. মাওলানা সাদিকুর রহমান
87. মাওলানা আবদুর রহমান
88. মাওলানা নোমান উদ্দিন
89. মুফতি শামীম মোহাম্মাদ
90. মাওলানা শফিকুল ইসলাম
91. মাওলানা আখতারুজ্জামান
92. মুফতি আবদুর রাজ্জাক
93. হাফিজ মাওলানা ইউসুফ সালেহ
94. হাফিজ মাওলানা মুখলিছুর রহমান চৌধুরী
95. হাফিজ জিয়াউদ্দীন
96. মাওলানা আব্দুল হক
97. হাফিজ মাওলানা রশীদ আহমদ নোমান
98. মাওলানা নাজমুল হাসান
99. মাওলানা আলিউর রহমান
100. মুফতি ফয়জুর রহমান
101. হাফিজ মাওলানা রশীদ আহমদ
102. হাফিজ মাওলানা হাবীবুর রহমান
103. মুফতি বুরহান উদ্দীন
104. হাফিজ মাওলানা ইলিয়াস
105. মাওলানা মাহফুজ আহমদ
106. হাফিজ মাওলানা মাসুম আহমদ
107. মাওলানা দিলওয়ার হোসাইন
108. মাওলানা মোখতার হোসাইন
109. মাওলানা মাসুম আহমদ
110. মাওলানা আনিছুর রহমান
111. শায়খ মাওলানা নাজিম উদ্দিন
112. মাওলানা মাশুকুর রশীদ
113. মাওলানা মইনুদ্দিন খান
114. মাওলানা জাবির আহমদ
115. মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন
116. হাফিজ মাওলানা সৈয়দ জুনায়েদ আহমদ
117. হাফিজ মাওলানা মুশতাক আহমদ
118. মাওলানা নুফায়েস আহমদ বরকতপুরী
119. মাওলানা ছাদিকুর রহমান
120. মাওলানা ব্যারিষ্টার হাবিবুল্লাহ
121. মাওলানা সৈয়দ রিয়াজ আহমদ
122. মাওলানা আব্দুল মালিক
123. মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী
124. হাফিজ মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম
125. হাফিজ মাওলানা খালেদ আহমদ
126. মাওলানা মুতাসিম বিল্লাহ
127. হাফিজ সৈয়দ শিহাব উদ্দিন
128. মাওলানা কাওসার আহমদ
129. হাফিজ মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ
130. মাওলানা আশরাফুল মাওলা
131. মাওলানা ফজলুল হক কামালী
132. মাওলানা সাইফুর রহমান
133. মাওলানা আজহারুল ইসলাম
134. হাফিজ মাওলানা ওবায়দে উল্লাহ
135. মাওলানা আবুল কালাম
136. শায়খ মাওলানা সৈয়দ মশহুদ হোসেন
137. মাওলানা আবু সুফিয়ান
138. মাওলানা জাহাঙ্গীর হোসেন
139. হাফিজ মাওলানা আশরাফ চৌধুরী
140. মুফতি নূরুল ইসলাম
141. মাওলানা সাইফুল ইসলাম
142. মাওলানা আব্দুল গাফফার
143. মাওলানা ওবায়দে উল্লাহ শামীম
144. মাওলানা জহীর উদ্দিন
145. মাওলানা তাহমিদ আজীজ
146. মাওলানা আব্দুল খালিক শাহেদ
147. মাওলানা আনওয়ার হোসাইন
148. হাফিজ মুফতাক আহমদ
149. মাওলানা ফখরুদ্দীন বিশ্বনাথী
150. মাওলানা মোহাম্মাদ শাহজাহান
151. মুফতি সালাতুর রহমান মাহবুব
152. মাওলানা হোসাইন আহমদ
153. মাওলানা মিসফাতুল রহমান
154. মাওলানা ফুজায়েল আহমদ নাজমুল
155. মাওলানা মোহাম্মাদ আল আমীন
156. মাওলানা শামছুল হক ছাতকী
157. হাফিজ মিসফাতুল রহমান
158. মাওলানা আবুল কাসেম
159. হাফিজ মনসুর আহমদ রাজা
160. হাফিজ মাওলানা নাসির উদ্দিন আহমদ
161. হাফিজ সাদিকুল ইসলাম
162. হাফিজ মাওলানা নাজমুল হক
163. হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাসুম
164. মাওলানা এনাম উদ্দিন
165. মাওলানা শেখ রুশমান আহমদ
166. মাওলানা আজিজুর রহমান
167. মাওলানা মাহমুদুল হাসান
168. হাফিজ মাওলানা মনজুরুল হক
169. মাওলানা আমীরুল ইসলাম
170. কারী মাওলানা আব্দুল জলীল
171. মাওলানা বুরহান উদ্দিন
172. হাফিজ মাওলানা হোসাইন আহমদ
173. মাওলানা সাদিকুর রহমান
174. মাওলানা জাকারিয়া আহমদ
175. হাফিজ শাহির উদ্দিন
176. মাওলানা নোমান উদ্দিন
177. হাফিজ মাওলানা নোমান হামিদী
178. হাফিজ মোহাম্মাদ আলী
179. মাওলানা বেলাল আহমদ
180. মাওলানা শাহেদ আহমদ
181. মাওলানা মারুফ আহমদ।
182. মাওলানা সাইদুল ইসলাম
183. মাওলানা সৈয়দ ফয়েজ আহমদ
184. মাওলানা মইনুদ্দিন খান
185. হাফিজ মাওলানা ইসলাম উদ্দীন
186. হাফিজ মাওলানা আসাদ আহমদ
187. মাওলানা ফখরুল ইসলাম
188. মাওলানা নাজমুল হক জাহেদ

ছাত্রলীগের হামলায় ইডেন কলেজ নেত্রী সানজিদা ইসলাম তুলিসহ অনেকে গুরুতর আহত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নেতাকে নির্দয়ভাবে হামলার নেতৃত্বদানকারী



তিলোত্তমা শিকদার
সহ-সভাপতি, ছাত্রলীগ।



সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৪ মে, ২০২২ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর সন্ত্রাসীদল ছাত্রলীগের বর্বরোচিত হামলায় ইডেন কলেজ নেত্রী সানজিদা ইসলাম তুলিসহ অনেকে গুরুতর আহত হন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের উপর জঙ্গি হামলায় সরাসরি অংশ নেয় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী ও বহিরাগত কালো তালিকাধারীরা। রেহানা আক্তার শিরিন (আস্বায়ক, ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রদল), সানজিদা ইসলাম তুলি (সহ সাধারণ সম্পাদক- জিয়া স্মৃতি পাঠাগার, সদস্য সচিব- ছাত্রদল, ইডেন মহিলা কলেজ), তন্নী মল্লিক (সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল), সাইদা সুমাইয়া মিনা (সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক, ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রদল-ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক, ফরিদপুর মহানগর ছাত্রদল), মনসুর আলম সহ অনেক নেতা কর্মীর উপর সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের গুন্ডারা অতর্কিত জঙ্গি হামলা করে। হামলার এক পর্যায়ে তারা মহিলাদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে। সানজিদা ইসলাম তুলিকে লোহার রড দিয়ে হাতে ও পাঁয়ে বেদম প্রহার করে। ফলে তার হাত ও পাঁ চলাচলে অক্ষম হয়ে পরে। জঙ্গি ছাত্রলীগের অত্যাচারে মুমূর্ষ প্রায় তুলিকে তারা উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে ছাত্রদলের বীরদের প্রতিরোধে তা সম্ভব হয়নি। তুলিসহ বাকি নেতৃত্বদকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

হয়, ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনীর পেশাদার খুনীরা হাসপাতালে হামলা করার চেষ্টা করে আওয়ামী পুলিশের সহায়তায়। সেখানেও তারা ছাত্রদলের বীরদের কাছে ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদল ও অংগসংগঠনগুলোর নেতৃত্বদ আহত নেতা কর্মীদের দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, আসলে ছাত্রলীগের এরা কারা? এরা কি আদৌ বাংলাদেশী? এদের কি কোনো মা -বোন নেই? এদের কি কোনো বাবার পরিচয় নেই? এদের কি কোনো মায়ী দয়া নেই? এদের কি রাস্তায় জন্ম? আসলে এরা কারা? হেলমেটধারী আক্রমণকারি এ খুনীরা কারা? এরাও কি গোমূত্র পানকারী পাশের দেশের সন্ত্রাসী -যারা এখনো রাস্তায় বসে মল মূত্র ত্যাগ করে? এদের দলের প্রধান শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে বেশিরভাগ নেতা কর্মীদের মুখে কোনো লাগাম নেই -এ আজ কারো অজানা নয়। বিতর্কিত ও তথাকথিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশের তিন তিন বারের সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কটাক্ষ ও হত্যার হুমকি দিলে দলীয় নেতা কর্মীরা তার প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ মিছিলে ছাত্রলীগের জঙ্গিরা নারীদের উপর পশুর মতো আচরণ করে -যা নাকি অত্যন্ত ঘৃণ্য। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ হামলা করেই ক্ষান্ত নয়, তারা মটর সাইকেল দিয়ে পুরো ক্যাম্পাস রেকি দিচ্ছে যাতে সাধারণ ছাত্র ছাত্রী শংকিত। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে

কাপুরুষোচিত হামলার শিকারে গোটা বাংলাদেশের মানুষ আজ শঙ্কিত। এ সরকারের কাছে মা - বোনও যে নিরাপদ নয় -তা আরেকবার প্রমাণিত হয়ে গেল -আমরা এ ধরনের পশুসুলভ আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই।

আরো ছবি পৃষ্ঠা-১৮



নিউজিল্যান্ডে বানজি কমিটি গঠন

সভাপতি ইউসুফ সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

নিউজিল্যান্ডের বৃহত্তর সমাজের মধ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় ও সমৃদ্ধ রাখার লক্ষ্যে গত ২২ মে ২০২২ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউজিল্যান্ড ইনকর্পোরেটেড (বানজি) নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি ২০২২-২০২৪ গঠন করা হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি পদে ইউসুফ জোয়ার্দার পেয়েছেন ৫৬৫ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৪০২ ভোট, সহসভাপতি মেহেদী হোসেন খান চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে মাহমুদ রহমান পেয়েছেন ৬৩৭ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ২৯৫ ভোট, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে মাহবুব সোহেল পেয়েছেন ৫৯৬ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৩৩৭ ভোট, কোষাধ্যক্ষ পদে দেলোয়ার হোসেন পেয়েছেন ৬১২ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৩৩২ ভোট, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে আব্দুস সালাম পেয়েছেন ৫৯৬, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৩২১ ভোট, ধর্ম ও মেম্বারশীপ সেক্রেটারি পদে মনিরুজ্জামান পেয়েছেন ৫৫৫ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৩৭২ ভোট, দুজন ইসি মেম্বার মফিজুর রহমান আপন

পেয়েছেন ৫৪৮ ভোট এবং রবিউল ইসলাম পেয়েছেন ৫৭৭ ভোট, তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যথাক্রমে পেয়েছেন ৩৪৩ ও ৩৪৬ ভোট। নব নির্বাচিত সবাই বানজির সদস্যদের কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং একই সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য দোয়া চেয়েছেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন, নির্বাচন কমিশনার আফজালুর রহমান, সৈয়দ মো. আমজাদ হোসেন (আরিফ), খান



শাফায়েত হোসেনের তত্ত্বাবধানে অকল্যান্ড, হ্যামিল্টন, টাওরাঙ্গা, নেপিয়ার-হেস্টিংস শহরে সদস্যরা তাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। প্রসঙ্গত, বানজি ২ মে ১৯৯১ তারিখে গঠিত নিউজিল্যান্ডের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের অগ্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বৃহত্তর বাংলাদেশী সম্প্রদায়কে সহায়তা করে এবং এখন পর্যন্ত এটি বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন।



Community Youth and Citizen Development Organisation Incorporated (CYCDO)

Registration Number: INC 1901241

We're a multi-award-winning non-profit org that offers a variety of free community services. Individuals and community-based organisations benefit from the assistance. On a daily basis, we provide the following services:

Medical

Interpreting

Social Justice for a variety of groups, including refugees, new migrants in Australia, asylum seeker, and those on boats.

Among other things, we assist the aforementioned demographic with medical requirements, interpreting, and career possibilities. We provide them with food and medical essentials, as well as energy bills, phone bills, partial rent, Woolworth-Coles coupons, and other necessities during times of distress and crisis.

We've also worked for, and continue to work for, social justice.

We aim to resolve a problem between two partners in their personal or business lives before resorting to court.

Despite the fact that we went to court on occasion, problems were frequently addressed.

We have a lot of success with the Covid-19 crisis and helping Australian COVID-19 victims. Please locate the following report:

<https://ausbulletin.com.au/cycdos-initiative-to-assist-australian-covid-victims-p444-117.htm>

We also collaborate with the Australian government on national days with various events.

Visit: <https://www.amust.com.au/2022/02/why-we-love-australia-day/> for more information.

<https://www.youtube.com/watch?v=es5jaT3Ng>

https://www.facebook.com/Multicultural-Australia-100847185835819/?ref=py_c&rdr

Contact us: Po Box 398, Lakemba, NSW 2195 Mbl: 0423 031 546cycdo.au@gmail.com, www.cycdo.com.au

Leading cause of death in Pakistan

In Pakistan, cardiovascular disease is the chief leading cause of death. Its prevalence is increasing day by day. About 30 to 40 percent of deaths in Pakistan are due to this disease. Around 200,000 people expire due to CVD (Cardiovascular disease) every year. According to the global health ranking, Pakistan ranked 18 out of 183 countries in the case of coronary heart attack deaths. Every hour almost 12 Pakistani die due to heart attacks. In Pakistan, an estimated illness in the adult population includes 2.8% stroke, 41% high blood pressure, 21% obesity, 10% diabetes, 21% tobacco consumption, 17.3% high cholesterol, and 49% dyslipidemia in females and 34% in males. CVD affects the heart or blood vessels. It is related to the deposition of plaque inside the arteries that hinders the flow of oxygenated blood to the cardiac muscles. The primary development related to all CVDs is atherosclerotic origin further leads to the growth of other heart diseases. There are several types of CVD, such as rheumatic heart disease, coronary heart disease, peripheral arterial disease, congenital heart disease, cerebrovascular disease, pulmonary embolism, and deep vein thrombosis. Rheumatic heart disease (RHD) is a disease in which heart valves damage permanently due to rheumatic fever. This fever can occur at any age but mostly in children between 5-15 years. Rheumatic fever episodes damage the heart valves. It commonly occurs in childhood and may lead to lifelong disability and death.



Heart failure is the leading cause of death and disability from RHD. Damaged heart valves cause difficulty for a heart to pump blood properly. CHD (coronary heart disease) occurs due to the accumulation of plaque. Plaque is composed of cholesterol deposits in the walls of arteries called coronary arteries that supply blood to the heart. Due to plaque depositions, arteries become narrow and cannot deliver enough blood. It can cause shortness of breath, chest pain even death. Hypertensive and obese young adults (35-64 years) are at high risk of this disease. High blood pressure is the chief cause of the increased possibility of stroke among diabetic people. Peripheral arterial disease (PAD) results from plaque deposition in the walls of those arteries that carry blood from the heart to the legs. If PAD is left untreated, it causes serious health issues such as heart attack and stroke. This disease usually affects patients after the age of 50 years. Congenital heart disease is present from birth. It is the most common defect that affects normal heart function. Aortic valve stenosis, pulmonary valve stenosis,

patent ductus arteriosus, and septal defects are the main types of congenital heart disease. A ventricular septal defect is a common congenital heart disease that accounts for 20% of all congenital heart defects and affects about 2 to 7% of birth. Rubella, phenylketonuria, gestational diabetes, alcohol consumption, and smoking during pregnancy are the causes of congenital heart disease. 69% of babies born with this disease survive to 18 years of age, and 75% are likely to remain alive for one year. Children and adults with this disease have a high possibility of developing other issues, such as heart rhythm problems, heart failure, developmental issues, blood clots, and sudden cardiac death. Cerebrovascular disease is a group of situations that affect the blood vessels and blood flow in the brain. The problem in the flow of blood to the brain occurs due to embolism (blockage of the artery), thrombosis (clot formation), stenosis (narrowing of blood vessels), and hemorrhage (blood vessel rupture). Stroke is one of the most common forms of this disease, and its risk doubles

every ten years between the age of 55 to 85 years. PE (pulmonary embolism) is a blood clot that forms in the blood vessels, particularly in the legs, then travels to a lung artery where it blocks the blood flow. This disease occurs when a blood clot blocks the artery in the lung. These blood clots come from the deep vein of the leg. A blood clot can lead to stroke or heart attack, and it may go away on its way as the body naturally break down and absorb it. PE occurs between the age of 60-70 years. Deep vein thrombosis (DVT) is a disease in which blood clots form in one or more deep veins in the body, often in the legs. It may occur with no symptoms and may cause leg pain. Bone fractures and surgery on the leg or hip are the common causes of this disease. Many symptoms of CVD vary according to the condition patient has. Chest pain, fatigue, breathlessness, pain, weakness, numb arms or leg, slow heartbeat, dizziness, swollen limbs, and fast heartbeat. The exact cause of CVD is not clear, but many things increase the risk of this disease. Hypertension, stress, smoking, high cholesterol, physical inactivity, diabetes, obesity, and genetics are the main risk factors for this disease. Other risk factors that affect the possibility of developing cardiovascular disease are gender, diet, alcohol consumption, and age. Men are at high risk of developing this disease than women at an earlier age, and the overall prevalence of cardiovascular disease is 30% in women and 24% in men. CVD leads

to complications, such as angina, atrial fibrillation, stroke, heart attack, cardiac arrest, pulmonary edema, and heart failure. One of the most dreaded complications is death. Despite other various discoveries, CVD remains the top leading cause of death in Pakistan. CVD is prevented by maintaining body weight, a balanced diet, regular exercise, good quality sleep, avoiding alcohol or smoking, and stress management. A high fiber and low-fat diet include whole grains, plenty of fresh vegetables, and fruits recommended. The World Health Organization (WHO) assessed that 75% of premature CVD is preventable. Cardiovascular disease treatment includes medication, bypass, and cardiac rehabilitation. Medicines improve the heart rate and reduce low-density lipoprotein. Cardiac rehabilitation includes lifestyle counseling and exercise, and surgery involves valve repair or bypass drifting. Health policies that create a favorable environment for healthy choices are essential for encouraging people to adopt and maintain healthy behaviors.

Author brief introduction
Ms. Nozina has a master's degree in food and nutrition as well as a bachelor's degree in content marketing and advertising. She has experience writing dissertations, articles, and abstracts in hospitals and educational institutions. She is a one-of-a-kind content writer who is also ambitious, a great communicator, and a highly enthusiastic and motivated individual.

১৬-এর পৃষ্ঠার পর



Now Is The Time To Go Fishing In The Northern Territory

I have the best job in the world filming our country's top fishing destinations... Like most of you who love fishing, soon after starting to relax and absorb the scenery you want that electrifying big fish to join you. There is one place where I never wait long for this to happen...the Northern Territory!

WHY SO MANY BIG FISH?

The country's biggest flood plains, the warm climate and the vast open spaces means that fish in the NT thrive like nowhere else.

After the best tropical summer rains in 25 decades, the fish have gone absolutely berserk.

I just spent a week of fishing in the NT...I struggle to put to words just how good it is...but I'll have a crack.

Our finest fishing guides have gravitated to the Northern Territory - they love the place, they love their work, and they make it easy for locals and visitors to step on and get into what's out there...because even when the fish are bountiful, you still need to know where, when, and how to catch them. I can't overstate how much time, effort and money experienced guides will save you in finding a swag of big fish.

Here's a few recommendations from my recent fishing trip to the Top End.. Airborne Solutions - Heli Fishing for Barramundi

Barra are the most popular Aussie Fish for good reason - they grow huge, inhabit beautiful sheltered waters, take bait, lure and fly, and never fail to perform breathtaking jumps. They are remarkable creatures, and the NT has THE best barra fishing on earth.

There's lots of brilliant day charter boats bookable on this page, but Heli-fishing is also a particularly good option if you're short on time and want to see as much as possible. It also allows you to land in places no one else can get too!

The run-off season, which is normally early Autumn, was still going during our winter (dry season) visit thanks to vast amounts of water that is still draining off the flood plains...so that's where we are headed.

Our trip started 10 minutes' drive from Darwin CBD at the Airborne Solutions base. You can grab an Uber or taxi here from the city for under \$30.

Once in the air we got a superb view of Darwin and surrounds and then it was off to the famed Mary River Flood Plain to the east. It's always beautiful out that way but it's so green now it would even make Shrek blush! The bird's eye view revealed flora, fauna and water EVERYWHERE!

First spot, pilot Finn and I cast in at the same time and BANG a double hook-up on 75cm Barra! The onslaught of bites from larger and smaller fish continued from there - it was extraordinary even by Northern Territory standards - I could've stayed all day but Finn wanted me to see more spots just five minutes flight away...and they



delivered even better action!

How the fish breed and feed in these conditions has set things up for an incredible build up (spring) Barra season, even the locals are excited! I'll be sneaking back with a couple of close friends and one of my daughters. Airborne Solutions supply all tackle and refreshments, you can book your heli-fishing experience here.

PRO TIPS:

- ◆ Barra love hiding in the shade or where clear water meets murky water. They also love bubbling water and foam lines. Cast at such places.
- ◆ Take a couple of friends and do the full day if possible. But even in the half day it's still one of the best fishing charters you can have.
- ◆ Airborne supply tackle but If you want to bring your own here's what's best:
- ◆ Rods need to be short enough to fit in the Choppers storage compartment. A multipiece rod with an overall length of 105cm when broken down will fit. Baitcast or spin sticks both work, they will need to be somewhere in the 4kg to 8kg rating.
- ◆ Single Hook soft plastics are the only lure allowed at some spots so these are the first ones to pack. 75mm to 150mm are ideal, with jig heads between 5 and 15 grams. Use around 3/0 size hooks, and make them sturdy one - you can encounter massive barra at any moment. Bring a few hardbodies and soft vibes too - roughly between 75 and 175mm is ideal. Pack a few weedless frogs in your kit - there is lily pad surface fishing on offer.
- ◆ Keep your kit small - 1 rod and around 20 lures is more than enough. Put it all in a small back pack so you can be mobile on the ground.
- ◆ If you do have a new bait caster - practice at home before going, you want to be ready to make

the most of an incredible day.

- ◆ Don't worry if you forget any tackle - the pilots have heaps and are brilliant at putting you onto fish.

BARRAMUNDI ADVENTURES

This is the ultimate family, budget and time friendly option, as well as being easily accessible. Just 45 minutes' drive from Darwin and you're there - and the Barra are waiting!

Owners Tommy and Dorian have stocked several of their private lakes with loads of Barra of all sizes, and have put in a comfy wheelchair friendly deck with a shaded area, BBQ's and a bar!

This is my second visit and I can't recommend it highly enough - you can see the Barra swimming around and fish for them on bait, lure or fly. Anglers and kids will be entertained for as long as you want, while non-fishos can relax in the shade right nearby. It's a BRILLIANT set up!

You can also try your hand at feeding the giant barra. There's also the options of bird watching or taking pics from the eight metre high viewing deck.

Popular with all sized groups and increasingly becoming an event venue, Barramundi Adventures are continually expanding the list of cool things to do. It really is a great outback and fishing adventure on a budget.

All

tackle is supplied but this is also a great place to bring your own gear and test it on some big ones! Book in advance here.

PRO TIPS:

-Whilst you can and will catch Barra anytime of day, morning and evening is best. Larger groups can fish at night fish on request.

-Same tackle as for the heli-fishing. Single barbless hooks are compulsory.

-The fishing is BRILLIANT, but if you need a little extra help talk to Tommy, Dorian, Mitch or any of the team-they have lots of tricks up their sleeve to get you onto some Barra.

-If you are into fly fishing BRING YOUR FLY GEAR...you'll have a ball.

ARAFURA BLUEWATER CHARTERS

Arafura Bluewater Charters tick all the boxes: big boat, roomy deck, uncluttered, clean, comfy, organised and with all the right tackle ready to go. Add in the crews beaming smiles and love of their work and you know it's going to be a good day.

There are three boats in their fleet - two of them do day trips and the third does extended overnight and multi night charters.

We did a half day option and got some quality fish - golden snapper, tusk fish, the popular stripey and some coral trout to name a few. All good fighters and FIRST CLASS table fish.

It was a little breezy on our trip so we couldn't go wide where it was rougher - but fear not the area is blessed with lots of sheltered water options.

Besides the fish we saw dolphins, lots of turtles, manta rays and sharks. It is a wild "Attenborough Doco" like world out there.

All fish are expertly filleted and bagged - all you have to do on return is fire up the BBQ or get one of the local restaurants to do their thing, (book in advance if you're doing the later).

Breakfast, lunch and refreshments are supplied. You can book your Bluewater fishing charter here.



কুনাই দারুন্নাহাম থেকে

হজ্জ



ডা. ইমাম হোসাইন

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার স্ত্রীকায় উষ্ট্রের পিঠে, তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।

(সূরা হাজ্জ, আয়াত :২৭)

হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাত। প্রত্যেক আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জীবনে একবার হজ্জ আদায় করে এ ফরজ কর্ম সম্পাদন করতে হয়। হজ্জের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় হজ্জের মাসে নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ শরীফ ও নির্দিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত ও বিশেষ কার্যাদি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করাকে হজ্জ বলা হয়।

হজ্জের গুরুত্ব ও ফজীলত :

সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.) বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ আদায় করেছেন। এরপর হযরত নূহ (আ.) সহ অন্যান্য সকল নবী - রাসূলগণ সকলেই বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত ও তাওয়াফ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগেও লোকেরা বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত ও তাওয়াফ করতো। কিন্তু তারা নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি ব্যবহারে তা কলংকিত করে। ইসলাম এসব কলিত পদ্ধতি চিরতরে অপসারণ করে হজ্জকে ফরয বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যে পরিণত করে হজ্জ পালনে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা ইমরান, আয়াত - ৯৭)

হজ্জের ফরযিয়াত অস্বীকার করা কুফরী। জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। বিশুদ্ধ মতে, হজ্জ ফরজ হওয়ার পর বিলম্ব না করে আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। হজ্জ হলো এমন ইবাদত যা পালনে শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য প্রয়োজন হয়। হজ্জের ফযিলত বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী (সা.) কে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। প্রশ্ন করা হলো তারপর কোনটি? তিনি উত্তরে বলেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করা হলো এরপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন, হজ্জ মাবরুর বা মাকবুল হজ্জ। অন্য হাদীসে আছে, মাকবুল হজ্জের প্রতিদান



জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করল, হজ্জের কার্যাবলী আদায়কালে স্ত্রী সন্তোষ থেকে বিরত থাকল ও গুনাহের কাজ করলো না, সে মাতৃগর্ভ হতে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে। (বুখারী, মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন, বাহ্যিক কোন কারণ, যালিম শাসক কিংবা অসুস্থতা হজ্জ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি হজ্জ আদায় না করে মারা যায়, তবে সে ইয়াহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করুক কিংবা খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক (তাতে কিছু আসে যাবনা)। বুখারী, মুসলিম।

হজ্জের সময় :

হজ্জ মুসলিম উম্মাহর এক বৃহত্তম বিশ্ব ইসলামী সম্মিলন। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর অভিন্ন সংস্কৃতির শান- শওকতের বহিঃপ্রকাশ হয়। হজ্জ এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে, এর বাহিরে হজ্জ আদায় করা জায়য নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “ হজ্জের মাস সমূহ সুবিদিত। “ (সূরা বাকারা, আয়াত-১৯৭) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা

করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন, হজ্জের মাসসমূহ হচ্ছে শাওয়াল, জিলক্বদ ও যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন। তাফসীরে মাহহারীতে আছে, হজ্জের মাস শাওয়াল হতে শুরু হওয়ার অর্থ হচ্ছে এর পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়য নয়। কোন কোন ইমামের মতে, শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধলে হজ্জ আদায়ই হবে না। ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) এর মতে, অবশ্য হজ্জ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু মাকরুহ হবে।

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ :

মুসলমান হওয়া, বালগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া, আজাদ বা স্বাধীন হওয়া, হজ্জ পালনে দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা, হজ্জের সময় হওয়া, হজ্জ যাত্রাপথের নিরাপত্তা থাকা, বিধর্মী শত্রু রাষ্ট্রের নও- মুসলিমের পক্ষে হজ্জ ফরজ হওয়ার জ্ঞান থাকা।

হজ্জের আহকাম:

হজ্জের ফরয ৩ টি। যথা :

১. ইহরাম বাঁধা বা আনুষ্ঠানিক ভাবে হজ্জের নিয়্যাত করা।
২. আরাফাতে অবস্থান (উকূফ), ৯ই যিলহজ্জের সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ১০ই জিলহজ্জের ফযরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় কিছুক্ষণের

জন্য হলেও।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত, ১০ই জিলহজ্জের ভোর থেকে ১২-ই জিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন দিন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা।

এ তিনটি ফরযের একটিও যদি ছুটে যায়, তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছরে তার কাযা আদায় করা ফরজ হয়ে যাবে।

হজ্জের ওয়াজিব সমূহ :

১. মিকাতের আগেই ইহরাম বাঁধা।
২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে উকূফ বা অবস্থান করা।
৩. কিরান বা তামাত্ত হজ্জ আদায়কারী কুরবানী আদায় করা এবং তা রমী ও মাথা মুণ্ডানোর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা।
৪. সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা এবং সাফা থেকে সাঈ শুরু করা।
৫. মুযদালিফায় উকূফ বা অবস্থান করা।
৬. তাওয়াফে যিয়ারত আইয়্যামে নহরের মধ্যে সম্পাদন করা।
৭. রমী বা শয়তানকে কংকর মারা।
৮. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা। আগে রমী পরে মাথা মুণ্ডানো।
৯. মিকাতের বাইরের লোকদের জন্য- তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করা। এগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে হজ্জ হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কাফফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হবে। এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ে।

পরিশেষে বলবো আমরা একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের করনীয় ও বর্জনীয় বিষয় গুলো সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। অনুরূপ ভাবে হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইত্যাদি যাবতীয় হজ্জের মাসয়াল-মাসায়েল ও কার্যাবলীর সুস্পষ্ট জ্ঞান আহরণ করে হজ্জ মাবরুরের জন্য আন্তরিক সাধনা ও আল্লাহর দরবারে দোয়া করা। হজ্জ পরবর্তী তাকওয়া সমৃদ্ধ গোনাহ মুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পরিবার ও প্রতিবেশীকে অনুপ্রাণিত করা। বিশেষত : অধীনস্থ মানুষের অধিকার, প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার বিষয়ে একান্তই সতর্কতা অবলম্বন করা। এমন অন্যান্য, অপরাধ, অপকর্ম ও পাপাচার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, কেহ যেন আমাকে কেন্দ্র করে 'হাজী সাহেব' হয়ে এমন জুলুম করেছে ইত্যাদি বলে পবিত্র হজ্জ কে নিয়ে মন্তব্যের সুযোগ না পায়, এ বিষয়ে আন্তরিক যত্নশীল হওয়া এবং পরকালের প্রস্তুতি সম্পন্নকরণে সর্বাত্মক আত্ম- নিয়োগ করতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ; যে কোনো দক্ষপূর্ণ বিষয়, মত, ফতোয়া, ফিরকা বা দল থেকে সত্য-সঠিককে জানা, বুঝা ও নির্ধারণ করার মূল যন্ত্র হচ্ছে কালব/قلب, হৃদয় বা অন্তর এর আকল/عقل বা বিবেক (অর্থাৎ ইন্টেলেক্ট/intellect); নয় (দক্ষপূর্ণ-বিষয়ে) কোনো অন্ধ অনুসরণ বা বিশ্বাস; {قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا (সূরা হজ্ব/22: 46)}।

পবিত্র কোরআনে কালব (অর্থাৎ হৃদয়/heart), আকল (অর্থাৎ হৃদয়ের বিবেক/intellect), নাফস (অর্থাৎ মস্তিষ্কের মন/mind, অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে ধারণকৃত তথ্য, অনুভূতি, প্রবৃত্তি বা মন/mind) ও রুহ (অর্থাৎ আত্মা/soul) বলতে কি বুঝানো হয়েছে, এবং নাফসের তিনটি অবস্থা কখন এবং কাদের উপর; এ বিষয়গুলোর সঠিক উত্তর একমাত্র নির্ভুল-নির্ভেজাল আল-কোরআন ও রাসুলের সঠিক-সুন্নাহ থেকে জানা ও বুঝা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কেননা মানব সমাজে এর বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা থাকার কারণে, মুসলিম সমাজে রয়েছে এ বিষয়ে বিভিন্ন দল, ফিরকা, তরীকা বা মতোবিরোধ। যেমন: কেউ কোরআনের সুস্পষ্ট অনেক আয়াতের (যেমন: 2:75; 36:68; 2:242; 5:103; ইত্যাদি 89টি আয়াতের) বিপরীতে, (নিম্নোক্ত আবু-দাউদ # 162 এ বর্ণিত) ভুল হাদীছের ভিত্তিতে দীন-ইসলামের মধ্যে আকল (অর্থাৎ বিবেক) এর ব্যবহার অবৈধ হিসেবে বিশ্বাস করে ও ফতোয়া দেয়; কেউ নাফস (অর্থাৎ মন) এর বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা করে বিশেষ করে প্রকৃত-মুসলিমদের এ দুনিয়ার-জীবনের কলব-মুৎমায়িনাহ্ (রা'দ/13: 28) কে নাফস-মুৎমায়িনাহ্ হিসেবে ফতোয়া দেয়, অথচ কোরআনের আয়াত অনুযায়ী নাফস-মুৎমায়িনাহ্ হবে পরকালের-জীবনে (ফজর/89: 21-30); কেউ রুহ (অর্থাৎ আত্মা) এর ভুল ব্যাখ্যা করে আল্লাহ প্রদত্ত কালবের-শক্তি আকল {অর্থাৎ বিবেক, ইন্টেলেক্ট/intellect বা কালবি-শক্তি القُوَّة القَلْبِيَّة (অর্থাৎ আত্মিক-শক্তি القُوَّة الروحانية) হিসেবে ফতোয়া দিয়ে আকল (অর্থাৎ বিবেক বা কালবি-শক্তি) এর বিরোধীতা করে; ইত্যাদি !!! অতএব, প্রথমতঃ আমি মানুষের দেহের কেন্দ্রীয় প্রধান শক্তি কালব (বা হৃদয়/heart) ও ইহার শক্তি আকল (বা বিবেক/intellect) এর আলোচনা করার পর মানুষের নাফস (বা মন/mind) সম্পর্কে আলোচনা করে সর্বশেষে মানুষের রুহ (বা আত্মা/soul) এর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো, যার মধ্যে সুস্পষ্ট হবে মানুষের জীবনে কালবে-সালীম অর্থাৎ আকলে-সালীম বা সুস্থ-সঠিক বিবেক এর গুরুত্ব, ইনশাআল্লাহ।

***** কালব/قلب (অর্থাৎ হৃদয়/heart) ও আকল/عقل (অর্থাৎ হৃদয়ের বিবেক/intellect القُوَّة القَلْبِيَّة):

পবিত্র কোরআন ও রাসুলের সঠিক সুন্নাহ অনুযায়ী, মানুষের দেহের আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি কালব/قلب, অন্তর, হৃদয় বা হার্ট/heart এর বাহ্যিক-শক্তির নাম হচ্ছে আকল/عقل বা বিবেক (অর্থাৎ ইন্টেলেক্ট/intellect)। কালব/قلب, হৃদয় বা হার্ট/heart হচ্ছে, আমাদের দেহ বা শরীর (body) এর আভ্যন্তরীণ-সুস্থতা এবং বাহ্যিক জীবনের সুস্থতার আলোকিত পথ ও জ্ঞান এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ {electrical (enlightenment) generator} জেনেরেটর।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন: قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا “তারা কালব অর্থাৎ হৃদয় সমূহের দ্বারা আকল বা বিবেক (অর্থাৎ ইন্টেলেক্ট/intellect) খাটিয়ে (সত্য/সঠিক-বিষয়কে) জানে ও বুঝে (বা জানা-বুঝার চেষ্টা করে)”, (সূরা হজ্ব/22: 46)। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَعَّةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. - (بخاري # 52, 107: 1599, مسلم).

“নিশ্চয়ই (মানুষের) শরীরের মধ্যে রয়েছে একটি (রক্ত-মাংস) পিণ্ড (অর্থাৎ কালব/قلب বা হার্ট), যখন সেটা সংশোধন হয় তখন সংশোধন হয় সমস্ত শরীর/দেহ; এবং যখন সেটা নষ্ট হয়, তখন নষ্ট হয় সমস্ত শরীর/দেহ; সুতরাং অবশ্যই সেটা হলো কালব- {যেটা হচ্ছে অন্তর, হার্ট বা হৃদয়, অর্থাৎ (উপরোক্ত) 22:46 আয়াত

সিডনি থেকে বিয়মিত ইসলামিক লেখা



লেখক: মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল-ইসলাম আলফারুক

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে আকল (বিবেক/intellect), কালব (হৃদয়/heart), নাফস (মন/mind) ও রুহ (আত্মা/soul)

অনুযায়ী) হৃদয়ের বিবেক বা আকল/عقل-”, (বুখারী # 52 ও মুসলিম # 1599: 107)। অর্থাৎ: “নিশ্চয়ই (মানুষের) শরীরের (বা দেহের আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রের) মধ্যে রয়েছে একটি (রক্ত-মাংস) পিণ্ড (অর্থাৎ কালব/قلب বা হার্ট), যখন সেটা সংশোধন হয় {সেটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে, অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী সেই কালব বা হৃদয় এর বিবেককে (intellect কে), অর্থাৎ আকলকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে}, তখন সংশোধন হয় সমস্ত শরীর/দেহ -[অর্থাৎ দেহের আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি কালব সহ দেহের সমস্ত বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়-শক্তি, যথা: চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এর সাহায্যে সংগৃহীত সত্যমিথ্যা বিজড়িত মস্তিষ্কের অর্থাৎ ব্রেইনের ধারণকৃত ইনফরমেশন, তথ্য, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, মন/mind বা নাফস/نفس সংশোধন হয়। কারণ মস্তিষ্কের ধারণকৃত সত্যমিথ্যা বিজড়িত বিভিন্ন তথ্য বা ইনফরমেশনকে দেহের আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি কালব বা হৃদয় এর বিবেক/intellect দ্বারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে, সত্য সঠিক-বিষয়কে জেনেবুঝে নির্ধারণ করার মাধ্যমে, ভুল বা মিথ্যাকে পরিত্যাগ করা দ্বারা, দেহের মস্তিষ্কে ধারণকৃত তথ্য, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, অর্থাৎ মন/mind বা নাফস/نفس সংশোধন করা হয়, যে সংশোধনকে বলা হয় তাকিয়্যাতুন-নাফস تزكية النفس বা নাফসের-পরিষ্কৃত্য, {যা সম্পন্ন হয় কালবের আকলকে বা বিবেককে সঠিকভাবে ব্যবহার করা দ্বারা, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর সঠিক বিধানকে সঠিকভাবে জেনেবুঝে নির্ধারণ করা দ্বারা, সে সত্য বিধান/নিয়মনিতি এর আনুগত্য ও অনুসরণ এর মাধ্যমে, অর্থাৎ আল্লাহর যিকর বা ইবাদাত এর মাধ্যমে, আল্লাহ সঠিক ঔষধ ও খাদ্য]-; এবং যখন সে (কালব বা হৃদয়) টা নষ্ট হয়, (সে কালব বা হৃদয় এর বিবেককে অর্থাৎ আকলকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করার কারণে), তখন নষ্ট হয় সমস্ত শরীর/দেহ -{অর্থাৎ দেহের আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি কালব বা হৃদয় সহ দেহের সমস্ত বাহ্যিক

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত সত্যমিথ্যা বিজড়িত মস্তিষ্কের ধারণকৃত তথ্য, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, মন বা নাফস নষ্ট হয়; এবং তখন সে নষ্ট মন বা নাফস এর অনুসরণে, সে শরীর বা দেহ খারাপ ও অন্যায্য কাজে লিপ্ত হয়-; সুতরাং অবশ্যই সে (আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় প্রধান-শক্তি রক্ত-মাংসের পিণ্ড) টা হলো কালব -{অন্তর, হার্ট বা হৃদয়, অর্থাৎ (উপরোক্ত) 22:46 আয়াত অনুযায়ী) হৃদয়ের বিবেক বা আকল}-”, (বুখারী # 52 ও মুসলিম # 1599: 107)।

কিন্তু, দীন-ইসলামের মধ্যে যারা কালব বা হৃদয়ের আকল/عقل বা বিবেক অর্থাৎ ইন্টেলেকট (intellect), ব্যবহার করাকে অবৈধ হওয়ার ফতোয়া দেয়, তাদের দলীল হচ্ছে তথাকথিত ছহীহ-হাদীছ যা প্রকৃতপক্ষে ভুল-হাদীছ। সে হাদীছটি জুতার নিচে মাসাহ সম্পর্কিত, যেটি জ্ঞানের দরজা আলী রাঃ এর কথা বা উক্তি বলে বর্ণনা করা হয় বা চালিয়ে দেয়া হয়। সেটি যে ছহীহ বা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং ভুল, তার প্রমাণ হলো, সেই তথাকথিত-ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْ كَانَ الدُّنْيَا بِرَأْيِي لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوْ لِي بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، (لكن في الحقيقة، المسح في أعلى أي ظاهر الخف أولى وأفضل من أسفل الخف، لأن في أسفل الخف يوجد وسخ وقذر كثير الذي صعب أن يمسحه، ولو مسحه باليد فتكون اليد وسخة وقذرة؛ وإذا كان الخف في داخل الحذاء، فلا يحتاج المسح في أسفل الخف بسبب عدم وجود الوسخ فيه؛ لذلك هذا الحديث غير مقبول كحديث صحيح، ولو أن الألباني رح صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه - (لأن ظاهر الخف يحتاج إلى المسح بسبب وجود بعض التراب فيه، ولذا سنة عمل أبو داود # 162، باب كيف المسح) -Z (الرسول كانت عقليا؟!؛ حكم الألباني: صحيح !!!).

“আলি রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: দ্বীন (ইসলাম) যদি (মানুষের) রায় (অর্থাৎ আকল বা বিবেক/intellect) দ্বারা হতো, তাহলে জুতার উপরে মাসাহ না হয়ে জুতার নিচে মাসাহ করা হতো; এবং আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে জুতার উপর মাসাহ করতে দেখেছি; -{অথচ, এখানে রাসুলের সুন্নাহ/আমল: জুতার উপর মাসাহ করাটাই ছিল, আকল বা বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন} “-{আবু দাউদ # 162} !!! আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের হৃদয়ের আকল বা বিবেকই বলে জুতার নিচে মাসাহ না করে জুতার

উপরে মাসাহ করা উত্তম ও প্রয়োজন। কারণ, জুতার নিচে মাসাহ করলে, জুতার নিচ পরিষ্কার হওয়ার পরিবর্তে নিজের-হাত দুর্গন্ধ-যুক্ত হবে; অন্যদিকে জুতার-মধ্যে মুজার-নিচে পরিষ্কার থাকার কারণে মুজার উপরের সামান্য ধূলাবালি মাসাহ করাই বিবেক এর দাবি। কাজেই, ইহা প্রমানিত যে আকল বা বিবেক সম্পর্কিত বিবেক বিরোধী এই তথাকথিত ছহীহ হাদীছ প্রকৃতপক্ষে ছহীহ নয়; যদিও বা ইহার তথাকথিত বর্ণনাকারী বা রাওবীগন শায়খ আলবানী রহঃ এর দৃষ্টিতেও ছহীহ!!

সত্যমিথ্যা বিজড়িত মস্তিষ্কের (অর্থাৎ ব্রেইন/brain এর) বিভিন্ন তথ্য, ইনফরমেশন বা খবর/خبر (যেটি হৃদয়ের দ্বারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিহীন সত্যিকারের ইলম/علم বা জ্ঞান এর স্তরে পৌঁছানি, সেটি) থেকে সত্য-সঠিককে জানতে, বুঝতে ও নির্ধারণ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত হৃদয়ের বিবেক বা আকল/عقل কে ব্যবহার করতে পবিত্র কোরআনে উনপনচাশটি (49টি) আয়াতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যেমন (2:75; 36:68; 2:242; 5:103) أفلا تعقلون/يعقلون، لعلمكم (2:75; 36:68; 2:242; 5:103) أفلا تعقلون، أكثرهم لا يعقلون، ইত্যাদি !!

আরবি শব্দ আকল/عقل হচ্ছে আকাল/عَقْلُ (ক্রিয়া/verb) এর মূল-ক্রিয়া infinitive-mood (صِيغَةُ الْمَصْدَر) যার অর্থ হচ্ছে: “বাঁধা/ربط (bind/tie)”; অর্থাৎ, কোনো কিছুর মুক্ততা বা খোলা অবস্থা থেকে সেটাকে “বাঁধা (binding/tying)।” যেমন, মুক্ত উটকে রশি দিয়ে “বাঁধা/ربط” এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাঃ তাঁর এক সাহাবীকে বলেছিলেন: اعقلها وتوكل “সেটিকে (অর্থাৎ উটনটিকে প্রথমত) বেঁধে (আস), এবং (তারপরে সে অবস্থায় আল্লাহর উপর) ভরসা কর”, -{তিরমিজি ও ইবনে-হিব্বান}।

তাই, কালব বা হৃদয়ের “বিবেক” (অর্থাৎ intellect) কে আকল বলার কারণ হচ্ছে: পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) এর মাধ্যমে সংগৃহীত মস্তিষ্ক/brain এ ধারণকৃত সত্যমিথ্যা বিজড়িত বিভিন্ন তথ্য (information/خبر) কে (বিশেষ করে দক্ষমূলক তথ্যকে/বিষয়কে) হৃদয়/কালব দিয়ে গভীর ধ্যান, গবেষণা ও বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে সত্য-সঠিকটিকে বুঝে নির্ধারণ-করা বা “বাঁধা (ربط, binding/tying)।” চলে

বাংলাদেশ-মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং আদালত

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির অগাধ সাংবিধানিক আইনী ক্ষমতার অধিকারি, তার কলমের খোঁচায় ফাসীর আসামীকেও ক্ষমা করে দেয়ার অনেক উদাহরন বাংলাদেশের ইতিহাসে আছে। আজকের মৃত্যু পথযাত্রী একজন জনপ্রিয় নেত্রীকে বাচাতে তার কলমটি কেনো অসার? বেগম জিয়ার দুর্নীতির মামলাটি কি? তার বিরুদ্ধে তহবিল তহরুপ করার কোন প্রমাণ মেলেনি, তহবিলের একটি টাকাও একাউন্ট থেকে খরচ করা হয়নি। বরং সেই গচ্ছিত তহবিল ফুলে ফেপে বহুগুন হয়েছে। হ্যা, লেন-দেন ও একাউন্ট বিষয়ে ছিলো কিছুটা পদ্ধতিগত ভুল। এধরনের কর্মকাণ্ডে সরকার প্রধানরা সাধারণত সরাসরি যুক্ত থাকেন না, তার দপ্তরের দায়িত্ব থাকা কর্মকর্তারাই কাজগুলো করে থাকেন। যেটা উন্নত দেশ হলে বলা হতো অনেস্ট মিসটেক। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেশের তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

কলাম

কায়সার আহমেদ
সাংবাদিক ও কলামিস্ট

মুহাজত মিডনি
Suprovat Sydney



বিশ্বজুড়ে টুকি-টুকি খবরা-খবর

তিনি আরো বলেন, জেরুজালেমে তার শেষ বিদায়টি হওয়া উচিত ছিল শান্তিপূর্ণভাবে, সেখানে এমন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আমরা অনুতপ্ত।

গান্ধী-নেহেরু-আজাদ এর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারত কোন পথে হাটছে?

গান্ধী-পণ্ডিত নেহেরু-মাওলানা আজাদ এর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারত কোন পথে হাটছে। ধর্মাত্মতার দিকে এগুচ্ছে? বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আরোহনের পর থেকে একের পর এক মসজিদগুলো নিয়ে ভারতে যা ঘটনো হচ্ছে, তা ১৯৯১ সালের কেন্দ্রীয় উপাসনালয় আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অযোধ্যা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উপাসনালয় আইনটি এনেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও। ১৯৯১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর এর এই আইনে বলা আছে যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, ভারতের স্বাধীন হওয়ার দিন দেশের সব উপাসনালয়ের যেমন ছিলো, তেমনই থাকবে। কোনো রকম পরিবর্তন করা যাবে



বর্তমানে তিনি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কারা ভোগ করছেন। তিনি অসুস্থ, মৃত্যুর দোড়গোরা। তার উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন। নিজ পরিবার, নিজ দল ও জনগনের আবেদন স্বপ্নেও বিদেশে উন্নত চিকিৎসায় যেতে পারেননি। বিভিন্ন আইন এর অজুহাত দেখিয়ে সে আবেদন অগ্রাহ্য করেছে সরকার। অথচ মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এমনকি মন্ত্রীদেরও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা সংবিধানে আছে, এখানে কেউ এটা ব্যবহার করার চিন্তাটুকু পর্যন্ত করছেন। কি অমানবিক কাণ্ড!

অন্যদিকে বাংলাদেশে ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানে র্যাব এর হাতে গ্রেফতারকৃত এবং হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট, পাচার দুর্নীতি মামলার আসামী ইসমাঈল হোসেন চৌধুরী সশ্রুটি। তিনি শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বিএসএমইউ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বিএসএমইউর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: নজরুল ইসলাম খান কে কান্না কাটি করতে দেখা গেছে, সশ্রুটির উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন যা বাংলাদেশে করা সম্ভব নয়। তিনি বা তার পরিবার থেকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য আবেদন না করলেও, হাসপাতাল পরিচালক উদযোগী হয়ে বলেছেন যে “পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করলে সশ্রুটিকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসায় নিয়ে

যাওয়া প্রয়োজন”। সশ্রুট এর বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদক, অর্থপাচার সহ দুদকের একটি মামলা রয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান শুরু পর পরই সশ্রুটির বাড়ীতে র্যাব অভিযান চালালে বেআইনীভাবে রাখা নগদ কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করেছিলো, যা কিনা সারা দেশের মানুষ টেলিভিশনে লাইভ দেখেছেন। একটি সুখবর যে দুদক উচ্চতর আদালতে সশ্রুটির জামিন বাতিলের আবেদন করলে আদালত সশ্রুটির জামিন বাতিল করে আদেশ দিয়েছেন। উচ্চতর আদালতকে সাধুবাদ, জামিন বাতিল করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ না দিলে সশ্রুট হয়তো সশ্রুটির মতই বিদেশের কোন হাসপাতালে তার রাজকীয় জীবন কাটাতেন।

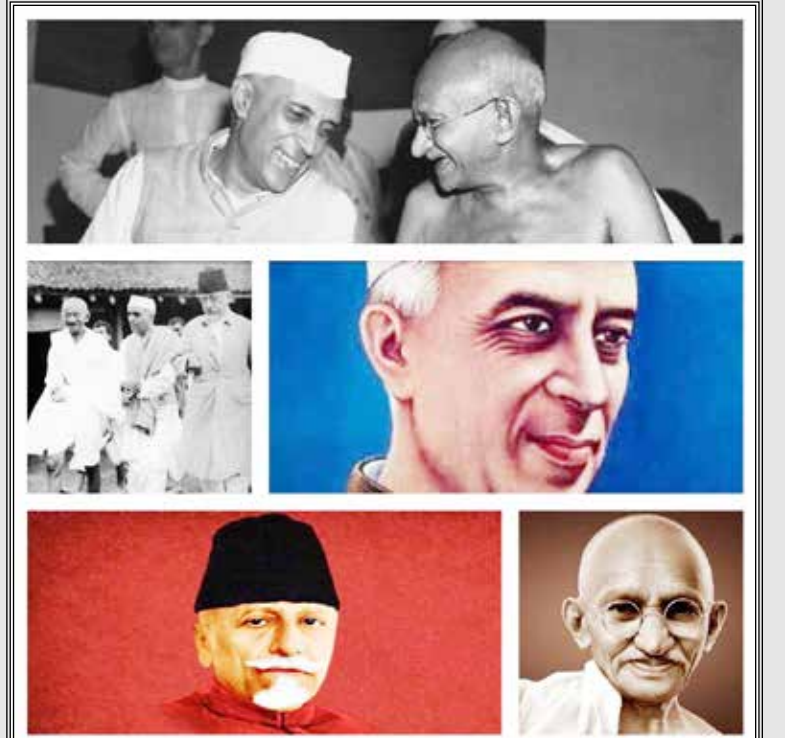
ফিলিস্তিনিদের পাশে ইরাকী সংসদ

যখন আরব বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেদের অগণতান্ত্রিক রাজত্ব টিকে থাকার স্বার্থে তাদের নাটের গুরু আমেরিকার প্রভাব ও পরামর্শে একের পর এক ইসরায়েল এর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে, সেই মুহুর্তে ইরাকের সংসদে “ইসরায়েল এর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ নিষিদ্ধ” করার একটি খসড়া আইন অনুমোদন করা হয়েছে। এই অনুমোদিত বিলটির নিষেধাজ্ঞা ইরাকের

ভেতর এবং বাইরের সকল ইরাকীদের জন্য, যার মধ্যে কর্মকর্তা, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী এবং ইরাকে বসবাসকারী বেসামরিক, সামরিক, বিদেশি সহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্যে প্রযোজ্য হবে। আইন অমান্যকারীর জন্যে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। বিলটিতে ইসরায়েল এর সাথে কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বা যে কোন উপায়ে সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দেবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গত দুই বছরের মধ্যে চারটি আরব দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুদান, বাহরাইন এবং মরক্কো আব্রাহাম অ্যাকর্ডের অংশ হিসাবে ইসরায়েল এর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কথিত মার্কিন নেতৃত্বাধীন এই শান্তি উদ্যোগের আওতায় এমন পদক্ষেপ নেয় দেশ চারটি।

ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ইরাকী সংসদে অনুমোদিত আইনটিকে স্বাগত জানিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে এবং আরব বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের সব দেশকে এটা অনুসরণ করার অনুরোধ করেছে। হামাস তাদের বিবৃতিতে আরো বলেন যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তটি ইরাকী জনগনের সত্যতা এবং ফিলিস্তিনী জনগন ও তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবির সমর্থনে ইতিহাসজুড়ে তাদের সুপরিচিত অবস্থানকে প্রকাশ করেছে। আরব ও মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সংসদকে এ ধরনের সম্মানজনক পদক্ষেপ অনুসরণ এবং দখলকারী ইসরায়েলি সত্তার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ নিষিদ্ধ করা উচিত।

অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিনে ফিলিস্তিনী সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহরকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। শিরিন আবু আকলেহর খৃষ্টান ধর্মালম্বী ও প্রটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত সাংবাদিক ছিলেন। তিনি বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনী জনগনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি মানবতাবিরোধী



অপরাধ এর সাক্ষী ছিলেন। তাকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনারা। আবু আকলেহর একজন খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও তাকে হত্যা করা হয়েছে। এখান থেকে এ শক্তিশালী বার্তা হলো ইসরায়েলি সরকার তাদের হত্যা-জুলুমের ক্ষেত্রে একজন মুসলিম ও খ্রিস্টানের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। শিরিন আবু আকলেহর অস্ত্রোপেক্ষায় আল কুদস এবং অধিকৃত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মুসলিম ও খ্রিস্টান ফিলিস্তিনী এই সাংবাদিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। লজ্জার বিষয় যে সেখানেও হামলা চালাতে দ্বিধা করেনি দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। শিরিন আবু আকলেহর, বিশ্বের দরবারে খুবই সম্মানিত ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশেষ করে দুই দশকের বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি অপরাধ ও দখলদারিত্বের সংবাদ নির্ভিকতার সাথে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। যে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরায়েল তার অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে, সেই খোদ আমেরিকা আল জাজিরার নিহত ফিলিস্তিনী-আমেরিকান সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহর শবমিছিলে ইসরায়েলি হামলার কড়া সমালোচন করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হোয়াইট হাউস মুখপাত্র জেন সাকি আরো বলেন শিরিন হত্যার দিনটি এমন একটি দিন যেটি সবার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখা উচিত। এই দিনে অসধারণ নির্ভিক একজন সাংবাদিকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।

না। অর্থাৎ মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ অথবা মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির, উপাসনালয়ের অবস্থান ঐদিন যেমনটি ছিলো, তেমনটিই থাকবে।

বাবরির মসজিদ এখন একটি পুরানো ঘটনা। এবার বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে কর্ণাটকের বহু বছরের পুরোনো টিপু সুলতান মসজিদকে ঘিরে। দাবী করা হচ্ছে, একসময় এখানে হনুমান মন্দির ছিলো। সেটি ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। ইদানিং মসজিদ ও মুসলিম স্থাপনাগুলোকে নিয়ে পুরো ভারতজুড়েই বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। আদালত কর্তৃক বারবার সতর্ক করে দেয়ার পরও এ ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ছে না। মসজিদগুলো নিয়ে ভারতে যা ঘটনো হচ্ছে, তা ১৯৯১ সালের কেন্দ্রীয় উপাসনালয় আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

ভারতের আশ্রয় অবস্থিত “তাজমহল” এমনিতেই বিশ্বের সপ্তসুন্দরীর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। তারপরও দিন দিন এর বিশ্বয় যেনো বাড়ছেই। কয়েকদিন আগে দাবী করা হলো, তাজমহল আসলে তাজমহল নয়। এটা “তেজো মহালয়া” নামের একটি মন্দির। তাজমহলকে তেজো মহালয়া আখ্যা দিয়ে তা দখলের ডাক দেয়া হয়েছিলো। তারপর দাবী করা হলো এর ভেতরে তালাবন্ধ করে রাখা ২২টি কুঠুরিতে আসলে মূর্তি রয়েছে।



২২-এর পৃষ্ঠার পর

এগুলো খোলার দাবিতে আদালত পর্যন্ত আবেদন করা হলো। হিন্দুত্ববাদীদের সেসব আবেদন খারিজ করে দেন আদালত। তবে বিতর্কে না গিয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংস্থা আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় তথা এএসআই সেই 'গোপন' কুঠুরিগুলোর ছবি প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, প্রয়াত স্ত্রী মমতাজ মহল স্মরণে আত্মীয় যমুনা নদীর তীরে মুঘল সশ্রুটি শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত তাজমহল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন স্থানের একটি। তাজমহল নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর এএসআই কর্মকর্তারা জানান, কুঠুরিগুলোর বিশেষ কোন গোপনীয়তা নেই। এগুলো মূল কাঠামোর অংশমাত্র। শুধু তাজমহল নয়, দিল্লিতে মুঘল সশ্রুটি হুমায়ূনের সমাধিসহ অনেক স্থাপত্যেই এমন অসংখ্য কুঠুরি রয়েছে বলে জানায় কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক সংস্থা।

প্রকাশিত ছবিগুলোর ব্যাপারে তাজমহল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত এএসআইয়ের 'আত্ম সেল' জানিয়েছে ২০২১ এর ডিসেম্বর থেকে ২০২২ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যমুনা নাদী লাগোয়া ওই ভূগর্ভস্থ ঘরগুলোতে কিছু রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়েছিলো। সে সময়ই ছবিগুলো তোলা হয়। কয়েকদিন আগে এক সাধুকে তাজমহলের ভিতরে প্রবেশে বাধা দেন রক্ষীরা। এতে ক্ষেপে গিয়ে ওই সাধু দাবি করেন তাজমহল আসলে 'তেজো মহালয়া'। এটি উদ্ধারে তিনি এক সাধু সমাবেশ করে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন যদিও পরে ওই আন্দোলনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর এই মুঘল স্থাপত্যকে শিব মন্দির বলে দাবি করে কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন।

সম্প্রতিক বারাণসীর জ্ঞানবাণী মসজিদটিতে জরিপকাজ চালানোর বিষয়টি দেশজুড়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আদালতের নির্দেশনা মেনে সমীক্ষা শেষ হয়েছে। তবে শেষ দিনে তৈরি হয়েছে চরম বিতর্ক। সমীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই বারাণসী আদালতে ওই মসজিদের অজুখানায় একটি পানির ফোয়ারাকে

শিবলিঙ্গ দাবি করে আবেদন দাখিল করা হয়। আবেদনখানি জমা পড়তেই আদালত সে অজুখানা সিল করার নির্দেশ দেন। আদালতের এই নির্দেশনা ১৯৯১ সালের 'প্লেস অফ ওয়ারশিপ' আইনের পরিপন্থি বলে দাবি করেছেন হায়দারাবাদের বিধায়ক আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি বলেন আদালত সমীক্ষা চালাতে একজন কোর্ট কমিশনার নিযুক্ত করলেও সেই কমিশনার শিব লিঙ্গের দাবি করেননি। অজুখানায় সন্ধান পাওয়া সেই পাথরখন্ড কোনভাবেই শিবলিঙ্গ নয়। সেটি আসলে পাথরের তৈরি একটি পানির ফোয়ারা। প্রায় সকল মসজিদের অজুখানাতেই এর রকম ফোয়ারা থাকে। আবেদনকারীর দাবী পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর। আদালত নিযুক্ত কমিশনার রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগেই আবেদনকারীর দাবির ভিত্তিতে কীভাবে মসজিদের অজুখানা বন্ধ করে দেয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ঘৃণ চক্রান্ত।

ঠিক এ সময়ই শ্রীরঙ্গপটনার টিপু সুলতান মসজিদ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে কর্ণাটক রাজ্যে। ২০৩ বছরের পুরোনো মসজিদটি জামা মসজিদ বা মসজিদ-ই-আলা নামেও পরিচিত। হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী নরেন্দ্র মোদি ভিচার মঞ্চের সদস্যরা মাণ্ডিয়ার জেলা কালেক্টরের কাছে এই বিষয়ক একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। তাদের দাবি মসজিদটি ১৭৮৪ সালে একটি হনুমান মন্দিরের উপর নির্মিত হয়েছে এবং এটি হিন্দুদের নিকট হস্তান্তর করা উচিত। মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। শ্রীরঙ্গপটনাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কর্ণাটকের অযোধ্যা বলে মনে করেন। এলাকাটি বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ জনতা দলের অধীনে রয়েছে। আগামী বছরের নির্বাচনকে সামনে

রেখে ক্ষমতাসীনর বিজেপি এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনের আগে অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করে বিজেপি তার ভোটের ফায়দা লুটের চেষ্টা করছে।

আশির দশকের শেষে বিজেপির সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠন অযোধ্যার 'মুক্তি আন্দোলন' গুরুত্ব সময় থেকেই বলে আসছে, অযোধ্যায় রামের জন্মস্থলে বাবরি মসজিদ, কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙ্গে জ্ঞানবাণী মসজিদ এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শাহি ঈদগাহ মসজিদ, এই তিন উপাসনাস্থলকে 'মসজিদমুক্ত' করাই তাদের মূল লক্ষ্য। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে তাই তাদের শ্লোগান ছিলো 'আভি সির্ফ

অযোধ্যা হায়, কাশী-মথুরা বাকী হায়। জ্ঞানবাণী মসজিদের সম্প্রতি ঘটনাবরী সেই প্রচেষ্টার একটি অংশ।

ন্যাটোতে ফিনল্যান্ড-সুইডেন এর আবেদন ও তুরস্কের আপত্তি

ইউক্রেনের পর এবার ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে যোগ দেওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতি ও কূটনীতি। পশ্চিমা বিশ্বের সবগুলো দেশ তাদের ন্যাটোতে যোগ দেয়ার পক্ষে। ইউক্রেনের এমন একটি সিদ্ধান্তই রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণে উৎসাহ যুগিয়েছে। যুদ্ধটা ইউক্রেনে হলেও মূল যুদ্ধ চলছে রাশিয়ার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের। রাশিয়া স্বাভাবিকভাবেই এর চরম বিরোধিতা করছে। অন্যদিকে ন্যাটো সদস্য তুরস্ক এই দুই দেশের ন্যাটো সদস্য পদ আটকে দেবার অঙ্গীকার করেছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ এরদোয়ান স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদানের ব্যাপারে যে পদক্ষেপই নেয়া হউক না কেনো তার বিরোধিতা করবে তুরস্ক। তিনি সুইডেন ও ফিনল্যান্ডকে 'সন্ত্রাসীদের গেষ্টহাউজ' আখ্যা দেন।

দেশ দুটিকে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়স্থল ঘোষণা করে এরদোয়ান বলেন, এমনকি দেশটির সংসদেও এ সকল সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি রয়েছে। আমেরিকার কালো তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী পিকেকের সদস্যদেরও আশ্রয় দিয়েছে দেশ দুটি। এমনকি দেশ দুটি তুরস্কে ব্যর্থ সামরিক অভিযান প্রচেষ্টা চালানোর জন্য দায়ী ফাতহুল্লাহ গুলেনের সমর্থকদেরও আশ্রয় দিয়েছে সুইডেন ও ফিনল্যান্ড। এছাড়াও ২০১৯ সালে দেশ দুটি তুরস্কের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলো। যে সব দেশ তুরস্কের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলো ন্যাটোতে তাদের সদস্যপদ আটকে দিতে আঙ্কারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাটোতে তুরস্ক ১৯৫২ সালে যোগ দেয়। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোট নতুন সদস্য নিতে হলে তাতে সব সদস্য দেশের পূর্ণ সম্মতি প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ফিনল্যান্ড

ও সুইডেন এর ন্যাটো অন্তর্ভুক্তি ঠেকাতে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে আঙ্কারার।

রাশিয়া উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা স্বত্তেও রুবলে লেন-দেন

গ্যাস ইস্যুতে রাশিয়ার সকল শর্ত মেনে নিয়েছে অর্ধেকেরও বেশী ক্রেতা। রাশিয়া থেকে গ্যাস ক্রয়কারী কোম্পানিগুলোর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী রুশ মুদ্রায় গ্যাসের মূল্য পরিশোধের শর্ত মেনে নিয়েছে। সবশেষে, জার্মানি ও ইতালী সরকার নিজ নিজ দেশের বিতরণ কোম্পানিগুলোকে রাশিয়া থেকে গ্যাস কেনা অব্যাহত রাখতে রুবলে ব্যাংক হিসার খুলতে বলেছে।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন 'রাশিয়ার প্রতি অবক্ষুসূলভ' দেশগুলোর জন্য রুবল এ গ্যাসের মূল্য পরিশোধের শর্ত জুড়ে দিয়ে সম্প্রতি এক নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন। ইউক্রেন বিষয়ে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশগুলোকে তিনি অবক্ষুসূলভ বলে অভিহিত করেন। তিনি এসব দেশের ক্রেতাদের গ্যাজপ্রম ব্যাংকে রুবল হিসাব খুলে গ্যাসের মূল্য পরিশোধের পরামর্শ দেন।

বিদেশি ক্রেতার রুশ গ্যাসের মূল্য রুবলে পরিশোধ করবে নাকি রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞায় অটল থাকবে এই বিতর্ককে ঘিরে ইউরোপীয় সরকারগুলোর সামর্থ্য ও দৃঢ়তার এক ধরনের পীক্ষা এরই মধ্যে হয়ে গেছে। পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া ও ফিনল্যান্ড শর্ত না মানায় এ তিনটি দেশে গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছে রাশিয়া।

রাশিয়ার উপর ইউইউ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লংঘন না করে কিভাবে গ্যাজপ্রম ব্যাংকে রুবল একাউন্ট খোলা যায়, সে বিষয়ে জার্মানি ও ইতালির সরকার স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে। ব্রাসেলসে নিযুক্ত একজন কূটনীতিক বলেছেন, ন্যাটো সদস্য দেশগুলো যাতে রাশিয়া থেকে গ্যাস কেনা অব্যাহত রাখতে পারে সে জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ইউইউ তরফ থেকে এমন আবস্থা ও দ্ব্যর্থমূলক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে তাদের ধারণা। ব্রাসেলসের দেওয়া সম্প্রতি নির্দেশনা থেকে কারও মনে এমন ধারণা আসবে যে আগের মতোই যেভাবে দরকার লেনদেনের পথ খোলা রয়েছে। এটি ইউইউর একা দুর্বল হতে পারে। কারণ কয়েকটি দেশের কোম্পানি রুবল একাউন্ট খুলবে, আবার কিছু কোম্পানি সেটা করবে না। এতে কোম্পানিগুলো নিজেদের সুবিধামতো ইউইউর বক্তব্যের ব্যাখ্যা ধরে নিয়ে কাজ চালাতে পারে।

৫৪টি কোম্পানী গ্যাজপ্রম থেকে গ্যাস কিনে থাকে। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশী কোম্পানী রুবলে মূল্য পরিশোধের জন্য গ্যাজপ্রম ব্যাংকে একাউন্ট খুলেছে। অস্ট্রিয়ার বৃহত্তম গ্যাস কোম্পানি ওএমভি ও ইতালির কোম্পানি এনি ও জার্মান কোম্পানি ভিএনজি রাশিয়ার গ্যাসের মূল্য পরিশোধের জন্য গ্যাজপ্রম ব্যাংকে রুবল একাউন্ট খুলেছে। এছাড়া আরো অনেক কোম্পানি একই পথে হাঁটছে।



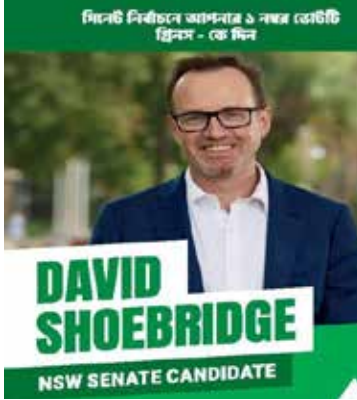
নিউ সাউথ ওয়েলসে গ্রিনস সিনেট প্রার্থী ডেভিড শুব্রিজের অবদান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

আগামী সপ্তাহেই অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেশটির সাধারণ নির্বাচন। অন্য অনেক মাইগ্রেন্ট কমিউনিটির মতো সংখ্যায় বিপুল পরিমাণে না হলেও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী মাইগ্রেন্টদের সংখ্যা নেহাত কম ও নয়। পলিসি এবং প্রতিশ্রুতির নানা সমীকরণে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ভোটাররা এখন খতিয়ে দেখছেন, বুঝার চেষ্টা করছেন আগামী শনিবারের নির্বাচনে কাকে ভোট দেয়া যায়।

এর মাঝেই এনএসডব্লিউ স্টেটে সিনেটর পদপ্রার্থী গ্রিনস পার্টির নেতা ডেভিড শুব্রিজ অনেক অস্ট্রেলিয়ানের পছন্দের প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যেখানে অভিবাসী-বিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, এমন এক ভয়াবহ সময় ডেভিড শুব্রিজের মতো উদারপন্থী ও মানবিক রাজনীতিবিদরা পশ্চিমা দেশগুলোতে মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, এমনটাই ভাবছেন সচেন ভোটাররা।

২০১৯ সালে পার্শ্ববর্তী দেশ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরে দুইটি মসজিদে এক উগ্র শ্বেতাঙ্গবাদী সন্ত্রাসী গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিলো পঞ্চাশেরও বেশি মুসলমানকে। সেই জাতিবিদ্বেষ এবং উগ্র শ্বেতাঙ্গবাদ থেকে নেই। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগের সপ্তাহেই আমেরিকায়



আরেক শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসী নির্বাচনে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে বিপুল পরিমাণ কালো মানুষদেরকে, সঠিক হতাহতের সংখ্যা এখনো অজানা। অস্ট্রেলিয়াতেও নানা নামে ও পরিচয়ে এই উগ্র শ্বেতাঙ্গদের অভিবাসী-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এমনই এক ভয়াবহ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ডেভিড শুব্রিজ সবসময় মানবাধিকার ও সাম্যের ভিত্তিতে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে যেসব প্রসঙ্গে কথা বলে আসছেন তার মাঝে আছে বিশ্বব্যাপী ইসলামোফোবিয়ার উত্থান, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীর স্বাধীনতাকামী মানুষদের উপর চলমান নির্যাতন, বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মতো বিষয়গুলো। তিনি এমনকি বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের উত্থান বিষয়ের এনএসডব্লিউ পার্লামেন্টে বক্তব্য

রেখেছিলেন। প্রাক্তন এনএসডব্লিউ সংসদ সদস্য ডেভিড শুব্রিজের এই স্থায়ী পলিসি অবস্থানের কারণেই এনএসডব্লিউর অসংখ্য মানুষ তাদের স্থানীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নানা দলের ও পছন্দের রাজনীতিবিদদেরকে ভোট দেয়ার কথা ভাবলেও পাশাপাশি সিনেটর হিসেবে গ্রিনস এর প্রার্থী ডেভিডকেই ভোট দেয়ার কথা বিবেচনা করছেন বলে সিডনির বিভিন্ন অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে নানা জাতীয়তা ও পেশার মানুষদের মতবিনিময় করে বুঝা গিয়েছে। এনএসডব্লিউর সাধারণ মানুষদের মাঝে এই সমর্থনের জোয়ার দেখে যারা অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচনে ভোটদানের পদ্ধতি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত নন, তাদের সুবিধার্থে ডেভিডের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ক্যাম্পেইন চালানো হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনে প্রচারিত তথ্যে দেখা যায় তিনি ভোটারদেরকে জানাচ্ছেন, এনএসডব্লিউ সিনেট নির্বাচনের জন্য ভোটারদেরকে যে ব্যালট পেপারটি দেয়া হবে তাতে দ্য গ্রিনস লেখা (গ্রুপ ই) বক্সে ওয়ান বা ইংলিশে এক নাম্বারটি লিখলেই তাকে ভোট দেয়া হবে। যেহেতু অস্ট্রেলিয়ায় একজন ভোটারকে সব প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত বক্সে পছন্দের ধারাবাহিকতা অনুসারে নাম্বার দিয়ে ভোট দিতে হয়, সেক্ষেত্রে সিনেট নির্বাচনের ব্যালটে গ্রিনস পার্টির বক্সে ১ লিখলেই ভোটটি ডেভিড শুব্রিজকে দেয়া হবে।

আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদের সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাসুমকে অভিনন্দন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

স্বচ্ছসেবক দল অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি এবং লিবাবেল পার্টি থেকে কেণ্টাবেরী বেক্সটাউনের কাউন্সিল প্রার্থী এএন এম মাসুমকে আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক নির্বাচিত করায় বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদের সভাপতি



স্বাধীনতা

সাবেক এম পি আলহাজ্ব নাজিম উদ্দিন আলম এবং সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুল আলম চৌধুরী বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে এএনএম মাসুমের সফলতা কামনা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক আস্থবায়ক মো. দেলওয়ার হোসেন, ভারপ্রাপ্ত আস্থবায়ক সুবর্ণজয়ন্তী কমিটির মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, সাবেক যুগ্ম আস্থবায়ক বিএনপি অস্ট্রেলিয়া কুদরত উল্লাহ লিটনসহ সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

Kids R Us Family Day Care
is a home based childcare service.
We have highly trained & experienced educators who are able to fulfill your expectations and needs about your child.

We provide above standard childcare services with:

- ★ Government fee relief
- ★ A safe & natural environment
- ★ Clean, healthy & homely environment
- ★ Full of educated and fun activities

For more enquiries call us or our educator in your area.
M: 0414 492 655
Suite 1, 38 Railway Pde, Lakemba - 2193

Enroll Now With Us!

Educator contact No.:
0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

We offer various childcare service including:

- * Full-time, part-time or casual care
- * Emergency care
- * Before/after care for 5-12 years old
- * Overnight and shift work
- * School holiday care



AUS BEST



MECHANICAL & TYRE SERVICES

0404 365 172

**স্থান
পরিবর্তন**
Relocated



Bashit: 0404-365 172

- ▶ BATTERIES
- ▶ BRAKES
- ▶ CLUTCHES
- ▶ FULL ENGINE SERVICES
- ▶ PINK SLIPS
- ▶ RADIATORS
- ▶ TYRES
- ▶ ROTATE & BALANCE TYRES
- ▶ WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Supravat Sydney
Copy Right
Protected



MAHMUD DISTRIBUTORS

Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস



গ্লেনফিল্ডে আমাদের নতুন দোকান
Shop 2/70 Railway Parade,
Glenfield, NSW 2167



রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান



Winstar global pty Ltd



Supravat Sydney
Copy Right
Protected



ক্রীতদাস ভালবাসা আহমদ রাজু

রাত পোহালো বলেই বুঝি ভুলে যাও
ক্ষণেক লুকিয়ে পড়া রাতের আঁধার?

ঘুম কাতর চোখে স্বপ্নের নাগর নতুন নগরায়নে
হারায় বারে বার! দূর থেকে ভেসে আসা
ঘুম জাগানিয়া শেয়াল-কুকুরের ডাক,
টিনের চালে রিমিঝিমি বৃষ্টির আওয়াজ তুচ্ছ সব
দৈনন্দিন কাজের কাছে! বিদ্যুৎ গতি আজ
প্রজাপতি জীবনে।

মানুষগুলো এমন কেন হয়!! চোখের আড়াল হবার আগেই
মনের আড়াল হয় সব। ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-অর্থ
অনর্থ করে তোলে জীবনের পার্থিব সুখ। ভালবাসার
ফিরে গ্যাছে ক্রীতদাসের যুগে। আদর্শ আর বিবেক
কোথায়- কবে ছিল কোন কালে??

ভালবাসা, তোমরা আবাবো ফিরে আসো
পূর্ণ বাস্তবতায়

জাদুঘরের ছোট্ট কাঁচের ঘর থেকে
মাটির পৃথিবীতে নেমে আসুক ক্ষয়িষ্ণু বিবেক।
আর কিছু না হোক অন্তত সভ্যতার ধারাবাহিকতায়
বঁচে যাবে বাঙালির বাঙালিত্ব, একুশে ফেব্রুয়ারি
আর স্বাধীনতার মানে।



কেউ প্রাপ্তি স্বীকার করে না জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

কোন দিক দিয়ে দিন যায়, কোন দিক দিয়ে
রাত যায়, কেউ গুনে রাখে না আঙুলের কড়;
তবুও তিলতিল করে গড়ে উঠে জীবন পাথর,
মাঝে মাঝে বৃন্দবৃন্দ ছুয়ে যায় স্মৃতির মিনার
অবলীলায় আমি হেসে উঠি একবার, আবার
কেঁদে উঠি আরেকবার; পালকের পর পালক
খসে খসে পড়ে, তবুও জোছনা রাতের সব
তারা গোনা হয় না!

এমনি করে দিনে দিনে কলেবর বাড়তে থাকে
জলপাই রঙ পাণ্ডুলিপি, তবুও ভূমিহীন চাষির
মতো আমারও কবিতার চাষ-বাস; তবুও অভি-
জাত বাঁধাই আর স্কেচ প্রচ্ছদ সব দীনতা কিনে
সোনালি শিকড় প্রত্যাশা করে, পেছনে পড়ে
থাকে কবিতাচাষি, তখন সব পাঠক সজোরে
তালি বাজায়, কেউ প্রাপ্তি স্বীকার করে না..!



সবার সেরা মা বিল্লাল মাহমুদ মানিক

মা যে আমার সবার সেরা
দুই নয়নের মণি,
মা যে আমার আশার আলো
স্বর্গ-সুখের খনি।

মা যে আমার পরম বন্ধু
শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু,
মা যে আমার জন্মদাত্রী
সকল কাজের গুরু।

মা যে আমার মুখের হাসি
ব্যথার মহৌষধ,
মা যে আমার চলার পথে
আনন্দ-রসদ।

মা যে আমার মাথার মুকুট
অমূল্য এক ধন,
মা যে আমার বুকের মাঝে
গড়েছেন আসন।

কালবৈশাখী ঝড় মেশকাতুন নাহার

বৈশাখ মাসে হঠাৎ আসে
কালবৈশাখী ঝড়,
গাছগাছালি তীব্র বেগে
করে যে নড়-বড়।

বজ্রপাতে মনের ভিতর
লাগে প্রাণের ভয়,
এই বুঝি সব ভেঙেচুরে
ভুবন করছে ক্ষয়।

মাঝিমাল্লা বৈঠা হাতে
ছুটছে দ্রুত তীর,
পাখিগুলো ভেজা দেহে
কাঁপছে বসে নীড়।

জমির ফসল হেলে পড়ছে
চাষির চোখে জল,
নিম্ন জমি প্লাবন এসে
দৈবাৎ করে তল।

বাগান থেকে ঝরে পড়ে
কাঁচা পাকা আম,
ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি পেলে
কৃষক পায় না দাম।

বিদ্যুৎ খুঁটি উপড়ে গিয়ে
আঁধার করে ঘর,
বৈরী হাওয়া ভাগ্যের চাকায়
নিয়ে আসে জ্বর।



বৃক্ষমায়া রফিকুল নাজিম

যখন তুমি অবলীলায় গাছের মগডালটা কাটো
তখনও গাছটা তোমার জন্য অন্য ডালে ফুল ফোটাতে ব্যস্ত,
যখন তুমি অবলীলায় গাছের আরেকটা ডাল কাটো
তখনও গাছটা তোমার জন্য আরেক ডালে ফল ফলাতে ব্যস্ত,
তুমি যখন প্রবল উচ্ছ্বাস নিয়ে আরো একটা ডাল কাটো
গাছটা তখনও পাতায় পাতায় অক্সিজেন তৈরি করে চলে।
তুমি যখন সবগুলো ডাল কেটে গাছটাকে ন্যাড়া করে দাও
তখনও গাছটা স্বপ্ন দেখে আবার কান্ড থেকে পাতা গজাবে
ফুলে-ফলে-অক্সিজেনে দূষিত হৃদপিণ্ডের পৃথিবীকে বাঁচাবে।

কাটতে কাটতে যখন তুমি ক্লান্ত ভীষণ, লাভের অঙ্ক কষো
সূর্যকে পিঠ পেতে গাছ বলে, 'আমার ছায়ায় খানিক বসো।'



গাঁয়ের ছবি বিজন বেপারী

আমার গাঁয়ের সোনার ফসল
দেখতে আসো যদি,
দেখবে আরও নদী
বয়ে চলা নিরবধি।

আমার গাঁয়ের মেঠো পথে
কতো মানুষ হাঁটে,
হোগল বনের পাশেপাশে
পাতি হাঁসে ডাকে।

আমার গাঁয়ের উঠোন জুড়ে
সোনার ধানের আঁটি,
চাঁদের আলোয় গল্প শুনি
পেতে শীতলপাটি।

আমার গাঁয়ের শ্যামল বনে
কিচিরমিচির গানে-
মুখরিত সারাবেলা
শান্তি লাগে প্রাণে।

আমার গাঁয়ের শিশু-কিশোর
স্বপ্ন দেয় পাড়ি,
পড়ালেখায় খেলাধুলায়
মাতিয়ে রাখে বাড়ি।



মা আমার জান্নাত নিলুফার জাহান

মা'য়ে আমার প্রাণের প্রিয়
খোদার সেরা দান,
সুখে দুখে পাশে থাকেন
সারা দিবস মান।
নিজে না খেয়েও তিনি
আমায় খাওয়ান ভাত,
অসুখ হলে সেবা করেন
জেগে সারা রাত।
খেলার সাথী মা'য়ে আমার
পড়ার সময় চাই,
মায়ের মতো এতো আপন
এই ভুবনে নাই।
বড় হই যে আমি মায়ের
ম্নেহের আঁচল তল,
একটু খানি কষ্ট পেলে
মায়ের চোখে জল।
ধরার মাঝে মা'য়ে আমার
বেহেশতেরই সুখ,
মায়ের হাসি দেখলে আমার
জুড়ায় যেন বুক।
মায়ের পায়ের নীচে আছে
আমারই জান্নাত,
মা'কে ভালো রেখো খোদা
করছি মুনাজাত।

টুনটুনি হাসু কবির

ছোট পাখি টুনটুনি
টুন টুন সুরে গায়,
সারাদিন ঘুরে ফিরে
কীট পতঙ্গ খায়।

দুটি পাতা জোড়া দিয়ে
বাসা বুনবে নিজে নিজে,
সাথি নিয়ে বাস করে
রোদ বৃষ্টিতে ভিজে।

ডিম পাড়ে তিন চার
নীলচে রং যে তার,
বাচ্চা ফুটতে লাগে
বারো তেরো দিন যার।

বাড়ির আঙ্গিনাতে
যদি থাকে ঝোপঝাড়,
সেখানেই বাসা বেঁধে
জীবনটা করে পার।



আমার দেশ চয়ন্ত বণিক

আমার দেশের মাটি
সেথায় ফলে সোনার ফসল,
চারিদিকে কত নদী
প্রকৃতিটা সবুজ শ্যামল।

মাঠের পরে মাঠ
আছে বিল, বিল, খাড়ি,
দিগন্তে সোনালি সূর্য
পূর্ব হতে দেই পশ্চিমে পাড়ি।

নীল আকাশে সাদা মেঘ
পুকুরে শীতল নীর,
গাছে গাছে কত পাখি
বেঁধেছে তার নীড়।

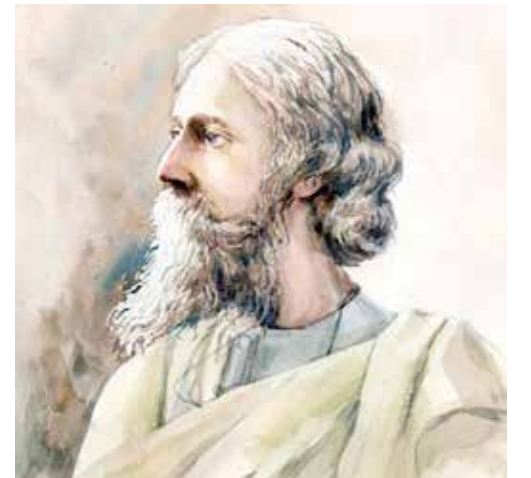
পথে পথে ফুটে ঘেঁটুফুল
মাঝিমাঝি গাই গান,
এই যে প্রিয় বাংলাদেশ
এই যে আমার প্রাণ।

জৈষ্ঠ্য মাসে ফলের রসে সোমা মুৎসুদী

জৈষ্ঠ্যমাসে ফলের রসে
মুখটা রঙিন হয়,
পাকা ফলের স্বাদ দেখে
মিষ্টি মধুর বয়।

দাদি খাবে টসটসে আম
কাঁঠাল খাবে খুকি,
খোকা দেখে জাম গাছেতে
মারছে উঁকি ঝুঁকি।

মায়ের প্রিয় তরমুজ আর
বাবার আনারস,
জৈষ্ঠ্যমাসে ফলের রসে
সবাই হলো বশ।



বিশ্বকবি জিল্লুর রহমান পাটোয়ারী

বিশ্বকবি রবি ঠাকুর,
গান কবিতার কবি-
লেখার সাথে আঁকতেন তিনি,
গল্প কথার ছবি।
জন্ম তার পঁচিশে বৈশাখ,
কলিকাতার ঠাকুর পরিবারে-
বিশ্বজুড়ে সম্মান পেলেন তিনি,
বাবা মায়ের ঘরে।
কখনো গানে কখনো কবিতায়,
মগ্ন থাকতেন তিনি-
সুর লহরীর সুর নিয়ে খেলা,
তাইতো তাহারে চিনি।
গান কবিতা গল্প লেখায়,
ছেলেবেলা থেকেই শুধু-
তাইতো তিনি বিশ্বজুড়ে,
সব কবিদের গুরু।



ঝড়-বৃষ্টি

শাহানাজ পারভীন শিউলী

থমথমে নীলাকাশ গম্ভীর মুখ
গর্জনে ফেঁপে ওঠে সায়েরের দুখ।
হুংকারে আসে ঝড় তুফানিয়া বেগে,
অশনির সংকেত কালো কালো মেঘে।

ওড়ে ধুলি, খড়কুটো ওড়ে বালুচর,
আরো ওড়ে গাছপালা গরীবের ঘর।
বামবাম বৃষ্টি তারই সাথে সাথে,
বিজুরি হাক পাড়ে আঁধারের রাতে।

গর্জনে- তর্জনে দুরন্দুর চেত,
হাবুড়বু জলে ভরে কৃষাণের ক্ষেত।
বিরহীনি এলোকেশ কালো মেঘে পিঁজে,
অনাহারীর দিন যায় বৃষ্টিতে ভিজে।



Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...



QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN
ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management Bookkeeping & Many more



CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND



bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING



OUR PARTNERS



Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW



Find us on
Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

TAX | SMSF | BUSINESS ADVISORY | BUSINESS ACCOUNTING
**LOOKING
TO SET
UP AN
SMSF?**
Call 02 8041 7359
ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
- ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET

High Quality
professional services
with a competitive
price!



Kinetic Partners

Kinetic Partners

Chartered Accountants

132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195

E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au



We are specialized
In Akika, Sadaqa
Qurbani

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেস্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেশাল প্রাইজ


Custer parking available at rear via Gillies Lane.

We cater for all occasions.

We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.

Free local delivery for all orders over \$60.00

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন :
Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ 2 KG Beef Curry \$17

■ 2 KG Lamb/Goat Curry \$ 25



■ 3 Chicken (size 9-10) \$15

■ 5 KG Nuggets/Burger \$50

পূর্ব প্রকাশের পর

কিছুদিনের মধ্যে নকল পাসপোর্টসহ প্লেনে চাপিয়ে পাচার করা হলো পল্লবীসহ খান দশেক মেয়েকে। পল্লবীর জীবনের প্রথম পর্ব শেষ হলো। শিউলি পল্লবীর মাথায় সন্নেহে হাত বুলিয়ে দিল। অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করলো, “তারপর?”

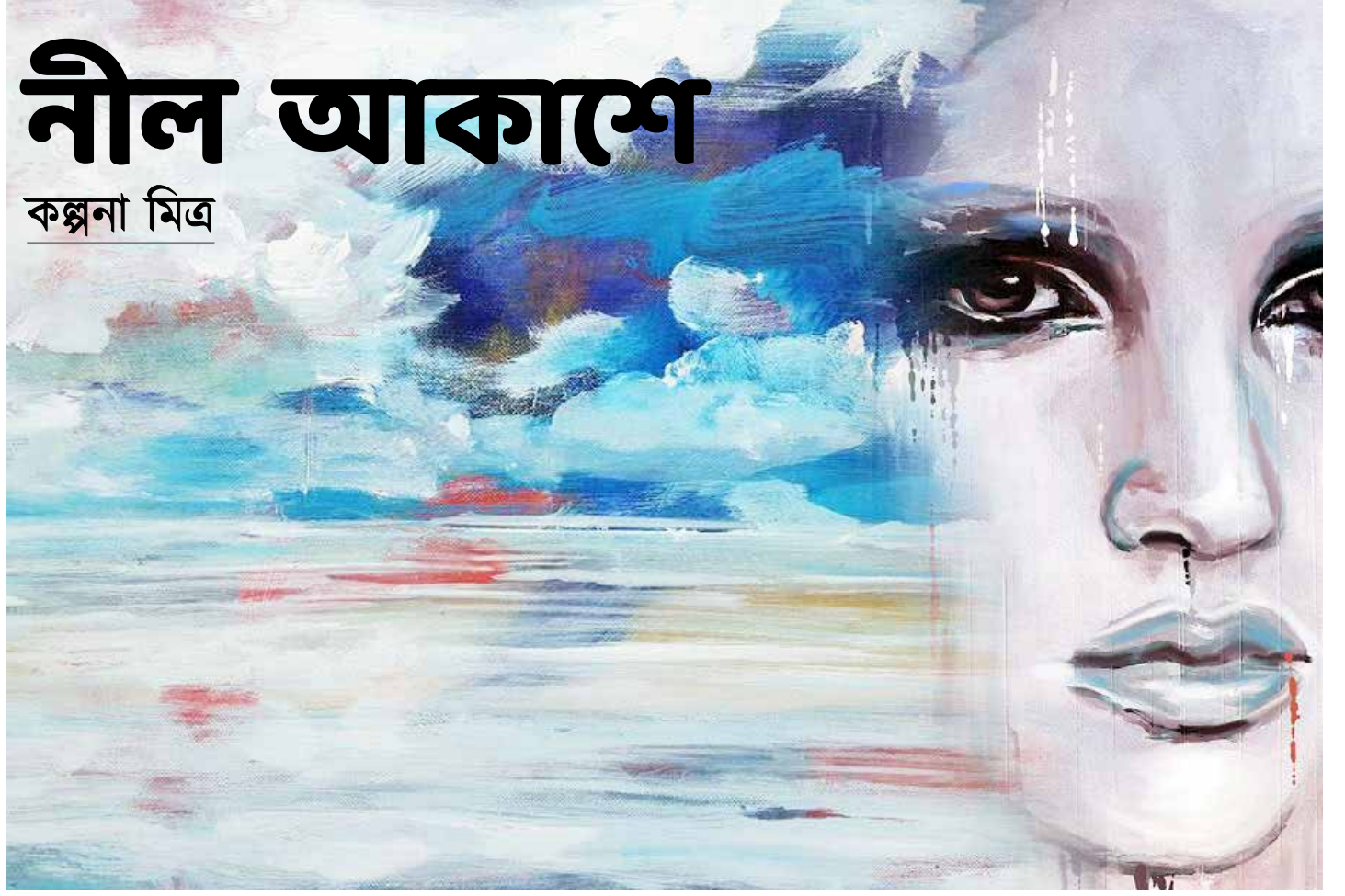
“পাঁচ বছর পর মুক্তি পেয়ে ফিরে এলাম ভারতবর্ষে।” খামলো পল্লবী। শিউলি আবারও বললো, “তারপর...!” পল্লবী মুচকি হাসলো, “কোথায় সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা...কোথায় আলালের ঘরের দুলালী! ফিরে এসে বাবা মাকে বড্ডো দেখতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু এই পোড়ামুখ নিয়ে কি করে যাবো তাঁদের কাছে। তাও সাহসে ভর করে গেলাম। বাড়ির দরজা খুললো অন্য মানুষ। প্রশ্ন করে জানলাম, “বছর পাঁচেক হবে বোধ হয় এ বাড়ির পূর্বতন মালিক হাট এ্যাটাকে মারা গেছেন। তাঁর উন্মাদ স্ত্রী বোধহয় কোনো মানসিক হাসপাতালেআজও বেঁচে আছেন কিনা তা জানিনা।”

শেষ পাঁচটা বছরে আমি নিজের জীবনে যা কিছু হারিয়েছি তার মধ্যে এই খবরটা যে কতোটা মর্মান্তিক তা বলে বোঝাতে পারবো না তোমাকে। আমার ভবিষ্যৎ কি তাও আমি জানতাম না। একটা হোটেলের উঠেছিলাম। ভাঙা মন নিয়ে সেখানেই ফিরে এলাম। ওই হোটেলেরই আবার দেখা হলো অন্ধিতের সাথে। রোগা একমুখ দাড়ি। চোখে চশমা। প্রথমে চিনতে পারিনি। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ চিনতে পেরে চেপে ধরলাম হাতটা। “পারলে তুমি তোমার দাদার বন্ধুর সাথে এমনটা করতে?” হকচকিয়ে গেলো অন্ধিত। তারপর আমাকে চিনতে পেরে বললো, “ওঃ তুমি! কি যেন নামটা...হুম পল্লবী। শোনো আমার কোনো দাদার উনি বন্ধু ছিলেন না...আমাদের ব্যবসার সূত্রে কথার জাল বিছোতে হয়। রোজ ফলো করতাম অনেককে। সরল সাধাসিধে মানুষগুলোর মন জয় করা বেশ সহজ। এক বিশ্বকর্মা পূজোর দিন তুমি আর তোমার মা বাবার সাথে ট্রেনে উঠেছিলে। বাবার অফিসের পূজোর ফাংসান দেখতে যাচ্ছিলে। ব্যাস তারপর থেকে বিভিন্ন ছদ্মবেশে সহযাত্রী হয়ে ওনার জীবনের অনেক কথা জেনে নিলাম। অনেকের সাথেই আমাদের মতন এই লাইনের মানুষরা এমনই করে থাকে। ওনার কথাবার্তা থেকে জানতে পারি ওনার মেয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। কথার প্যাঁচ আর অভিনয়ে আমার হলো বাজিমাত।..তোমাদের বাড়িতে অতিথি হলাম আর আমার রূপে মুগ্ধ তুমি, তোমার মন জয় করে বিশ্বাস অর্জন করলাম, তারপর মোটা টাকায় বেচে দিলাম। এই রকমটাই আমরা করে থাকি। জানতো, খুনী খুন করার জায়গায় দ্বিতীয়বার যায়। তোমার কৌমার্যকে খুন করে আমি তোমাদের বাড়ির এলাকাতে সেখানকার অবস্থা বুঝতে গিয়েছিলাম ক’দিন পর। অবশ্যই ছদ্মবেশে। বুঝতে গিয়েছিলাম মেয়ে হারানোর কেসে আমার নাম জড়ানো হয়েছে কিনা। সেখানে গিয়ে জানলাম তোমার বাবার হাট এ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে। মা উন্মাদ। ক’দিনের জন্মে হলেও অতিথি সেজে তোমার মায়ের রান্না খেয়েছিলাম। মানে তোমাদের পরিবারের নুন খেয়েছিলাম তাই এক আন্তরিক মানবিকতার তাড়নায় উপযাচক হয়ে নিজে বৌদিকে মানে তোমার মাকে মেন্টাল হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। তোমার বাবা মারা গেছেন, মা উন্মাদ তাই কেউ যে আমার নামে অনুসন্ধান চালাবে না সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম।” এই সেই মানুষটা যাকে আমি একদিন ভালোবেসে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখেছিলাম! কিন্তু ক’দিনই বা দেখেছিলাম যে অমন সিদ্ধান্ত আমার মনের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছিল! আমার অকালপক্বতা আর অভিজ্ঞতার অভাব এছাড়া আমার স্বার্থপরতা আমার আজকের পরিণতির জন্ম দায়ী। আমি কঠোর গলায় জানতে চাইলাম, “আমার মাকে কোন মেন্টাল হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে?”

“বর্ধমানে। যদি বলা কালকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।” অন্ধিতের উত্তর শুনে মনে হলো হাতে চাঁদ পেলাম। পরেরদিন অন্ধিতের সাথে গিয়ে আমার মাকে দেখলাম। আমার মা...আমি তাঁর আল্হাদী মেয়ে। আমাকে মা চিনতে পারলো না কিন্তু আমার চাইতে বয়সে ছোট একটি মেয়ের খুতনি ধরে আদর করলেন। বললেন, “কখন এলি কলেজ থেকে? জলখাবার আনি?” আমি বললাম, “মা আমি তোমার আল্হাদী।” মা আমার কথার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে আমাকে ডিঙিয়ে

নীল আকাশে

কল্পনা মিত্র



আরও একটি মেয়ের কাছে গিয়ে বললেন, “কোথায় গিয়েছিলিস বলে গেলেই পারতিস। মিথ্যা কথা বলে কেউ বাবা-মাকে? দেখলি তো বাবা কেমন কাঁদতে কাঁদতে শান্ত ছেলের মতন ঘুমিয়ে পরলো! জানিস বাবাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল?” ডাক্তারদের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম মায়ের চোখে সেই পাঁচ বছর আগের আমি ছবির মতন বাঁধা পড়ে আছি। তাই, আজকের আমাকে তিনি চিনতে পারছেন না। মনে হলো সেদিনের ওভার কনফিডেন্সের ফলে আমার বাবা-মায়ের এই দুর্দশা। এর শাস্তি আমার পাওয়া উচিত।”

এই সংসারে কত ঘটনাই ঘটে। আমরা যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কখনও বা নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা আর কৃতকর্মকে নিয়ে আত্মসমালোচনা করি। হয়তোবা করে আসা অন্যায়ের জন্য আফসোস করি। আর একদল স্বার্থহীন মানুষ তারা স্বার্থ পূরণের জন্য যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যায়। দিনশেষে নিজের কৃতকর্মের জন্ম হয়তোবা কেউ কেউ অনুতপ্ত হয়, কেউবা হয় না। শিউলির কাহিনীর যতীন চরিত্র কি কখনও নিজের জীবনের হিসেবের খাতা খুলে দেখবে? হয়তো ‘হ্যাঁ দেখবে’ নয়তো ‘না কোনদিনও দেখবে না!’ জানিনা, তবে পল্লবীর জীবনের বিপর্যয়ের জন্ম যে মানুষটা দায়ী তার বিবেক হয়তো তাকে দংশন করেছিল। তবে তার পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল।

ফেরার সময় অন্ধিতের কাছে তার খবরাখবর নিলাম। লোকটা আজ সুগারের রুগী। বললো, “এতো পাপ করেছি তার শাস্তি তো আমাকে পেতেই হবে। চেহারার অহংকার যুঁচে গেছে, চোখে কম দেখি। কোনো মেয়েকে পটাতে পারিনা। তার ওপর একবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। নিজের ঘরে যমজ দুটো মেয়েকে দেখে বুকটা কেঁপে ওঠে। মনে হয়, যদি কেউ এমন পাপী বাবার সংস্পর্শ থেকে ওদের আরও অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে রাখতো! এখন পেটের দায়ে ওই নিষিদ্ধ পল্লীগুলো থেকে মেয়েদের স্বইচ্ছায় হোটেল হোটেল খন্দেরদের কাছে পৌঁছে দিয়ে উভয় তরফের কাছ থেকে কিছু কমিশন পাই।” ওই মানুষটার ওপর মনে মনে প্রচণ্ড রাগ থাকলেও অনুতপ্ত লোকটার দুঃসময়ের খবর পুনর্জন্ম হলাম না মোটেও। সারারাত অনেক ভাবলাম সন্তান হয়ে বাবা মাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছি সেই যন্ত্রণা আমার পাওয়া উচিত। বাবা মায়ের সন্তান হয়েও তাঁদের মতামতের তোয়াক্কা না করে এক স্বল্প পরিচিত মানুষকে বিয়ে করে ঘর বাঁধার আকর্ষণে তাঁদের না জানিয়ে একার সিদ্ধান্তে তার সাথে রেজিস্ট্রি করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। বাবা মায়ের একমাত্র নয়নের মণির

এই অধঃপতনের কারণে বাবার অকালমৃত্যু আর মায়ের এই উন্মাদ অবস্থা। আমার এখনই প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কিন্তু কি প্রায়শ্চিত্ত করবো ভেবে পেলাম না। সন্তানের থেকে পাওয়া আঘাতে আমার বাবা মায়ের এই দুর্দশা! আমারও উচিত আমার নিজের সন্তানের থেকে এই রকম শাস্তি পাওয়া। কিন্তু এই অপবিত্র শরীর নিয়ে কি করে কাউকে বিয়ে করে স্বামী, সন্তান নিয়ে ঘর বাঁধার কথা ভাববো বলা? আমি যে চাই ‘মা’ হয়ে আমার মায়ের মতন গর্ভের সন্তানের বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে! অনেক ভাবলামসারারাত দু’চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সকালে মোবাইল সার্চ করতে করতে শব্দটা খুঁজে পেলাম। ‘সরোগেট মাদার’! সঙ্গে সঙ্গে অন্ধিতকে ফোন করলাম। বললাম আমি সরোগেট মাদার হতে চাই। অন্ধিত বিস্মিত হলেও সেই আমাকে সাহায্য করলো। গর্ভে সন্তান নিয়ে তাকে নিজের শরীরে যত্নের সাথে লালিত পালিত করে জন্ম দিয়ে গর্ভ যন্ত্রণা সহ্য করেনি এমন এক মায়ের হাতে সেই সন্তানকে তুলে দিতে কতটা বুক ফাটে! সেই বুকফাটা যন্ত্রণা আমি পেতে চাই। অন্ধিতের মধ্যস্থতায় এমন দম্পতি পেয়েও গেলাম। মাসী, তার পরের ঘটনা তুমি জানো। গর্ভবতী আমাকে যত্নে রাখার জন্ম লাহিড়ী দম্পতি আয়া সেন্টার থেকে তোমাকে আনে। আমাকে একটা ভালো ফ্লুয়টে থাকার ব্যবস্থা করে। সত্যি বলছি মাসী সেই শিশুর জন্মানোর পর আমার মনে হচ্ছিল তার ওপর আমার সবচাইতে বেশি অধিকার। কিন্তু চোখের জল আড়াল করে সেই নাড়ি ছেড়া ধনকে তুলে দিতে হলো, মা হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করেনি এমন এক মায়ের হাতে। বুকের মধ্যে পল্লবীকে জাপটে ধরে শিউলি বললো, “এই পৃথিবীতে এক এক মানুষের এক এক রকমের যন্ত্রণা। যার হাতে সেই শিশুকে তুলে দিলি তার মনে মা না হতে পারার যন্ত্রণা ছিল।

আজ তুই তার কোলে তার সন্তানকেই তুলে দিলি। আজকের যুগে এমনটাও সম্ভব। তোর গর্ভে ধারণ করা সন্তান অথচ সে তোর নিজের নয়, এটা ভুললে তো চলবে না মা, সেই সন্তান তার নিজের মায়ের কাছে যত্নে লালিত হবে ভেবে নিশ্চিত থাক। ঈশ্বর তোর মাকে অবশ্যই সুস্থ করে তুলবেন। তোর আত্মবিশ্বাস হারাস না। মনে রাখিস সব ভাঙা-গড়ার খেলা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়। তাঁর ইচ্ছাতেই মানুষ নিজের কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা পেয়ে থাকে। ঈশ্বর তাঁর ভাগ্য লিখনের দ্বারা মাত্রাহীন দুঃখ দিয়ে মানুষকে সহনশীল করে তোলেন আবার তাঁর অকৃপণ হাতে আশীর্বাদও করেন। তুই আমার কাছে থেকে আবার পড়াশোনা শুরু কর। সমস্ত বই পত্র আনিবে দেবো।”

দুই ভিন্ন বয়সের মহিলা পরস্পরের জীবন বৃত্তান্ত শুনে আর শুনিতে নিজেদের মনের ভার অনেকটাই হালকা করেছে। প্রকৃতির আলো মলিন হয়ে দূর গগনে সন্ধ্যা তারা তার উপস্থিতি ঘোষণা করছে। দুই রমণী দু’জনে দু’জনার মুখোমুখি চুপটি করে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর শিউলি বললো, “ফটিককে দুটো চা দিতে বলি, তারপর দু’জনে মিলে চল কিছু কেনাকাটা করে আসি।” পল্লবী বললো “তোমার কাহিনীর তৃতীয় পর্ব বলবে কখন?” শিউলি উত্তর দিল, “আজ সূর্য ডুবে গেছে আজ আর নয়, কাল সূর্য ওঠা ভোরে সেই গল্প শোনাবো।”

সূর্য ওঠা ভোরে পল্লবী গ্যাস জ্বালিয়ে চা করে আনলো। শিউলি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললো, “সূর্য ওঠা ভোরে আমার কাহিনীর তৃতীয় পর্ব এখানে শুরু হলেও গল্পের অন্তিম দৃশ্য ঘটবে ওই মানুষটার বাড়ির ছাদে নীল আকাশের নিচে। আমাদের ওই বাড়ি যেতে হবে।” মাসীর কথায় স্তম্ভিত পল্লবী বললো, “তোমার কথার কোনো অর্থ মাথায় ঢুকলো না মাসী।”

“আমার ছেলে আর শশাঙ্কদা পাকাপাকি ভাবে ওই বাড়িতে ফিরছে।”

বিস্ময়ে হতবাক পল্লবী বললো, “তোমার ছেলে! কই তার কথাতো এতোক্ষণে একবারও শুনিনি।”

“হ্যাঁ ছেলে বলেছে এসে তোর সমস্ত বইপত্র কিনে দেবে যাতে তুই আবার পড়াশোনা শুরু করিস।”

“আর নিতে পারছিনা, মাসী, প্লিজ, পরিষ্কার করে বলো।” চায়ের খালি কাপ দুটো বেসিনে নামিয়ে রেখে পল্লবী বিছানাতে এসে শিউলির মুখোমুখি বসলো। শিউলি মুচকি হেসে বললো, “আমার ছেলের কথা শুনে মেয়ের যে আর তর সয়না দেখছি! শোন তাহলে...!” শিউলি তার কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায় শুরু করলো- “আমার জীবিকা হিসেবে আয়ার কাজ বেছে নিয়েছিলাম। একদিন আয়াসেন্টার থেকে স্ট্রোকের ফলে পঙ্গু এক মহিলার দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হলো। আমি নির্বনঝট বলে ওখানে রাতদিন থাকতে হবে এমনই বলা হয়েছিল। শুনলাম হাসপাতালের কোনো এক নার্স নাকি সরাসরি এই কাজের কথা বলেছেন। ঠিকানা মতন সেই বাড়িতে পৌঁছলাম। একটা দশ বছরের ছেলে আর মায়ের সংসার। হঠাৎ স্ট্রোক মায়ের একটা অঙ্গ পড়ে গেছে। তার দেখাশোনা করতে হবে। শোকসের ওপর একটা ছবি। সেই মানুষটার সাথে এই মহিলা! চমকে উঠলাম! ছেলে বললো, “আমার বাবা।” ঠিকানা লেখা কাগজটাতে চোখ বোলালাম, পূর্ণা দেবী। এই সেই পূর্ণা! আমার ওকে বড্ড আদর করতে ইচ্ছা করলো। মুখে কিছু বললাম না, ভদ্রমহিলার মাথায় হাত বোলালাম।

নীল আকাশে

২২-এর পৃষ্ঠার পর

পূর্ণা তার উত্তরে তার স্ট্রোকের ফলে বাঁকা মুখে আমার হাতে চুম্বন করলো। ছেলোটো বড় ভালো। যেমন ব্যবহার, তেমনি মাঅন্ত প্রাণ। বললো, “আমার পরীক্ষা তাই অঞ্জু মাসি হসপিটালের নার্স, সেই তোমাকে ডেকে আনলো। তুমি মাকে দেখো আমি নাহয় রান্না করে নেবো।” আমি তার গালটা টিপে বললাম, “বললে তো তোমার পরীক্ষা, তাই তোমার কাজ মন দিয়ে শুধুই লেখাপড়া করা। আমি সবটা সামলে নেবো।”

বাবলাম এ ছেলোটো ওই মানুষটার সন্তান না হয়ে যায় না। মুখে অনেকটাই তার আদল আছে। সে মানুষটার কাছে তার সন্তানের খবর জানা ছিল না। থাকলে হয়তো পূর্ণাকে সত্যি নিজের নীল আকাশের কলঙ্ক বুকে করা চাঁদ করে রাখতো। একদিন অঞ্জু নামের মেয়েটা এলো। ওর কাছে জানলাম পূর্ণা পেটে সন্তান নিয়ে পাগলের মতন বাবুর খোঁজ করতো। এতোদিন পতিতালয়ের আশ্রয় ছিল বছর কয়েক হলো; ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে বলে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে। অঞ্জু আরও বললো, সে বাবলুর মুখে শুনেছে একদিন বাড়িওয়ালা ভাড়া নিতে এসেছিল। তার মা বাজারে গিয়েছিল তাই বাবলু তাঁকে ঘরে ঢুকে বসতে বলেছিল। বাড়িওয়ালা সল্টলেকে থাকেন। প্রতিমাসে ভাড়া নিতে তাঁর স্ত্রী আসতেন। এই প্রথম উনি এসেছিলেন। ঘরে ওর বাবা মায়ের ছবি দেখে নাকি বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক অনেক কথা বলছিলেন।

পূর্ণা বাজারের থলি হাতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে সব কথা শুনে ফেলেছিল। তারপরই স্ট্রোকটা হয়। যাই হোক, বাবলু বাবু আর তার মায়ের সাথে আমার দিন পঁচিশেক কাটানোর পর মাস পয়লায় আবার বাড়িওয়ালা এলেন। ছেলের মুখে মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে ঘরের ভেতরে পূর্ণাকে দেখতে এলেন। পূর্ণা বাইরের ঘরের চেয়ারে বসেছিল। তার অবশ পা টাকে সামনে অন্য একটা চেয়ার রেখে তার ওপর সাবধানে তুলে দিয়েছিলাম। ভদ্রলোক ঢুকলেন। দেখলাম তিনি আর কেউ নন সেই যতীন সেন। পূর্ণা তাঁকে দেখেও চেয়ার থেকে পা

নামালোনা দেখে উনি বললেন, “বুঝতে পারি না কি দেখে আমার বন্ধু আপনার মতন মহিলাকে বিয়ে করেছিল। কোনো ম্যানার্স জানেন না। আপনাকেই আর বলি কেনো পয়সা ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। না জানি আরও কতো বৌ পুষ্টিছিল সে। বেটা সাত-আট বছর হলো মরে গেছে, এতোদিনে সবে তার একটা ছেলে আর একটা বোয়ের হৃদিশ পেলাম। পরের সাত-আট বছরে না জানি আর কটাকে দেখবো। আর ওই বেটা কিনা মরার সময় বাড়ির বিকে বিয়ে করার জন্য লাফাচ্ছিল।” হঠাৎ দেখলাম চেয়ারে বসা পূর্ণার শরীরটা চেয়ার থেকে মেঝেতে ঝরে পড়লো। বাবলু “মা” বলে চিৎকার করে উঠলো। তারপর যতীনকে বললো, “ডাক্তারকাকু বারবার বলেছিলেন মাকে যেন উত্তেজিত করা না হয় আর আপনি বাবার মৃত্যুর খবরটা মাকে শোনালেন?” আমি এযামুলেককে খবর দিয়ে বাবলুকে বললাম, “অঞ্জুমাসিকে ফোন কর।” তারপর যতীনের মুখোমুখি দাঁড়লাম। বললাম, “আমি জানতাম আপনি ওকে মেরে ফেলবেন তাই অতো তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার নাম করে গাড়িতে তুলেছিলেন। না হলে উনি এমন কিছু অসুস্থ ছিলেন না সেদিন। আপনি তো বলেছিলেন, ভালো চিকিৎসা করে ওকে ফিরিয়ে আনবেন তাহলে মানুষটা মারা গেলো কেন?” যতীন বাবু আমার কথায় চমকে উঠলেন। বললাম, “হ্যাঁ ঠিকই চিনেছেন আমি শিউলি। আমাকেই উনি বিয়ে করে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন আর ব্যাঙ্কের টাকা আমাদের দু’জনার নামে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই শুনে আপনি সেকত নামের বন্ধুকে ডেকে তড়িঘড়ি হসপিটালের নাম করে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন মানুষটাকে? আগে এ কথার উত্তর দিন। আর শশাঙ্কদারও কোনো খোঁজ নেই! এখনই পুলিশকে জানালে সব খবর বের করে আনবে তারা। তার ওপর অসুস্থ পূর্ণাকে জেনে বুঝে উত্তেজিত করার জন্মেও আপনার নামে কেস করতে পারি। ভালোয় ভালোয় এখন থেকে বেরিয়ে যান না হলে...”

আমাকে মারমুখী হতে দেখে আর বিপদের সম্ভাবনা বুঝে যতীন চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম, “এই বাড়ি আমরা ছেড়ে চলে গেলেও এ ঘরে কুলুপ এঁটে যাবো। সাধ্য থাকে তো লড়তে আসবেন।”

পূর্ণাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা গেলো না তবে হসপিটাল থেকে সোজা ওই মানুষটার বাড়িতে মা-ছেলেকে এনে তুললাম। মানুষটার খুব শখ ছিল রোদ ঝলমল দিনের সাথে ওর আকাশে রাতের বেলা তারার মাঝে কলঙ্ক বুকে নিয়ে চাঁদও থাকবে। বাবলুকে বললাম, “তোমার বাবার বাড়ি। আজ এই বাড়ির রোদ ঝলমল আকাশে তোমার বাবার সাধ পূর্ণ করা রাত্রি এলো।” পূর্ণা ফ্যাল ফ্যাল করে আমার পানে চেয়ে রইল। সে রাতে ওর কাছে আমি সব কথা খুলে বলেছিলাম। ওর ছেলে বেশ বুঝে গেছিল যে আমি ওর বাবাকে ভালো করে চিনি। পূর্ণাও বুঝেছিল। আজ সব শুনে ও নিশ্চিত হলো। মানুষটার ডায়েরিতে একটা ঠিকানা খুঁজে পেলেও এতোদিন যোগাযোগ করিনি, এবার ওই ঠিকানায় গিয়ে শশাঙ্কদাকে খুঁজে পেলাম। বয়সের ভায়ে মানুষটা যেন নিয়ে পড়েছে। বললো, “খোকাবাবু বড়ই বিচক্ষণ ছিল। জানতো ওর জীবনে কতোটা ঝড় আসতে পারে। তাই আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাকে এই আস্তানাটা করে দিয়েছিল। ও বাড়িতে রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি তালা লাগিয়ে সেদিনই আমি এই বাড়িতে এসে উঠেছিলাম। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছা থাকলেও করিনি কারণ ওই দুটো শকুনের চোখ আমাদের খুঁজে পেলে খোকাবাবুর বাড়ি ঘর, দলিল, কাগজপত্র সব কেড়ে নিতো তাই।” শশাঙ্কদাকে ওই বাড়িতে ফিরিয়ে আনলাম। পূর্ণার সাথে আলাপ করলাম। তবে পূর্ণাকে তার দুর্বল হার্ট নিয়ে বেশীদিন ধরে রাখতে পারলাম না। সেই থেকে বাবলু আমাকে বড়মা ডাকে আর আমার এই ছোট্ট বাড়িতে আমার কোল ঘেঁষে থাকতে ভালোবাসে। শশাঙ্কদা আবার তার আস্তানায় ফিরে গেলেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। ছেলোটো বাপের মতনই পড়শোনাতে ব্রিলিয়ান্ট। চাকরি সূত্রে ব্যাঙ্গালোরে চলে যেতে হয়েছিল ওকে, এখন কলকাতাতে নতুন কোম্পানিতে জয়েন করছে। আজই ফিরবে।”

শিউলি চুপ করলে পল্লবী তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, “তুমি কতো ভালো মাসী।”

“ছাড় আমাকে, আমার আরো কিছু বলার আছে। শোন, বাবলুকে নিয়মিত তোমার কথা বলতাম, গতকাল তোমার কাছে সবটা শোনার পর সে কাহিনীও বলেছি। বলেছি বাবার দিনের বেলায়

সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল নীল আকাশে রাতের বেলায় কলঙ্ক বুকে করা চাঁদ হলি তুই। তোকে যেন ও বিয়ে করে। ওর একটাই কথা আমার চাঁদকে বোলো পড়শোনাটা যেন আবার শুরু করে। আর একটা কথা তোমার মাকেও এই বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করবে বাবলু। আমার মন বলছে তোমার মায়ের সুস্থ হতে আর দেবী নেই, তুই তো জেনেশুনে কোনো অন্যায় করিসনি তোকে ফাঁসানো হয়েছিল। আর যেভাবে সব দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিস তাতে তোমার মা সুস্থ না হয়ে যাবেন কোথায়! তখন এ বাড়িতেই আমি আর তোমার মা চাঁদের পাশের অসংখ্য তারকা রাশির মতন এক আকাশের বুকে বাস করবো। শশাঙ্কদাকেও খবর পাঠিয়েছি এতোক্ষণে হয়তো ওই বাড়িতে এসে গেছে।” সন্ধেবেলায় বাবলু ফিরে এলে শিউলি পল্লবী আর বাবলুকে সেই রাজপ্রাসাদের রাজকীয় ছাদে পাঠালো। এখানেই শিউলির গল্পের শেষ পরিচ্ছদ বলা যেতে পারে।

পৃথিবীটা অনেক বড় কিন্তু গোলাকার; তাই হয়তো একই সূতায় বাঁধা মানুষগুলো নিজের অজান্তেই বার বার সেই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মেলে। মানুষের টুকরো টুকরো শুভচিন্তাগুলো বাস্তবায়িত করার জন্মই হয়তো এই মিলন ঘটে। জীবনের সর্বশেষ এবং পরম সত্য মৃত্যু। সেই মৃত্যু সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষটাকে এই জগত থেকে ছিনিয়ে নিলেও তার উত্তরসূরী এবং তার সদচিন্তায় প্রভাবিত মানুষগুলো তার সেই শুভ ভাবনাগুলোকে বাস্তবায়িত করার ব্রত নেয়। শিউলির আস্থানে অন্তাপদন্ধ অঙ্কিত তার যমজ মেয়ে দু’টিকে এই বাড়ির ছত্রছায়ায় রেখে গেল। এ সময়ে শিউলির মনটা তার নাড়ুগোপালের মতন ছোট্ট ভাইটার কথা ভেবে ব্যকুল হলো। সেকি বেঁচে আছে? যদি বেঁচে থাকতো এই গোলাকার পৃথিবীর এই বিন্দুতে সে নিশ্চয়ই এসে মিলিত হতো। শশাঙ্কদার পরামর্শে বাবলু আর পল্লবীর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠলো বিনামূল্যের হাসপাতাল আর অবৈতনিক স্কুল। সেই সঙ্গে সেই মানুষটার অর্পণ স্বপ্নকে সফল করে তার ঝলমলে রোদের আলোয় উজ্জ্বল বাড়িটার আকাশ আজ সূর্যের আলোয় ভরা দিনের সাথে কলঙ্ক বুকে করা চাঁদ আর তারায় ভরা রাত্রি নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো।



বাংলার স্বাধীনতা

এম এ বাশার

বাংলার স্বাধীনতা কখনো পায়নি সঠিক মান, ব্রিটিশ আমল থেকে চলছে তাহা বিদ্যমান। পলাশীর যুদ্ধ প্রান্ত থেকে মীরজাফরের বিশ্বাস ঘাতকতা চলছে, আজও এই বাংলায়। পাকবাহিনীর ঈর্ষার জন্যে কত যুবক জীবন দিলে শেষে, মায়ের ভাষায় কথা বলবে বলে সংগ্রাম করে রাজপথে। পাকবাহিনী কঠিন জাতি হিংস্র মন তবে, ষড়যন্ত্রের জাল ফাঁদে আবার সুযোগ খুঁজে। আঁধার রাত্রিতে ঘুমন্ত মানুষের উপর পশুর মতো করে অত্যাচার, শিশু, নারী, বৃদ্ধ, যুবক পায়নি কেহ নিস্তার। বাংলার জনতা রুখে দাঁড়ায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লাখে লাখে শহীদের জীবন বিনিময়ে, বিসর্জনে বাংলায় শান্তির স্বাধীনতা ফিরে আনে। তবুও আজো বাংলায় শান্তির স্বাধীনতা নেই ষড়যন্ত্রের জালে বন্দি আছে, মীরজাফরদের বিশ্বাস ঘাতকতায়!



ফাঁসির মঞ্চে বিদ্রোহী কবি

বেলাল মাসুদ হায়দার

রাত বারোটো এক মিনিট, ২৬ শে মার্চ
মহান স্বাধীনতা দিবস।

বিদ্রোহী কবিকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হলো।
জল্লাদ কালো কাপড়ে মাথাটা ঢেকে দিলো।
ফাঁসির দড়িটা মালার মতো গলায় পরানো হলো।
ম্যাজিস্ট্রেটের হাতের রুমালটা উপর থেকে
নিচে নেমে এলেই ঝুলবেন কবি ফাঁসি কাঠে-
হবে তার জীবনাবসান!

কবিকে বলা হলো,- বলা কি তোমার শেষ কথা?
কবি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললো-
মাগো, ক্ষমা করো মোর এ অক্ষমতা।
ওরা তোমার লাল-সবুজের স্বাধীনতার বসন,
করলো হরন। বিশ্ব বিবেকের সামনে তোমায়
করলো বিবস্ত্র; তোমার স্বাধীনতা কেড়ে নিলো!!
বিশ্ব বিবেকের ঘুম তবুও ভাঙে না।
স্বার্থের মোহজালে নিমগ্ন তারা একটুও জাগে না।
বিশ্ব রাজনীতির খেলায় হাততালি দিয়ে ওদের দেয় বাহবা।
আমি তোমার অক্ষম সন্তান লিখে লিখে শুধু কাগজ
করেছি বোঝায়। রাখতে পারিনি তোমার সম্মান।

দুঃখ করো না মাগো, তুমি তো রত্নগর্ভা।
তোমার গর্ভে জন্মেছে বড় বড় সব নেতা।
কতো অকুতোভয় সন্তানেরা বুকের রক্ত ঢেলে যাঁরা
আনতে পারে স্বাধীনতা। তোমার গর্ভেই জন্মাবে আবার
সেই সব প্রতিবাদী কবিরা; যারা লাল সবুজের স্বাধীনতার
বস্তু পরায়ে ঢাকবে তোমার লজ্জা।
বাঁচাবে সন্ত্রম, করবে গর্বিত।
মাগো, বিদায় বেলায় আমায় ক্ষমা করে দিয়ো।



130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290

- ➔ Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- ➔ Fresh chicken Daily
- ➔ Fish & seafood
- ➔ Frozen vegetables
- ➔ Free delivery
- ➔ Competitive prices
- ➔ We don't have any other branches



Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat